MARUF

RIZON

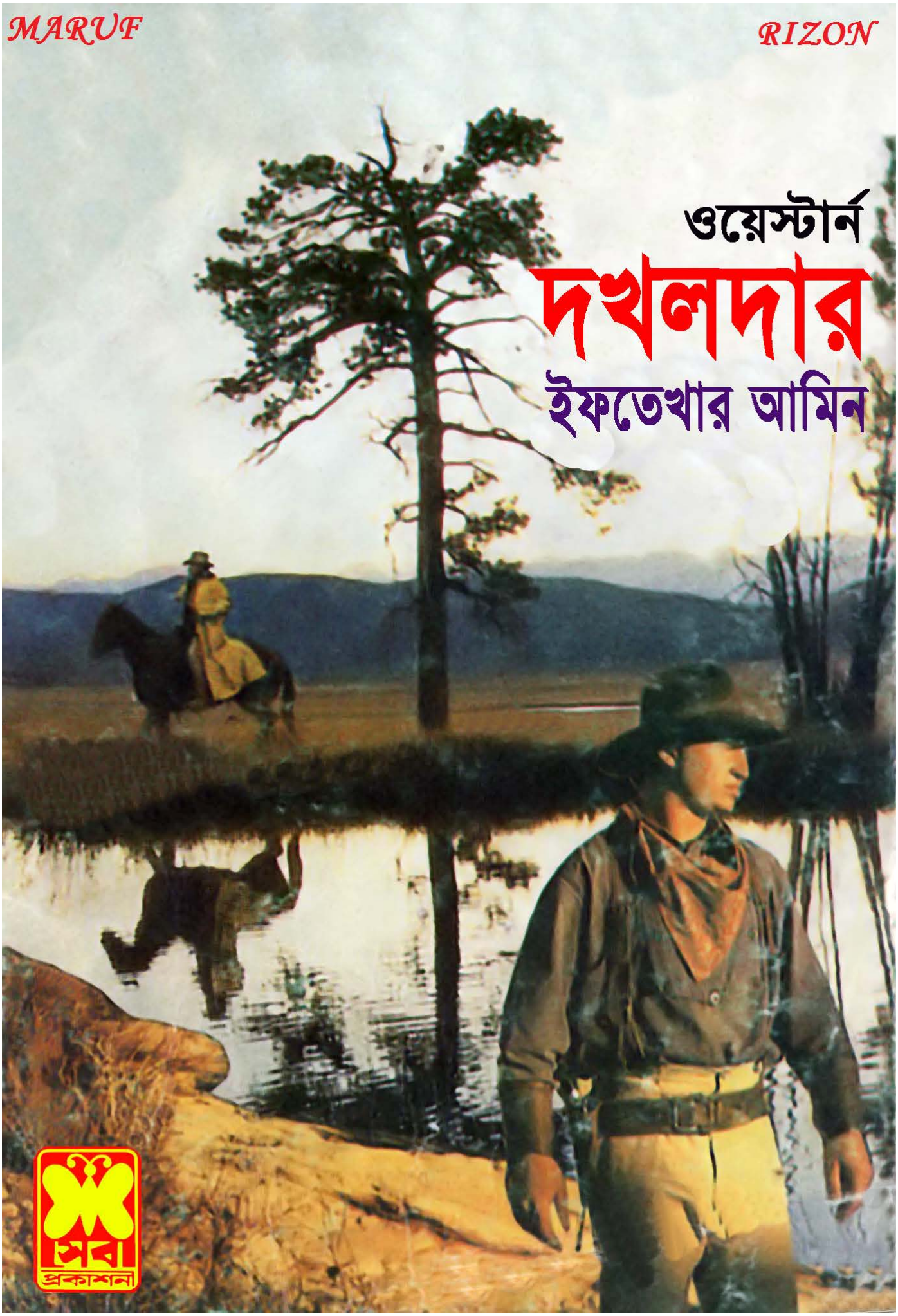

ওয়েস্টার্ন

দখলদার

ইফতেখার আমিন

সবা প্রকাশনা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

এই পিডিএফটি BANGLAPDF.NET এর সৌজন্যে নির্মিত।

স্ক্যানঃ মারুফ

ইডিটঃ রিজন

পিডিএফ তৈরী করা হয় বইপ্রেমীদের সুবিধার জন্যে, যেন সবাই সহজেই বই পেতে,পড়তে,সংগ্রহে রাখতে পারে।
বইটি ভাল লাগলে অবশ্যই হার্ডকপি সংগ্রহ করুন। লেখক/প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা অবশ্যই এই পিডিএফটি শেয়ার করুন, তবে BANGLAPDF.NET এর কার্টেসী ছাড়া শেয়ার না করার অনুরোধ রইল ।

হ্যাপি রিডিং... :)

ওয়েস্টার্ন

দখলদার

ইফতেখার আমিন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8186-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা. রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DAKHOLDAR
A Western Novel
By: Iftekhar Amin

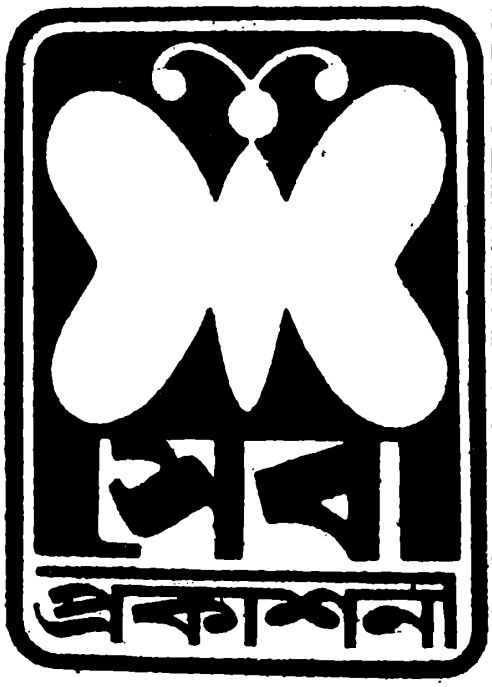

উনত্রিশ টাকা

দখলদার

সেরা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাড়ইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্নোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট। **খোন্দকার আলী আশরাফ :** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক,টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামান:** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ. টি. এম. শামসুদ্দীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা,কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক

কাউন্টারের ওপাশে সেই দীর্ঘদেহী আগন্তুককে দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গেল হোটেল ক্লার্ক। একই প্রশ্ন নিয়ে এবারসহ ছয়বার এল সে আজ, এবং ছয়বারই অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে তাকে। কিছু একটা আছে আগন্তুকের মধ্যে।

সেটা হচ্ছে তার একগুঁয়েমী। তার মার্জিত অথচ ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা। ছয় ফুট দীর্ঘ সে, চওড়া হাড়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। লম্বাটে মুখ। নিষ্ঠুরতা ও কোমলতা, দুটোই আছে ওখানে। নাক খাড়া, চোখের রং হালকা নীল। ক্লীন শেভড্, গাল দুটো একটু বসা। নাম টম হার্ডি।

'শেরিফ রেমন্ড এসেছিল,' টেক্সান টানে ভরাট গলায় প্রশ্ন করল যুবক, 'আমার খোঁজে?'

'না,' ষষ্ঠবারের মত জবাব দিল ক্লার্ক।

'আসেনি?'

মাথা নাড়ল লোকটা।

'কিন্তু আজ তো তার আমার সাথে এখানে দেখা করার কথা,' অনেকটা নিজেকে উদ্দেশ করেই বলল টম হার্ডি।

'নিশ্চয়ই। কিন্তু সে না এলে আমার কি দোষ? দেখো, দুপুরে প্রথম করেছ তুমি প্রশ্নটা। বিকেলে করেছ তিনবার। সাপারের পর আরও একবার, তারপর আবার এখন করলে। তোমরা টেক্সানরা "না" শুনে অভ্যস্ত নও, তাই না?'

লোকটাকে নীরবে পর্যবেক্ষণ করল যুবক। 'তুমি তাহলে জানো না কোথায় আছে শেরিফ, কেমন?'

'মিস্টার, তোমার সুবিধের জন্যে লোক লাগিয়ে রেখেছি আমি, ছয় ঘণ্টা ধরে শেরিফকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে, এখনও ফেরেনি। অতএব...'

'আশ্চর্য!' বাধা দিয়ে বলে উঠল টম হার্ডি। 'তোমার সামনের রাস্তার ওপাশেই তার অফিস। মুখ তুললেই তার আসা-যাওয়া চোখে পড়ার কথা। অথচ...'

শ্রাগ করল মাঝবয়সী ক্লার্ক, চেহারা বিকৃত করে অভিযোগের সুরে বলল, 'আমাকেই কেন বেছে নিলে জ্বালাতন করতে? শহরে তো আরও মানুষ আছে। রেমন্ডকে খুঁজে বেড়ানো আমার কাজ নয়।'

হঠাৎ হাসি ফুটল আগন্তুকের মুখে—বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি। তাই দেখে বিরক্তি দূর হয়ে গেল ক্লার্ক লোকটার। 'আসলে ব্যাপার হলো,' টম বলল, 'এখানে একমাত্র তোমাকেই পেয়েছি যে বাইরের মানুষের সাথে দু'একটা কথা বলে। এক সেলুনে গিয়েছিলাম জিজ্ঞেস করতে, জবাব না দিয়ে বারটেন্ডার বীয়ার আনার কথা বলে হাওয়া হয়ে গেল। এক রেস্টুরেন্টে গেলাম, শেরিফের খোঁজ জানতে চাইলাম ওয়েটারের কাছে। ব্যাটা সেই যে কিচেনে গিয়ে ঢুকল, আর বেরই হলো না। এক স্টোর ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলাম, অমনি তার জরুরী হিসেবের কথা মনে পড়ে গেল, অফিসে ঢুকে লেজারে মুখ গুঁজে বসে থাকল গিয়ে।' থামল সে, রোদে পোড়া চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটল। চাউনিতে বিভ্রান্তি। 'কেউই দেখছি শেরিফকে চেনে বলে স্বীকার করতে চায় না!'

'কেউ কেউ চায় না,' ক্লার্ক বলল সতর্কতার সাথে।

'কেন?'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা। 'সানি, "কেন" জানতে চেয়ো না। আমি রেমন্ডের ডেপুটিকে খবর দিয়েছি, সে আসছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।'

'ধন্যবাদ,' বলে হাত বাড়াল টম। 'রুমের চাবি দাও, দশ নম্বর।

আমি রূমে থাকব, লোকটা এলে পাঠিয়ে দিয়ো।'

চাবি নিয়ে ডেস্কের ডানদিক ঘেঁষা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল সে। মৃদু শিস বাজাচ্ছে, কিন্তু মন ভার হয়ে আছে চিন্তায়। মরগান ট্যাঙ্ক নামের এই শহরটাকে তার সুবিধের মনে হচ্ছে না, মানুষগুলোকে তো একেবারেই না। রাতের বেলা এখানকার জনশূন্য মেইন স্ট্রীটে হাঁটতে ভীষণ অস্বস্তি লাগে, শির শির করে গায়ের মধ্যে।

কেউ প্রয়োজনের বেশি একটা কথাও বলে না এখানে। স্টোর সব ফাঁকা। দীর্ঘ টাই রেইলে ক্বচিৎ এক-আধটা পনি চোখে পড়ে, কিন্তু বাকবোর্ড বা স্প্রিং ওয়াগন, একদম না। কেউ সেলুনে গলা ভেজাতে এলে কাজ সেরে পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায়, স্ট্রীট এড়িয়ে চলে। এবং সবচেয়ে চিন্তার কথা যে কেউ শেরিফ সম্পর্কে মুখ খুলতেই চায় না।

দরজার কী স্লটে চাবি ভরে ঘোরাল টম, পরক্ষণে ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। দরজা খোলা! ভেতরে ঢুকে প্যান্টের পকেট হাতড়ে ম্যাচ বের করল, কাঠি জ্বেলে ব্যুরোর ওপর রাখা ল্যাম্পের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাত্র তিন হাত সামনে কেউ একজন চিত হয়ে পড়ে আছে, কিছু একটা চকচক করছে তার বুকে। এক পা এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল টম, জ্বলন্ত কাঠি কাছে ধরে মানুষটাকে দেখল। মাঝবয়সী, কঠোর চেহারা তার। গলার মধ্যে গেঁথে আছে একটা ছোরা, মাথার চারদিকের ফ্লোর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার ভেস্টে আঁটা রয়েছে শেরিফের স্টার।

আঙুলে ছ্যাঁকা লাগতে হুঁশ হলো টমের, কাঠি ফেলে দিয়ে বোকার মত বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত। বুকের ভেতরে মুগুরের ঘা পড়ছে।

শেরিফ রেমন্ড! লাশ হয়ে তার হোটেল রূমে পড়ে আছে! অথচ এরই খোঁজে আজ প্রায় সারাদিন···সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনে আঁতকে উঠল টম, কেউ একজন আসছে।

চিন্তা ভাবনার পিছনে সময় নষ্ট না করে দ্রুত, নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল ও। বোধহয় ডেপুটি আসছে। যদি সে তাকে এই অবস্থায় দেখে, তাহলে কি ঘটবে জানা কথা। কিন্তু কার কাজ এটা? কখন খুন

হয়েছে রেমন্ড? ওকে খুনের দায়ে ফাঁসাতে চাইছে কে? সে যে-ই হোক, ফ্রেম-আপটা যে নিখুঁত, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তিক্ত মনে ভাবল টেক্সান।

দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিয়ে সামনের জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল। নকের আওয়াজ উঠল বন্ধ দরজায়, নড়ল না টম। একটু থেমে থেকে ফের নক্ হলো, এবার জোরে এবং দ্রুত। হাতল ধরে দরজা খোলার চেষ্টা করা হলো, তারপর ফিরে গেল পায়ের শব্দ।

লোকটা যদি ডেপুটি হয়, একটু পরই ক্লার্ককে নিয়ে ফিরে আসবে, জানা আছে টমের। ক্লার্কের পাসকী দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকবে, এবং ঢুকেই···ব্যস্ত হাতে নিজের ওয়র ব্যাগটা তুলে নিল সে। বিছানায় পড়ে থাকা ময়লা শার্টটা ওর মধ্যে গুঁজে ওয়াশস্ট্যান্ড থেকে রেজরটা নিয়ে পকেটে ভরল। অবশিষ্ট নোংরা পানি হোটেলের সামনের ঢালু ছাদে ফেলে দিয়ে ব্যস্ত হাতে বিছানার চাদর টেনেটুনে সমান করল। তারপর ভেজা তোয়ালে ও দরজার চাবি পকেটে গুঁজে জানালা গলে বেরিয়ে পড়ল।

ঢালু ছাদ ধরে সতর্ক পায়ে পাশের রুমের জানালায় এসে দাঁড়াল সে। মনে মনে প্রার্থনা করছে ওটা যেন খালি থাকে। সৌভাগ্যবশত জানালা খোলা ছিল রুমটার। মুহূর্তে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, ম্যাচের কাঠি ধরিয়ে রুম খালি বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। ওয়র ব্যাগ থেকে কিছু কাপড়-চোপড় বের করে ছড়িয়ে রাখল খাটে, বিছানা এলোমেলো করে দিল। এরপর রেজর ওয়াশবেসিনে রেখে এ রুমের তোয়ালে মুঠো করে কুঁচকে দিয়ে বেসিনে খানিকটা পানি ঢালল।

সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিয়ে দরজা খুলে উঁকি দিল টম হার্ডি। করিডর ফাঁকা। পা টিপে টিপে সিঁড়ির কাছের ইংরেজি 'এল'-এর মত বাঁকে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। ঠিক তখনই আবার পায়ের শব্দ উঠল সিঁড়িতে। এবার দু'জোড়া।

'তুমি ঠিক জানো দশ নম্বরেই আছে লোকটা?' একজনকে প্রশ্ন করতে শুনল সে। গলাটা চাপা।

'অবশ্যই!' জবাব দিল ক্লার্ক। 'এই তো কেবল রুমে গেল আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে।'

'খুব ঘুমকাতুরে মনে হচ্ছে!'

লোক দুটোর ওপরে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করল টম, তারপর দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। পুরো নামতে হলো না, মাঝামাঝি পর্যন্ত আসতেই কাজ হলো, রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে রুমের চাবি ঝোলানোর বোর্ড নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল। দশ নম্বর রুমের চাবি ঝট্‌পট্ জায়গায় রেখে এগারো নম্বরেরটা তুলে নিল সে, ফিরে চলল ওপরে।

দশ নম্বরের খোলা দরজা দিয়ে আলো আসছে করিডরে। এগোল টম, দরজাটার কাছে এসে ফ্রেমে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ওকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল ক্লার্ক। চেঁচিয়ে বলল, 'ওই তো লোকটা!'

ঝুঁকে শেরিফের লাশের দিকে তাকিয়ে ছিল ডেপুটি, কথাটা শোনামাত্র এক ঝট্‌কায় ড্র করে টমের মুখোমুখি হলো। টম নড়ল না, শীতল চোখে ডেপুটির দিকে তাকাল। তারপর তার হাতের দিকে। নিরীহ গলায় প্রশ্ন করল, 'কে লোকটা, মরে গেছে নাকি?'

'সে তো তোমারই ভাল জানার কথা,' বলে একটু বিরতি দিল ডেপুটি। 'তুমি খুন করেছ একে।'

'তাই নাকি? কেন খুন করতে যাব আমি?'

'মিস্টার, এটা তোমার রুম। তুমি...'

'এক মিনিট, কে বলেছে এটা আমার রুম?'

'আমি বলছি,' দ্রুত বলে উঠল ক্লার্ক। 'তোমার রুম নাম্বার দশ, এটাই সেই দশ নাম্বার।'

'সে তো আমিও দেখতে পাচ্ছি,' টম বলল। 'কিন্তু তুমি ভুল করছ। আমারটা এগারো নাম্বার।'

'অসম্ভব!' গর্জে উঠল লোকটা। 'দশ নাম্বারই তোমার।'

'তাহলে এটা আমার কাছে এল কি করে?' পকেট থেকে এগারো নম্বরের চাবি বের করে দেখাল টম। 'এমনি এমনি?'

চাবির নম্বর দেখে বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল ক্লার্কের। ডেপুটিও অবাক হলো। গাল চুলকাল সে। 'তোমার ভুল হচ্ছে না তো, রিকি? এ সত্যিই এগারো নাম্বারের না তো?'

'দশের!' খেঁকিয়ে উঠল ক্লার্ক। 'এরকম ভুল বাপের জন্মেও হয়নি আমার।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল ডেপুটি, টমের পা থেকে মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল। 'তুমি অস্বীকার করো শেরিফের খোঁজে মরগান ট্র্যাঙ্কে আসোনি তুমি?'

'না, করি না,' দেহের ভর এক পা থেকে অন্য পায়ে চাপাল সে।

'কেন খুঁজছিলে তাকে?'

'শুনেছি আগামী ক্রিসমাস উপলক্ষে খেলনা বিক্রি করছিল শেরিফ, তার কিছু কিনব বলে।'

রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠল ডেপুটির। 'বেশি স্মার্টনেস দেখাতে যেয়ো না। সোজা সেলে নিয়ে ঢোকাব।'

'কোন অপরাধে?' শান্ত গলায় বলল টম।

'তাই তো কোন অপরাধে?' বলল আরেকটা কণ্ঠ। কঠিন এবং শীতল।

ঘুরে তাকাল টম। দেখল ওর দু'হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ধপধপে সাদা চুলের এক বয়স্ক লোক। তার পরনে কালো ব্রডক্লথ স্যুট। সরু, লম্বাটে মুখ মানুষটার। নাকের নিচে চওড়া গোঁফ, ওগুলোও সব সাদা। কালো চোখ। চাউনিতে একটা উদ্ধত ভাব রয়েছে। ডেপুটির দিকে তাকিয়ে আছে সে রীতিমত চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে। মুখে বাঁকা হাসি।

'তোমাদের কথা শুনে রুমে থাকতে পারলাম না,' বলল লোকটা। 'তুমি একটা আস্ত বোকা, নিক।'

'তুমি থামো, ডোয়েল!' ধমক লাগাল ডেপুটি নিক আলভেরেয। 'সবকিছুতে নাক গলাতে এসো না।'

'আমি আসতে চাইনি,' বলল ডোয়েল হার্ট। 'কিন্তু তুমি লোকটার

ওপর অবিচার করতে যাচ্ছ দেখে আর চুপ থাকতে পারলাম না।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ ও যা বলছে, সত্যি বলছে। মিনিট দশেক আগে ওকে আমি এগারোতেই ঢুকতে দেখেছি। সারাদিন রুমেই ছিলাম আমি।'

'তাতে কি বোঝায়?' চোখ কোঁচকাল ডেপুটি।

'সারাদিনে এই প্রথম ওকে ওর রুমে ঢুকতে দেখেছি,' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল ডোয়েল। 'তাতে এই বোঝায় যে খুনটা আর যে-ই করুক, ও অন্তত করেনি। পরিষ্কার?'

কয়েক সেকেন্ড জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখল ডেপুটি, তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'মরগান ট্যাঙ্কে কোন শীপম্যানের মুখের কথায় আইন প্রভাবিত হয় না।'

'প্রমাণ চাও, নিক?' ফের বাঁকা হাসি হাসল লোকটা। 'দেখতে চাও হয় কি না? প্রয়োজনে আমি সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যেতেও রাজি আছি। ওখানে কিন্তু শীপম্যান আর ক্যাটলম্যানে কোন তফাত নেই। যেতে চাও?'

টম মনে মনে হাসল। ওকে নিয়ে তর্ক করছে মানুষ দুটো, অথচ ওর কথাই কারও খেয়াল নেই। ডোয়েলের শীতল হুমকিতে কাজ হলো, গান হোলস্টারে রেখে মুখ তুলল ডেপুটি। 'তোমার টাকার সাথে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের নেই, ডোয়েল,' ক্রুদ্ধ গলায় বলল। 'তাছাড়া, মনে হচ্ছে আমাকে অযোগ্য প্রমাণ করতে প্রয়োজনে পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ করতে হলেও পিছপা হবে না তুমি।'

'ঠিক বলেছ,' অমায়িক হাসি হাসল সাদাচুলো।

জ্বলন্ত চোখে তাকে কিছুক্ষণ দেখল ডেপুটি, তারপর ঘুরল টমের দিকে। 'তোমরা দুজনেই যাও এখান থেকে, প্লীজ। আমাকে কাজ করতে দাও।'

সরে এল টম ও ডোয়েল। 'আমি কৃতজ্ঞ, মিস্টার,' টম বলল।

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল ডোয়েল। 'এসো আমার সাথে।' উল্টোদিকের এক দরজা খুলে বড় এক সিটিং রুমে ঢুকে পড়ল সে।

টম অনুসরণ করল। ভেতরে এক যুবতীকে দেখল জানালার কাছের একটা টেবিলে বসে বই পড়ছে। শব্দ শুনে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল সে, পরক্ষণে আবার বইয়ে মন দিল। কুচকুচে কালো চুল তার। সেকেন্ডের জন্যে দেখেছে টম; তাতেই মনে হলো মেয়েটা বেশ দেমাগী।

'পাশের রূমে যাও, রোজি,' সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল ডোয়েল।

উঠে পড়ল যুবতী, নীরবে দরজা খুলে পাশের রূমে চলে গেল। সশব্দে লাগিয়ে দিল দরজা। টেবিলের দিকে কয়েক পা এগোল ডোয়েল, তারপর আচমকা ঘুরে দাঁড়াল। রাগে ফুঁসছে। অবাক হওয়ার সময় পেল না টম, তার আগেই চাপা গলায় গর্জে উঠল সে, 'আহাম্মক কোথাকার! তুমি ভেবেছ এ ধরনের কাঁচা কাজ সহ্য করব আমি? নিজের রূমে এভাবে খুন করে কেউ?'

চোখ কুঁচকে উঠল টমের। 'বুঝলাম না। কিসের...'

'ঘটে বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু নেই নাকি তোমার? এমন কাঁচা কাজ করতে কে বলেছে?' মাথা ঝাঁকিয়ে দশ নম্বর রূম ইঙ্গিত করল সে।

কয়েক সেকেন্ড ধরে লোকটাকে দেখল ও, তারপর মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'তোমার ভুল হচ্ছে, মিস্টার। তুমি যাকে ভাবছ, আমি সে নই।'

বোকা বোকা চেহারা হলো ডোয়েলের। 'কি! ম্যানি পাঠায়নি তোমাকে?'

'ম্যানি কে?'

'ওয়েল, ওয়েল,' মাথা দোলাল ডোয়েল। 'তাহলে দেখছি সত্যিই ভুল করে ফেলেছি।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'এবং এরকম ভুল শোধরাবার পথ একটাই,' বলে হাসল লোকটা। হাত বাড়াল পকেটের দিকে। 'সিগারেট চলবে?' এক মুহূর্ত পর হাতটা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল তার, মুঠোয় ধরা একটা ডেরিঞ্জার। 'দুঃখিত, বন্ধু। কাজটা বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে আমাকে।'

ডেরিঙ্গারের নল থেকে বয়স্ক লোকটার চোখের দিকে উঠে গেল টমের নজর। চিকন ঘাম দেখা দিল কপালে, নাকের দু'পাশে। 'আমি কিন্তু অনেক পথ দেখতে পাচ্ছি,' কোনমতে বলল ও। 'প্রথমটা হচ্ছে, তুমিই শেরিফের মৃত্যুর জন্যে দায়ী।'

'ঠিক।'

'দ্বিতীয়, তুমি ভেবেছ আমি তোমার লোক ম্যানির পাঠানো ভাড়াটে খুনী।'

'হ্যাঁ।'

টম শ্রাগ করল। 'পাত্র ভিন্ন হলেও তুমি যা চাইছিলে, তা তো হয়েই গেছে, খুনীও হাওয়া। এরপরও আমাকে তোমার খুন করতে চাওয়ার তো কোন কারণ দেখছি না। কেননা আমি যদি তোমার বিরুদ্ধে হত্যা করার অভিযোগ তুলি, কোর্টে তা পানি পাবে না।'

মনে মনে ওর যুক্তি নাড়াচাড়া করে দেখল ডোয়েল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল টম। দেখলে খুনী চিনতে ভুল হয় না ওর, দেখামাত্র চিনে ফেলে। সামনে দাঁড়ানো বয়স্ক লোকটাকেও চিনল–নির্দয়, ঠাণ্ডা মাথার খুনী একটা।

'মাথায় অনেক বোঝা আমার, ভারে কাহিল অবস্থা, এরমধ্যে নতুন কোন বোঝা চাপাতে চাই না,' হাসিমুখে বলল ডোয়েল। 'তুমি জানো না, এই গোটা টর্নেডো বেসিনকে ক্যাটল রেঞ্জ থেকে শীপ কান্ট্রিতে পরিণত করতে যাচ্ছি আমি। এ সময়ে কোন ভুল করে বসার উপায় নেই।'

'কিন্তু অনেক শব্দ হবে যে!' কিছুটা সময় পাওয়ার জন্যে বলল টম।

'হোক না। ডেপুটি এলে বলব তুমিই শেরিফকে খুন করেছ।'

'কিন্তু মেয়েটা?' ইঙ্গিতে পাশের ঘর দেখাল ও। 'আসল ঘটনা ও তো জানবে।'

'তা নিয়ে ভেবো না। ও আমারই মেয়ে। বাপকে নিশ্চই ফাঁসাবে না ও।'

'তাহলে বুঝতে হবে ও ভুলে গেছে যে আজই বিশেষ একটা ব্যাপারে ওকে সাহায্য করেছি আমি,' যা মুখে এল বলে বসল টম।

'সাহায্য করেছ!' অজান্তেই ওর দিকে এক পা এগোল সে। 'রোজিকে? কি সাহায্য?'

'রাতে তুমি ঘুমালে কোথাও যাবে ও, তাই একটা ঘোড়া···'

'মিথ্যে বলছ তুমি!'

শ্রাগ করল টম। 'বেশ তো, বিশ্বাস না হলে জানালা দিয়ে নিচের অ্যালিতে তাকাও। উডশেডে বাঁধা আছে ঘোড়াটা, দেখো।' বলল বটে, কিন্তু টম জানে এত সহজে ধোঁকা দেয়া যাবে না মানুষটাকে, এ অনেক গভীর পানির মাছ। কিন্তু একটু পরই যখন দেখল ওর ধারণা মিথ্যে, ডোয়েলের মনে সন্দেহের বীজ বুনে দিতে পেরেছে ও, তখন বিস্মিতই হলো। মেয়ের ওপর থেকে লোকটার বিশ্বাস এত সহজে টলে যাবে এতটা আশা করেনি।

'কথাটা যদি মিথ্যে হয়, ফল কি হবে বুঝতে পারছ তো?' ভয়ঙ্কররকম শান্ত গলায় বলল ডোয়েল।

'হুমকি না দিয়ে তাকিয়েই দেখো না।'

এক পা পিছাল লোকটা, তারপর আরেক পা, ওর ওপর চোখ রেখে এক হাত পিছনে নিয়ে পর্দা সরাল। তারপর পলকের জন্যে বাইরে তাকিয়েই সঙ্গে সঙ্গে টমের দিকে ফিরল। 'কোথায় ঘোড়া?'

'ভাল করে আরেকবার তাকাও।' দৃঢ় গলায় বলল টম। 'অন্ধকারে কিছু দেখতে হলে সময় লাগে।'

আবার দ্বিধায় পড়ে গেল ডোয়েল। তাই দেখে আন্দাজে আরেকটা ঢিল ছোঁড়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। 'কিছু করার আগে নিশ্চিত হয়ে নাও মেয়ে তোমার পক্ষে না বিপক্ষে।'

কাজ হলো, দ্বিধা কাটিয়ে বাইরে তাকাল ডোয়েল। সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দিয়ে ফ্লোরে পড়ল টম, পরমুহূর্তে কানের কাছে বিকট শব্দে গর্জে উঠল ডোয়েলের ডেরিঞ্জার। ওর মাথার ওপর দিয়ে পিছনের দেয়ালে গিয়ে বিঁধল গুলি। কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎগতির দুই গড়ান

দিয়ে লোকটার কাছে পৌঁছে গেছে টম, চোখের সামনে তার বুট পরা একটা পা দেখতে পেয়ে দু'হাতে ধরেই গায়ের জোরে মুচড়ে দিয়েছে।

দড়াম করে মেঝেতে আছড়ে পড়ল ডোয়েল, হাত থেকে ছিট্‌কে পড়ে গেল ডেরিঞ্জার। মরিয়া এক লাফে তার বুকের ওপর চড়ে বসেই গায়ের জোরে পরপর দুটো ঘুসি ঝেরে দিল ও। একবার অস্ফুটে ককিয়ে উঠে স্থির হয়ে গেল ডোয়েল।

নিশ্চিত হয়ে উঠে দাঁড়াল টেক্সান, চোখে পড়ল ভেতরের রূম থেকে এপাশে চলে এসেছে রোজি। 'মেরে ফেলেছ নাকি?' শান্ত গলায় বলল সে।

'না, ম্যা'ম। তবে সেটাই বোধহয় উচিত ছিল।'

'এখনই পালিয়ে যাওয়া উচিত তোমার। পাশের রূমে লোকজন আছে বাবার, এসে পড়ল বলে।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই করিডরে কয়েক জোড়া ছুটন্ত পায়ের শব্দ উঠল। 'এদিকে এসো, জলদি!' ওকে নিজের রূমে নিয়ে ভেতর থেকে দরজা লাগিয়ে লক্ করে দিল মেয়েটা, জানালার দিকে ছুটল। 'এখান দিয়ে, পালাও!'

বাইরে তাকাল টম। ঘুটঘুটে অন্ধকার বাইরে, কোথাও এক চিল্‌তে আলোর আভাস পর্যন্ত নেই।

'বাঁচতে চাইলে লাফ দাও, মিস্টার!' রোজি বলল ব্যস্ত কণ্ঠে। 'ভয় নেই, মাত্র চার ফুট নিচেই শেডের ছাদ, হাত-পা ভাঙবে না।'

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। ঢালু হয়ে ব্যাক অ্যালির দিকে নেমে গেছে ছাদ, তার একটু নিচেই কাঠের স্তূপ। ওখান থেকে সহজেই নেমে যেতে পারবে।'

মেয়েটার দিকে তাকাল টম, বাপের জন্যে চেহারায় সামান্যতম উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা, কিছুই নেই, বরং বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। দেমাগী ভাবটাও নেই। বাইরে থেকে বন্ধ দরজায় দুম্ দুম্ করে কিল পড়ছে। 'মিস্ রোজি। মিস্ রোজি! দরজা খোলো!'

মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উইন্ডো সিলে উঠে বসল টম, এক

লাফে মিশে গেল অন্ধকারে। ঠিকই বলেছে রোজি, চার ফুট নিচের শেডের ঢালু ছাদে পড়ে ভাবল টম। আরেক লাফে নিচের কাঠের স্তূপের ওপর পড়ল। সেই মুহূর্তেই একসাথে অনেকগুলো গুলির প্রচণ্ড হুঙ্কারে চমকে উঠল মরগান ট্যাঙ্ক। রোজির রুমের জানালা দিয়ে আসছে ওগুলো।

অন্ধকার মেইন স্ট্রীট ধরে দৌড়ে স্টকম্যান হাউসের সামান্য দূরের লিভারি স্টেবলে পৌঁছল টম। ভেতরে ঢোকার মুখে বসে আছে এক বুড়ো হাসলার। পকেট থেকে দুটো গোল্ড কয়েন বের করে তার দিকে ছুঁড়ে দিল সে।

'তিনটে প্রশ্নের জবাব চাই আমি। এই কাউন্টিতে সৎ ক্যাটলম্যান আছে কেউ? দয়া করে সত্যি জবাব দাও।'

কয়েন দুটো তালুতে রেখে দেখল বুড়ো। মাথা দোলাল। 'আছে। জন দুরান।'

'কোথায় পাব তাকে?'

'উত্তরে। পুরো ছয় ঘণ্টার রাইড। অক্স-বো র‍্যাঞ্চ।'

'থ্যাঙ্কস,' ঘুরে স্টলের দিকে পা বাড়াল টম।

হাসলার পিছন থেকে বলে উঠল, 'আরও একটা প্রশ্ন বাকি রয়ে গেল না, মিস্টার?'

'না। ওখানে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে জানতে চাইব ভেবেছিলাম। জানা হয়ে গেছে।'

কয়েক মিনিট পর তুমুল গতিতে উত্তরে ছুটল টম হার্ডি। ছয় ঘণ্টার একটু বেশি লাগল জায়গামত পৌঁছতে। সারাপথ ডোয়েল হার্টের কথা ভাবল। লোকটা যে ভয়ঙ্কর ধূর্ত ও চণ্ডাল ধরনের, তাতে ওর কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া প্রচুর টাকার মালিক, লোকবলও আছে তেমনি। গোটা এক ক্যাটল রেঞ্জের চেহারা বদলে দেয়ার বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে ব্যাটা।

তারওপর আবার এমন এক চক্রান্ত পোক্ত করছে সে ক্যাটলম্যানদেরই ঘাড়ের ওপর বসে। কি ধরনের মানুষ সে? দুঃসাহসী,

না উন্মাদ? তার মেয়ে রোজির কথা ভাবল টম।-নিরাসক্ত কণ্ঠে 'মেরে ফেলেছ নাকি?' প্রশ্নটা করার সময় ওর চেহারায় যে ভঙ্গি ছিল, তার কথা ভাবল। কোন রকম ভয়-ভীতি, আতঙ্ক, কিছুই দেখেনি ও রোজির মধ্যে। এমন অস্বাভাবিক সম্পর্ক কেন বাপ-মেয়ের?

তবে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামাল ডেপুটি, নিক আলভেরেযকে নিয়ে। পরিবেশ-পরিস্থিতি যেমনই হোক, পক্ষ সবসময় দুটো থাকে–ভাল, মন্দ। ন্যায়-অন্যায়। টম ছিল ন্যায়ের পক্ষে, ক্যাটলম্যানদের পক্ষে। অথচ আহাম্মক ডেপুটির আচরণে প্রমাণ হয়েছে সে ন্যায়ের পক্ষে নেই। ব্যাপারটা ওকে আরও দুটো প্রশ্ন নিয়ে মাথা খাটাতে বাধ্য করল। তা হলো শেরিফ লোকটা কেমন ছিল? ন্যায়ের পক্ষে ছিল না অন্যায়ের? ক্যাটলম্যানরা আসলে কি চায়? ডোয়েল হার্টকে প্রতিহত করার কোন তৎপরতা তাদের মধ্যে নেই কেন?

হেলে পড়া সিকি চাঁদের আলোয় অস্ত্র-বোর কাঠামো দেখতে পেল টম হার্ডি। অগভীর এক ভ্যালিতে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, পিছনে, উত্তর থেকে পুব পর্যন্ত বিস্তৃত টর্নেডো ফুটহিলের সারি। অনেক উঁচু ওগুলো, চূড়ায় বরফ চক্‌চক্‌ করছে। ফুটহিলের গোড়া থেকে র‍্যাঞ্চ হাউসের পিছনের সীমানা পর্যন্ত ঢালু হয়ে নেমে এসেছে ঘন বন।

মূল র‍্যাঞ্চহাউস পাথরের তৈরি, দোতলা। আর সব টিম্বারের একতলা। প্রথমটায় আলো জ্বলছে দেখল টেক্সান। বাঙ্কহাউস, কোরাল ও বার্নেও জ্বলছে। এগোল টম, পাথরে ওর সোরেলের খুরের আঘাতে গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল র‍্যাঞ্চহাউসের সামান্য আগে ছোট একটা স্ট্রীম, টিম্বার ব্রিজ আছে তার ওপর। ওটা পার হতেই ফ্রন্ট ইয়ার্ড, আকাশছোঁয়া প্রকাণ্ড এক ওক দাঁড়িয়ে আছে ওখানে ছাতার মত।

ওটার তলায় পৌঁছানোমাত্র চড়া গলার চ্যালেঞ্জ ভেসে এল পোর্চ থেকে। 'কে ওখানে?'

'জন দুরানের জন্যে জরুরী খবর নিয়ে এসেছি আমি,' বলল টম।

'কি খবর?'

'শেরিফ রেমন্ড খুন হয়েছে।'

লম্বা বিরতি, তারপর অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল এক পাঞ্চার। 'কি বললে?'

'শেরিফ রেমন্ড খুন হয়েছে,' একই কণ্ঠে বলল টম।

'নামো স্যাডল থেকে।'

নির্দেশ পালন করল ও। পিছনে এসে দাঁড়াল পাঞ্চার, ঘাড়ের ওপর কোল্ট .৪৪ ঠেসে ধরে ওর সিক্স গান তুলে নিল নীরবে। 'হাঁটো!'

দৃঢ় পায়ে পোর্চের দিকে এগোল টম, ওটা পেরিয়ে আলোকিত হলরুমে ঢুকে থেমে পড়ল। সিগারেটের ঘন ধোঁয়া ভাসছে ভেতরে। অনেক মানুষ হলে, খুব সম্ভব কোন মীটিং চলছে। ও-মাথার ঠাণ্ডা ফায়ার প্লেসের ম্যান্টেলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। না, এক মেয়ে। পুরুষের লিভাই'স ও জাম্পার পরে আছে বলে প্রথম দৃষ্টিতে ভুল দেখেছিল টম।

অল্পবয়সী মেয়ে, ওর দিকেই তাকিয়ে আছে একভাবে। কালো চুলের ফ্রেমে সামান্য লম্বাটে মুখটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে। ম্যান্টেলের অন্যদিকে পুরু গদিমোড়া এক চেয়ারে বসা বিশালদেহী এক বৃদ্ধ। আশি বা এমনকি নব্বইও হতে পারে বয়স, টম ভাবল। ত্বক শুকনো, কোঁচকানো। হাতের শিরা-উপশিরা জেগে আছে। ঘন, চওড়া ভুরু। চোখের রং নীল। অন্তর্ভেদী চাউনি। তাকেও বেশ ক্লান্ত মনে হলো।

'কে এই লোক?' বলল বৃদ্ধ।

দু'পা এগোল পাঞ্চার। বলল, 'মরগান ট্যাঙ্ক থেকে শেরিফ রেমন্ডের খুন হওয়ার খবর নিয়ে এসেছে।'

উপস্থিত সবাই নড়েচড়ে বসল। হলের পুব দেয়ালের কাছে বসা লোকগুলোর চেহারা দেখলে বোঝা যায় তারা গরীব, ড্রেস-গান সবকিছু তাদের দারিদ্র্যের সাক্ষী দিচ্ছে। বিপরীত দিকের মানুষগুলো উল্টো। এরা ধনী। এদের গান হ্যান্ডেল মুক্তো অথবা হাতির দাঁতের, পায়ে ঝকঝকে টুলড্ বুট।

'তুমি বলছ রেমন্ড খুন হয়েছে?' প্রশ্ন করল পুব দেয়ালের কাছে

বসা এক বৃদ্ধ।

'হ্যাঁ,' টম মাথা দোলাল। 'স্টকম্যান'স হাউসে আমারই রুমে খুন করা হয়েছে শেরিফকে।'

'তবে আর কি!' বলল সে। 'এখন তাহলে আমাদের মত গরীব নেস্টারদের মরণ ছাড়া উপায় নেই।'

'গরীব নেস্টার বা ধনী র‍্যাঞ্চারে কোন তফাৎ নেই,' মেয়েটা মন্তব্য করল। 'আসল কথা আমরা যখন এদিকে তর্ক করতে ব্যস্ত, ওদিকে ডোয়েল তখন নিজের কাজ সেরে ফেলেছে।'

'ডোয়েল করেনি কাজটা।' তার ওপর চোখ রেখে গোটা ব্যাপারটা খুলে বলল টম। মেয়েটার চোখের নিচে কালি দেখল ও, যেন ক্ষমতার চেয়ে বেশি ভার বইতে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও ওর চাউনিতে একটা দৃঢ়তা আছে। 'কাজেই সে নয়, আর কেউ করেছে খুনটা।'

'কে?'

'জানি না। তবে সে যে ডোয়েলের কুকর্মের সঙ্গী ম্যানির পাঠানো কেউ হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তুমি কে?' মেয়েটা প্রশ্ন করল।

'টম হার্ডি, কাউম্যান।'

'সিট ডাউন, সান,' চেয়ারে বসা প্রকাণ্ডদেহী বৃদ্ধ বলল। টম বসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে মুখ খুলল আবার, 'তুমি এরমধ্যে জড়ালে কি করে?'

'এক মাস আগে ক্যাটলমেন অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি দিয়েছিল রেমন্ড, বলেছিল, এদিকে সমস্যা খুব জটিল হয়ে উঠছে, ঠেকানো দরকার সময় থাকতে। তাই অ্যাসোসিয়েশন আমাকে পাঠিয়েছে তাকে সাহায্য করতে। আজই শহরে এসেছি আমি।'

'তুমি তাহলে রেঞ্জ ডিটেকটিভ?'

জবাব দেয়ার সময় পেল না টম, তার আগেই পুব দেয়ালঘেঁষে বসা মলিন চেহারার এক বৃদ্ধ তিরিক্ষি কণ্ঠে বলে উঠল, 'কেউ যদি

ভেবে থাকে আমি কোন রেঞ্জ ডিটেকটিভকে পয়সা দেব, তাহলে ভুল ভেবেছে সে। যত্তসব ফালতু প্ল্যান!'

উল্টোদিকের এক বড় র‍্যাঞ্চার মাথা দুলিয়ে সমর্থন জানাল তাকে। 'ঠিকই বলেছে ডেভিস। রেমন্ডের এই সিদ্ধান্ত পছন্দ হচ্ছে না আমার, নির্বোধের মত কাজ করেছে ব্যাটা।'

পালা করে দু'জনকে দেখল টম, চেহারায় বিরক্তি স্পষ্ট। 'আমি কাউম্যান। তোমরাও তাই। কিন্তু টাউনে এসে আজ এ পর্যন্ত যা দেখলাম, তাতে মনে হচ্ছে ডোয়েলের নয়, দোষ কাউম্যানদের অনৈক্যের। এমন সুযোগ প্রতিপক্ষ নেবে না তো কি?' মাথা নাড়ল ও। 'এসেছিলাম তোমাদের সাহায্য করতে, কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছি। গোল্লায় যাক্ সব, আমি চললাম,' উঠে পড়ল।

দ্রুত দু'পা এগিয়ে এল মেয়েটা। 'প্লীজ, প্লীজ! যেয়ো না, মিস্টার! আমাদের সবার তরফ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি আমি। সত্যিই আমরা অনৈক্য আর সন্দেহের বিষ কাঁটায় জর্জরিত, ঠিকই ধরেছ তুমি।'

'বোসো, সান,' প্রকাণ্ডদেহী বৃদ্ধ বলল। 'শান্ত হও। কিছু মনে কোরো না ডেভিসের কথায়। আমরা সবাই ডোয়েলের নোংরা প্ল্যান নিয়ে শঙ্কিত। নিজেরা সংগঠিত হতেই এই বৈঠকে বসেছি, এমন সময় শেরিফের খুন হওয়ার খবর শুনে···সে যা হোক, আমরা শান্তি বজায় রাখার জন্যে সম্ভাব্য সবকিছুই করব। তুমি বোসো।'

'ওটা জনের কথা,' বুড়ো ডেভিস বলল ক্রুদ্ধ গলায়। 'আমার নয়। আমি তোমার পিছনে এক পয়সাও ঢালছি না।'

টমের দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল মেয়েটা, ফ্যাকাসে হাসি হাসল। 'দেখলে, কত মজবুত আমাদের "ঐক্য"?'

'তা নিয়ে চিন্তা কোরো না,' ও বলল। 'আমি টাকা চাই না। টাকা আর ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ যে মানুষ বিনা অপরাধে বুকে ডেরিঞ্জার ধরে আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল, তাকে শায়েস্তা করতে তোমাদের সহযোগিতা পেলেই আমি সন্তুষ্ট হব।'

কৃতজ্ঞতা ফুটল যুবতীর চেহারায়। প্রকাণ্ডদেহী বৃদ্ধ হাসল শব্দ

করে। 'পাবে। আর কারও না হোক, জিনি আর আমার, জন দুরানের সহযোগিতা তুমি পাবে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল যুবতী। 'নিশ্চই পাবে।'

দুই

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে মেইন হাউসে ডাক পড়ল টম হার্ডির। কিচেনে কফি পান করছিল বৃদ্ধ জন দুরান, টমকে দেখে মাথা ঝাঁকাল। সামনের টেবিলে সাজানো নাশতা ইঙ্গিত করল। 'আমি খেয়ে নিয়েছি। তুমি শুরু করো।'

ওর খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বৃদ্ধ। ঘন, চওড়া ভুরুর নিচে গাঢ় নীল রঙের অন্তর্ভেদী চোখ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করল ওকে। 'এখানকার কাউম্যানদের দেখে কি বুঝলে?'

'বেশি কিছু না,' একটা সিগারেট রোল করে চেয়ার পিছনে সরিয়ে বসল টম। ধরাল।

'জানো, এই বেসিনে আমিই এনেছি ওদেরকে। বেসিন ইন্ডিয়ানদের আক্রমণ মুক্ত করতে প্রায় পঞ্চাশ বছর লড়াই করেছি,' হাসি ফুটল বৃদ্ধের কোঁচকানো মুখে। 'যখন প্রথম এই অঞ্চলে এলাম আমি, তখন সবচে' কাছের স্টোর কতদূরে ছিল জানো? সাতশো মাইল। এখানে সবই বলতে গেলে আমার হাতে গড়া। অনিশ্চিত চরিত্রের এই কাউম্যানরাও।'

'কিন্তু এখন সব শীপম্যানদের কব্জায় চলে যেতে বসেছে,' টম মন্তব্য করল।

মাথা দোলাল লোকটা। 'সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'তোমার ইচ্ছেটা কি?'

'সারাজীবন যা করেছি, তাই। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়া। মৃত্যু এলে বুট পরে লড়াই করতে করতে মরা। আমার দুশ্চিন্তা কেবল মেয়েটাকে নিয়ে। অন্য সবাই যদি একদিকে পাল খাটায়, তাহলে ও-ও হয়তো বাধ্য হবে তাই করতে।'

'মেয়েটা?'

'জিনি। জিনিয়া মেইনের কথা বলছি। খুব বুদ্ধিমতি মেয়ে, কিন্তু চাঁদোয়ার ফুটো মেরামত করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারী। হতাশ হয়ে পড়েছে।'

মাথা দোলাল টম। 'কাল ওকে দেখেই তা বুঝেছি।'

'অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে ও ব্যর্থ হয়েছে, এমন কথা বলছি না।' চীনা কূককে আরেক দফা কফি দিতে বলে ওর দিকে ফিরল জন দুরান। 'কিছু ব্যাপারে সফলও হয়েছে।'

'যেমন?'

'দু'মাস আগেও টেড আর বিলি পরস্পরের জানের শত্রু ছিল, কিন্তু এখন পরিস্থিতি অন্যরকম। কালকের মীটিঙে ওরা দু'জনই ছিল। অচিন্তনীয় ব্যাপার। এখন ওরা একজন অন্যজনের সাথে কথা বলে, মত বিনিময় করে। কালকের মীটিঙে ছয়-সাতজন বড় র‍্যাঞ্চার ও বারোজন নেস্টার এক হয়েছিল। এই প্রথম ঘটল এমন অসম্ভব এক কাণ্ড। এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব জিনির। এমন কিছু জীবনে দেখে যেতে পারব বলে কখনও ভাবিনি আমি।'

'কেন?' বলল টম।

একটু হাসল বৃদ্ধ। 'সে অনেক পুরনো কাহিনী, সান। স্বার্থ। সবাই বেশি খেতে চায়, কেউ অল্পে সন্তুষ্ট নয়। কেউ কাউকে সামান্যতম ছাড়ও দিতে চায় না। বছরের পর বছর র‍্যাঞ্চাররা লড়াই করেছে নেস্টারদের সাথে, নেস্টাররা র‍্যাঞ্চারদের সাথে। জিনি নেস্টারের

মেয়ে। ডোয়েলের কুমতলব জানতে পেরে ও-ই প্রথম দু'দলকে এক করার দুঃসাধ্য কাজে হাত দেয়। রেমন্ড সাহায্য করছিল ওকে, কিন্তু এখন তো সে নেই। অবশ্য তুমি যদি ওকে সাহায্য করো…'

'কি ভাবে সাহায্য করব?'

'তার নির্দিষ্ট কোন পথ নেই, তবে যদি লেগে থাকো, আমি তোমাকে যতভাবে সম্ভব সাহায্য করব। রেমন্ড ছিল নেস্টার শেরিফ, ওদের বিশ্বস্ত। সৎ মানুষ। কিন্তু বড় র‍্যাঞ্চাররা তাকে পছন্দ করত না। গত গ্রীষ্মে ডোয়েল যখন তার হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে টর্নেডো বেসিনের দক্ষিণের দিকে এগোতে শুরু করল, রেমন্ড তখনই বুঝেছিল কি ঘটতে যাচ্ছে। ডোয়েল ও তার গানম্যানদের সাথে লড়াই করার জন্যে তখন থেকেই এখানকার র‍্যাঞ্চার-নেস্টারদের এক হতে উঠেপড়ে লেগেছিল সে। জিনিও ছিল তার সাথে। কিন্তু এখন ও একা হয়ে গেছে। তারওপর ডোয়েলের টাকার অভাব নেই। লোকটাকে যদি আমি ঠিক চিনে থাকি, তাহলে প্রথম রাউন্ড গান নয়, টাকা দিয়ে লড়বে সে।'

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করে আরেকটা সিগারেট রোল করে ধরাল টম। 'সেটা কিভাবে সম্ভব?'

হাসল বৃদ্ধ। 'তুমি যদি নেস্টার হও, পঞ্চাশ-ষাট কি একশো ক্যাটলের মালিক হও, এক টুকরো জমি আর শ্যাক ছাড়া আর কিছু না থাকে, তিন-চার হাজার ডলার পেলে সব বেচে দেবে তুমি। দেবে না?'

'দিলেও কোন শীপম্যানের কাছে নয়।'

'তুমি একজন খাঁটি ক্যাটলম্যানের ছেলে বলে ও কথা বলছ, এখানকার নেস্টাররা তা নয়। ওরা সুযোগ পেলেই লুফে নেবে। কারণ ওরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে লড়ছে, টাকার জন্যে লড়ছে।'

মাথা দোলাল টম।

'শেরিফ বেঁচে থাকলে তা হত না, কিন্তু এখন ডোয়েলের আগ্রাসন ঠেকানোর কেউ নেই। তার টাকা নিয়ে একে একে কেটে পড়বে নেস্টাররা।'

'হাতে সময় আছে কিরকম?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বৃদ্ধ। 'একটুও না।'

'অর্থাৎ ডোয়েল এসে পড়েছে?'

'হ্যাঁ। অনেক আগেই আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম আমাদের সীমানা হবে নদী পর্যন্ত। উত্তরের অংশ আমাদের। কিন্তু কাল খবর এসেছে দক্ষিণ ও পুবদিক থেকে ডোয়েল চল্লিশ হাজার ভেড়া এদিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাল, পরশু বা তার পরদিন নদী পার হয়ে এসে পড়বে ওগুলো। তারপর কি ঘটবে বুঝতেই পারছ।'

'আমি জিনিয়া মেইনের সাথে দেখা করতে চাই।'

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল বৃদ্ধ। 'আমিও জানতাম তুমি চাইবে। চলো, আমি নিয়ে যাব তোমাকে।'

রওনা হয়ে পড়ল দু'জনে। টর্নেডো বেসিনের শ্বাসরুদ্ধকর সবুজ শোভা দেখতে দেখতে এগোল টম। উত্তর থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায়, মনে হয় যেন মাইলের পর মাইল বিস্তৃত গাঢ় সবুজ রঙের পুরু কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এলাকাটার আকৃতি অনেকটা কাত হয়ে শুয়ে থাকা পশুর মত, যেন রোদ পোহাচ্ছে।

পশ্চিমে, অনেক দূরে আবছামত দেখা যায় পাইপস্টোনের চূড়া। তার দক্ষিণে টর্নেডো নদী। পাইপস্টোনকে চিরে দিয়ে আরও দক্ষিণের মরুভূমির দিকে চলে গেছে ওটা। বেসিনের উত্তরে রয়েছে মেঘছোঁয়া গার্ডিয়ান পীকস্।

অনেকক্ষণ ছোটার পর উত্তরে চওড়া ফিতার মত সবুজ বন দেখে বোঝা গেল নদীটা ওখানেই। গোটা জায়গাটা জিনিয়া মেইনের পৈতৃক সম্পত্তি, জানাল বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার। এ অঞ্চলের পুরো ঘাসজমি যখন দখল হয়ে গেছে, তখন এসেছিল ওর বাবা, হ্যারিসন মেইন। সঙ্গে ছোট্ট শিশু জিনি। স্ত্রী বেঁচে নেই, নিজেও অসুস্থ ছিল সে।

সৎভাবে জীবন কাটিয়ে গেছে মানুষটা, অন্য নেস্টারদের মত পরের গরু চুরির কোন অভিযোগ নেই তার বিরুদ্ধে। বড় র‍্যাঞ্চাররা তাই পছন্দ করত হ্যারিসনকে। দু'বছর আগে মারা গেছে সে। তখন

থেকে তার সম্পত্তির মালিক জিনিয়া। বাবার একান্ত বিশ্বস্ত এক বিকলাঙ্গ নিগ্রো র‍্যাঞ্চার রয়েছে সেসব দেখাশুনার জন্যে।

আরেকটু কাছে পৌঁছতে টম বুঝল জিনিয়া কেন ওই জায়গার জন্যে লড়াই করতে প্রস্তুত। নদীর তীরের নিচু এক ব্লাফের কাঁধের ওপর ওটা, লগের তৈরি। দেখতে র‍্যাঞ্চের মতই। নিরেট পাথরের তৈরি। পর্দা আছে জানালায়, দরজার কাছে ফুলের গাছ। ওখান থেকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সবুজ গাছঘেরা টর্নেডো। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

জিনিয়া অভ্যর্থনা জানাল ওদের দু'জনকে। স্যাডল থেকে নেমে দরজার কাছের এক বেঞ্চে বসল বৃদ্ধ, টম বাড়িটা ঘুরে দেখতে লাগল। ছোট, ছিমছাম বাড়ি। অনেকটা জাহাজের কেবিনের মত। ভাল লাগল টমের।

'ডোয়েলের নতুন কোন খবর পেয়েছ আজ?' প্রশ্ন করল বৃদ্ধ।

'না, আঙ্কল জন। নতুন কিছু নেই।'

'অনেকদিন শান্তিতে ছিলাম,' আপনমনে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল র‍্যাঞ্চার। 'আর বোধহয় পারা গেল না। কাল ডেভিসের কথাবার্তা শুনে আমার কি মনে হয়েছে, জানো? ডোয়েলের টাকার ফাঁদে ও ব্যাটাই প্রথম পা দেবে।'

'আমারও,' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল জিনি।

'মিস্ মেইন,' টম বলে উঠল। 'এদের ফাঁদে পা দেয়া ঠেকানো যায় না?'

'কি ভাবে?' ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা।

'আরও টাকা দিয়ে?' চোখ কুঁচকে বলল টেক্সান। 'ডোয়েলের চেয়ে কিছু বেশি দিয়ে এখানকার র‍্যাঞ্চাররা কিনে নিতে পারে না এরকম চরিত্রের নেস্টারদের?'

'সে চেষ্টা আগেও করা হয়েছে, কাজ হয়নি।'

ওকে ভাল করে দেখল টম হার্ডি। নীল ক্যালিকো ড্রেস পরেছে আজ জিনিয়া, চমৎকার মানিয়েছে। অবশ্য তাতে ওর চেহারার ক্লান্তি

আর হতাশা ঢাকা পড়েনি, আজ বরং আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ঘুমের অভাবে চোখ বেশ লাল। 'একটা পথ অবশ্য আছে,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল ও। 'খুব একটা সুবিধের না যদিও। তবে…'

'ভয় দেখিয়ে পথে আনার চেষ্টা করা?'

'যদি…'

অগ্রসরমান খুরের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল টম, দেখল স্কট ফ্লেচার আসছে। কাল রাতের মীটিঙে ছিল লোকটা–বড় র‍্যাঞ্চারদের মুখপাত্র। তার হাত নাড়ার জবাবে জিনিও নাড়ল। কাছে আসতে দিনের আলোয় লোকটাকে রাতের তুলনায় কম বয়সী মনে হলো টমের। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের মাঝারি উচ্চতার মানুষ। গাট্টাগোট্টা। মাথা ভর্তি বাদামী রঙের কোঁকড়া চুল।

কাছে এসে স্যাডল থেকে নেমে হ্যাট তুলে মৃদু নড করল সে জিনিকে। জন ও টমকেও। 'হ্যালো, স্কট! রিজার্ভেশনের দিকে যাচ্ছ?' মেয়েটা বলল।

'হ্যাঁ। ডোয়েলের ভেড়াবাহিনীর খোঁজ নিতে হবে।'

'জানতাম না তুমিও এ ব্যাপারে আগ্রহী,' শুকনো গলায় মন্তব্য করল ও। 'অন্তত কালকের মীটিঙেও তেমন কিছু বোঝা যায়নি তোমার কথাবার্তায়।'

'সেই জন্যেই তো ক্ষমা চাইতে এলাম। কাল রাতে কি বলেছি ভুলে যাও।'

'তেমন কিছু বলোনি তুমি,' চেহারা কঠিন হয়ে উঠল জিনির। 'তবে আমি যদি কিছু বলে থাকি, সে জন্যে আমি গর্বিত, স্কট। তোমাকে দলে আনতে আমি অনেক বড় ঝুঁকি নিতেও রাজি আছি।'

আবার হাসল লোকটা। 'কোন ঝুঁকি নেয়ার দরকার নেই। কারণ আমি তোমার দলেই আছি। ও হ্যাঁ,' বলে টমের দিকে ঘুরে তাকাল সে। 'ডেপুটি খুঁজছে তোমাকে। তার সাথে পথে দেখা হয়েছে।'

'ফেরার পথে দেখা হলে বোলো ও এখানে আছে,' বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার বলল। 'ডোয়েলের নতুন কোন মুভমেন্টের খবর নেই, কেমন?

'নাহ্!'

'তোমার ঘাসে মুখ দিয়ে বসেনি তো ওগুলো?'

চাউনি কঠোর হয়ে উঠল স্কট ফ্লেচারের। আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, 'সে সুযোগ কখনও পাবে না ডোয়েল।' জিনির দিকে ফিরে হ্যাট স্পর্শ করল সে। 'লোকটা যদি তোমার রেঞ্জে এক পা-ও রাখে, আমাকে খবর দিয়ো। আমার ক্রুরা তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু আমার ধারণা ওদেরকে নিজের জন্যে প্রয়োজন পড়বে তোমার।'

স্যাডলে চড়ে বসে নড করল লোকটা, চলে গেল। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল জিনি। তারপর টমের দিকে ফিরল। 'কি যেন বলছিলে তখন?'

যা বলতে চাইছে, একজন আগন্তুকের মুখে তা কেমন শোনাবে ভেবে একটু ইতস্তত করল টম। স্কট ফ্লেচারের ক্রম অপসৃয়মান কাঠামোর দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলল, 'লোকটা নিশ্চই নিজের র‍্যাঞ্চে যাচ্ছে?'

'মনে হয়, তো কি?' জন দুরান বলল।

'ধরো, যদি শর্টকাট পথে সামনে গিয়ে আড়ালে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আমি লোকটার ওপর হামলা করি, কেমন হয়? ওকে জখম করার কথা বলছি না, স্রেফ ভয় দেখানোর জন্যে আর কি! কায়দা করে ওর ঘোড়াটাকে ভাগিয়ে দিয়ে দুই এক ঘণ্টা একের পর এক গুলি ছুঁড়ে যদি ব্যাটাকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে বাধ্য করি, তারপর, ধরো যদি ফিরে আসার সময় ওর চোখে পড়ার মত কোথাও একটা গ্লাভ, বা স্পার, অথবা একটা হ্যাটব্যান্ড কি একগোছা ভেড়ার পশম ফেলে রেখে আসি, যাতে স্কটের মনে সন্দেহ জাগে কাজটা ডোয়েলের, লাভ হবে?

'আরও কিছু র‍্যাঞ্চারের ওপরও এই টেকনিক খাটানো যায়, দু'চারজন নেস্টারের বার্ন পুড়িয়েও দেয়া যায়। সবখানেই এমন ব্যবস্থা করা থাকবে যাতে প্রথমে ডোয়েলকেই সন্দেহ করে লোকগুলো।'

জিনির দিকে তাকাল টম। 'এতে সবার ধারণা হবে অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে ডোয়েল একে একে তাদের সবাইকে খুন করে পথের কাঁটা দূর করতে চাইছে। হয়তো সেক্ষেত্রে একযোগে ডোয়েলকে প্রতিহত করার কথা ভাববে সবাই। তোমার কি মনে হয়, কাজ হবে তাতে?'

জন দুরান হাসল মৃদু শব্দ করে। জিনি বলল, 'হতে পারে। কিন্তু কাজটা কঠিন, আমি একা পারব না।'

'আমি পারব। আমাকে সাহায্য করার মত কিছু লোক দাও, তাহলেই চলবে।'

'কিন্তু ডোয়েলের গ্লাভ, হ্যাটব্যান্ড বা অন্য যা-ই হোক, কোথায় পাচ্ছ তুমি?'

'সে আজ রাতে জোগাড় করে নেব আমি,' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল টম হার্ডি।

অনেকক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'কেন এতবড় ঝুঁকি নেবে তুমি?'

হাসল যুবক। 'ঝুঁকি কিসের! এই তো আমার কাজ।'

'কেউ আসছে,' বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার বলল গলা খাঁকারি দিয়ে।

প্রায় সাথে সাথে রিজ পেরিয়ে এপাশে চলে এল ডেপুটি নিক আলভেরেয। কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল লোকটা, জিনিকে অভিবাদন করে জনের দিকে ফিরল। ঠাণ্ডা সকাল হওয়া সত্ত্বেও ঘামছে সে।

'খবর পেলাম ডোয়েল মরগান ট্যাঙ্কে ব্যাঙ্ক খুলতে যাচ্ছে,' বলল লোকটা।

'কোথায় পেলে খবরটা?' র‍্যাঞ্চার জানতে চাইল।

'ক্যালসনের সাথে দেখা হয়েছে কাল, সে বলল। তুমি বর্তমান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, খবরটা জানা প্রয়োজন তোমার। তাই...'

'যার খুশি ব্যাঙ্ক খুলে বসুক, তাতে কি? ক্যালসনের এত মাথাব্যথা কেন? তোমারই বা কিসের এত গরজ পড়ল যে এই খবর দিতে এতপথ ছুটে এসেছ?'

ডেপুটির লজ্জায় লাল চেহারার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল টম। আঁতে বেশ লেগেছে বোঝা যাচ্ছে।

'শুধু এই জন্যেই নয়, আরও একটা কাজ আছে,' বলে অনেকটা যেন বেখেয়ালেই টমের দিকে এগোল সে। 'সেটা হলো···আরে! কে ওটা, ডোয়েল না?' ওদের পিছনদিকে তাকিয়ে বলল।

কেউ কিছু সন্দেহ করার কথা ভাবার সুযোগই পেল না, একযোগে ঘুরে তাকাল সেদিকে, পরক্ষণে হোলস্টার থেকে টু গান তুলে নিল নিক, টমের বুক সই করে ধরল। 'এক পা-ও নড়বে না তুমি!'

ঝট্ করে এদিকে ফিরল জিনি। 'এসব কি, নিক?'

'দেখতে থাকো। ব্যাঙ্কের গল্প মিথ্যে, জন! দুঃখিত। আমি আসলে একে ধরতে এসেছি।'

'কেন?' বৃদ্ধ বলল। 'কোন অভিযোগে?'

'শেরিফকে খুন করার,' ডেপুটি বলল। টমের উদ্দেশে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'আমার কাছে প্রমাণ আছে, এ-ই ঘটিয়েছে কাজটা।'

'তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধির প্রতি কোনকালেই আস্থা ছিল না আমার,' বিরক্ত কণ্ঠে র‍্যাঞ্চার বলল, 'আজও নেই। কি প্রমাণ আছে?'

'দেখাচ্ছি। মিস্ জিনিয়া, আমার হিপ পকেটে একটা জিনিস আছে, বের করো ওটা। কিন্তু খবরদার! বেশি স্মার্টনেস দেখাতে যেয়ো না। তাহলে ওকে গুলি করব আমি।'

জিনিসটা সন্তর্পণে বের করে আনল ও—একটা ছুরির খাপ, অ্যান্টিলোপের চামড়ার তৈরি। 'কি এটা? এর সাথে শেরিফের খুনের কি সম্পর্ক?' জিনি বলল।

'যে ছুরি দিয়ে তাকে খুন করা হয়েছে,' নিক বলল। 'এটা তার খাপ। ওর ওয়র ব্যাগে ছিল খাপটা। দেখো, ওটায় এর নাম লেখা আছে, টি.এইচ।'

দেখল ও, মাথা দোলাল। 'এটা তোমার, টম?'

'হ্যাঁ। কিন্তু শেরিফকে যে ছুরি দিয়ে খুন করা হয়েছে, সেটা আমার নয়। ছুরিটা আমি দেখেছি। অকীক পাথরের হ্যান্ডেল ছিল সেটার।'

'তোমারটা দেখতে কেমন?' ডেপুটি প্রশ্ন করল।

'ওটা স্কিনিং ছুরি,' টম বলল। 'হাড়ের হাতল, ফাইলের তৈরি। মাথার দিকটা ফাইলের মত।'

'আর কিছু?'

'হ্যাঁ। একদিকের হাতলের খানিকটা চল্‌টা নেই।'

'জিনি, আমার স্যাডল ব্যাগে আছে ছুরিটা, বের করো,' টমের ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে দ্রুত বলল লোকটা। এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে ওদের তিনজনের ওপরই নজর রাখা যায়। নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ছুরিটা বের করল জিনি, ওটা বাঁ হাতে নিয়ে টমের দিকে এগিয়ে ধরল ডেপুটি, 'এটাই তো?'

গলা শুকিয়ে উঠল ওর। ঢোক গিলল। 'হ্যাঁ।'

সন্তুষ্টি ফুটল ডেপুটির চেহারায়। 'ব্যস্, আর কিছু জানার নেই। এই ছুরি দিয়েই খুন করা হয়েছে শেরিফকে। এটাই গাঁথা ছিল তার গলায়। রিকি দেখেছে, আমি দেখেছি, হার্ডওয়্যার স্টোরের দুই ক্লার্ক দেখেছে। আর ডাক্তার তো আছেই।'

'কখন?' জানতে চাইল টম।

'যখন আমরা মৃতদেহ নিয়ে যেতে...'

'অসম্ভব! ওটা দিয়ে মোটেই খুন করা হয়নি শেরিফকে, সেটার হাতল ছিল পাথরের। আমি দেখেছি।'

'তাহলে এটা ওই রূমে গেল কি করে?' ব্যঙ্গের সুরে বলল ডেপুটি। 'হেঁটে হেঁটে?'

'হতে পারে তুমি যখন মৃতদেহ নামাতে লোক জোগাড় করতে গিয়েছিলে, তখন কেউ করেছে কাজটা,' মরিয়া কণ্ঠে বলল ও।

'দরজায় তালা দেয়া ছিল তখন।'

'তাহলে জানালা দিয়ে...'

'ভেতর থেকে বন্ধ ছিল জানালা,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল নিক আলভেরেয।

'তাহলে কেউ রিকির পাসকী নিয়ে ঢুকেছিল ভেতরে।'

'উঁহুঁ! সেটা ওর পকেটেই ছিল।'

জিনির দিকে ঝাড়া দশ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল টম। 'আমি খুন করিনি,' বলল দৃঢ় গলায়। 'এসব সাজানো।'

'ঠিক আছে, কোর্টে বোলো সে কথা,' ডেপুটি বলল। 'এবার চলো, শহরে ফেরা যাক্। জন, ওকে স্যাডলে বসাতে সাহায্য করো আমাকে।'

'আমি পারব না, নিজের কাজ নিজে করে নাও,' ঝাঁঝিয়ে উঠল বৃদ্ধ।

'আইনকে সহায়তা করতে বাধ্য তুমি, মিস্টার। নইলে তোমাকেও অ্যারেস্ট করার অধিকার আছে আমার।'

'করো, কে নিষেধ করেছে?'

রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠল ডেপুটির। নিজের অসহায়ত্ব টের পেয়ে মহাফ্যাসাদে পড়ে গেল। এখন র‍্যাঞ্চারের দিকে মন দিতে গেলে টম পালিয়ে যেতে পারে, তাই বাধ্য হয়ে জিনিকে অনুরোধ করল। কিন্তু সে-ও প্রত্যাখ্যান করল তাকে।

'দুঃখিত, নিক। কাজটা তোমাকেই করে নিতে হবে।'

এই দু'জন ওকে খুনী ভাবছে না বুঝতে পেরে কৃতজ্ঞ হলো যুবক। 'আমার কথা বিশ্বাস হয় না তোমার, নিক?' বলল ভারী গলায়।

'খুব একটা না।'

'বেশ, চলো। আমি নিজেই যাচ্ছি। দরকার মনে করলে স্যাডলের সাথে বেঁধে নাও আমাকে।'

দু'ঘণ্টা পর মরগান কাউন্টি জেলে ঠাঁই হলো টম হার্ডির। যে আইনকে সাহায্য করতে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে এখানে এসেছিল সে, সেই আইনই তাকে খুনী সাব্যস্ত করার প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

টর্নেডো নদী যেখানে বাঁক খেয়ে ফুটহিল থেকে সরে বেসিনের দিকে গেছে, সেখানটা বেশ চওড়া। 'পানি যেমন গভীর তেমনি উত্তাল।

টর্নেডোর চূড়ার বরফ গলা পানি তার উৎস।

পারাপারের জন্যে চওড়া কাঠের ব্রিজ আছে ওখানটায়। প্রায় আধা শতাব্দী আগে জন দুরান প্রথম নির্মাণ করে ওটা।

সন্ধে নামতেই ওটার নিচে আগুন জ্বেলে ব্রিজ গার্ড দিতে শুরু করল বুড়ো ডেভিস ও আরও দুই নেস্টার। ওপরে আরও এক গার্ড আছে, ডোয়েল হার্ট ও তার ভেড়ার পালের অপেক্ষায় আছে তারা। যদি আসে, এই ব্রিজ দিয়েই পার হতে হবে তাকে।

অবশ্য ডোয়েল এলে তাকে ঠেকাতেই হবে, এমন কোন প্রতিজ্ঞা করে আসেনি ডেভিস। বরং এসেছে দরদামে নিজের স্বার্থ কতখানি হাসিল করা যায়, তা নিশ্চিত করতে। কারণ সে জানে, বাধা দিয়ে লাভ নেই। ডোয়েলকে ঠেকানোর সাধ্য তাদের অন্তত নেই।

'কত গুলি আছে তোমাদের সাথে?' প্রশ্ন করল সে।

সঙ্গীদের একজন বলল 'বিশ-পঁচিশটা।'

হাসল ডেভিস। 'এই দিয়ে ঠেকাবে ডোয়েলের ক্রুদের?'

'শুধু এই কেন, তোমাদের কাছে নেই গুলি?'

'আমার কাছে নেই,' আঙুল তুলে আকাশ দেখাল বুড়ো। 'ম্যাককয়ও ফক্কা।'

একটু পর ওপরের গার্ড ম্যাককয় রেইলের ওপর দিয়ে নিচে তাকাল। 'ডেভ, কারা যেন আসছে।'

থাবা দিয়ে কোল থেকে নিজের রাইফেলটা তুলে নিয়েই সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত ওপরদিকে ছুটল বৃদ্ধ। তাই দেখে সঙ্গীদের একজন অন্যজনকে বলল, 'ব্যাটা যেন পালাবার জন্যে তৈরি হয়েই ছিল।'

'তাতে ওকে দোষ দেয়ার কিছু দেখি না,' অন্যজন মন্তব্য করল।

ওদিকে ব্রিজের ওপর ম্যাককয়ের সঙ্গে মিলিত হলো ডেভিস, দু'জনেই শুনতে পেল পায়ের আওয়াজ। কে যেন হেঁটে আসছে। একটু পর আকাশের গায়ে একটা কাঠামো ফুটল, থেমে পড়ল ওটা। 'ডেভিস!' ডাকল সে।

'এখানে।'

'বস্ তোমাকে ডেকেছে।'

'ডোয়েল হার্ট?'

'হ্যাঁ। ক্যাম্পে।'

বেশি দ্বিধা করল না বৃদ্ধ, রাইফেলটা সঙ্গীর হাতে তুলে দিয়ে আগন্তুকের সাথে চলল। ব্রিজ পার হয়ে একটা গাছের সাথে দুটো ঘোড়া বাঁধা দেখল সে। দু'জনে চেপে বসল দুটোয়, দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল। মিনিট দশেক ছোটার পর আগুন দেখতে পেল নেস্টার, এক উইকিআপের সামনে।

ওখানে বসে আগুন পোহাচ্ছে ডোয়েল। তাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। 'বোসো, কথা আছে।'

তার মুখোমুখি বসল বৃদ্ধ, সিগারেট রোল করে ধরাল। অপেক্ষায় আছে ডোয়েলের মুখ খোলার।

'বলো দেখি, একজনের বদলে যদি দশজন গানম্যান পাঠাতাম ব্রিজে, কি করতে তুমি, ডেভ?' প্রশ্ন করল সে।

'ভেগে যেতাম।'

'অন্যরা?'

'হয়তো বাধা দিত, গুলি খেত, কি জানি!'

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করল ডোয়েল। 'ওদেরকে পথে আনতে কত দিতে হতে পারে মনে হয় তোমার?'

'একেবারে?'

'অবশ্যই। যার যতটুকু জমি আছে, সব চাই আমি।'

একটু ভাবল নেস্টার। 'ম্যাক কয় তিন হাজার পেলে রাজি হয়ে যাবে। আমিও। অন্য দু'জনকে কয়েকশো করে দিলে চলবে, হয়তো।'

'এবং রাতে কেউ বাড়ি থেকে বের হবে না?'

'কার এত গরজ পড়েছে বাইরে থেকে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিতে? কেউ বের হবে না।'

'তুমি বলছ?' চিন্তিত চেহারায় ধপধপে সাদা গোঁফে আঙুল বোলাল লোকটা। 'টাকা পেলেই আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াবে

সবাই?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'বেশ,' পকেট থেকে একগাদা কাগজ বের করল ডোয়েল হার্ট। ওয়ারেন্টী ডীড ওগুলো। ওর মধ্যে থেকে বাছাই করে এক সেট বের করে বুড়োর দিকে এগিয়ে দিল। 'সই করো।'

এক ঘণ্টার মধ্যে ডোয়েলের কাজ কমপ্লিট। টর্নেডো বেসিনে পা রাখার মত এক খণ্ড জমিও তার ছিল না, আজ অনায়াসে সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। চারজন নেস্টার নিজেদের জমিজমা তার কাছে বেচে দিয়েছে। এখন ইচ্ছে করলেই বেসিনে ভেড়ার পাল ঢোকাতে পারে সে। আইনের সাধ্য নেই ঠেকায়।

তিন

পরদিন। সকাল সাড়ে ন'টায় ডোয়েল হার্টের মেয়ে রোজমেরি হার্টকে অফিসে ঢুকতে দেখে বিস্ময় ফুটল ডেপুটির চেহারায়। মেরুন সিল্কের লেসমোড়া ক্রীম রঙের সামার ড্রেস পরে আছে মেয়েটি, মাথা খালি।

'গুড মর্নিং, মিস্ হার্ট!' বলল নিক আলভেরেয। হঠাৎ এখানে কি মনে করে?'

'তোমার বন্দীর সাথে দেখা করতে, অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

'কোন আপত্তি নেই,' মাথা ঝাঁকাল ডেপুটি। মৃদু হাসিও ফোটাল মুখে। 'কিন্তু একজন খুনীর কাছে...'

দ্রুত বাধা দিল রোজি। 'আমি তো জানতাম এখনও তা প্রমাণ

হয়নি। নাকি হয়েছে?'

'সেটা বরং ওকেই জিজ্ঞেস করো তুমি,' বিড়বিড় করে বলে পকেট থেকে দুটো ভারী চাবি বের করল সে। একটা দিয়ে সেল ব্লক করিডরের দরজা খুলল। করিডরের দু'দিকে তিনটে করে মোট ছয়টা সেল। টম হার্ডিকে রাখা হয়েছে ডানদিকের শেষ মাথারটায়। দ্বিতীয় চাবি দিয়ে ওটা খুলে দিল সে।

নাশতা সেরে সবে সিগারেট ধরিয়েছে টম, এমন সময় মেয়েটাকে দেখে সে-ও অবাক হলো, কিন্তু ডেপুটি বিদেয় না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না।

কটের এক মাথায় ওকে বসতে বলল সে। 'আমার পরিচয় বোধহয় জানা নেই তোমার।'

'আছে। তুমি রেঞ্জ ডিটেকটিভ, আমার বাবাকে এই অঞ্চল থেকে ভাগিয়ে দিতে এসেছ।'

'হ্যাঁ। এখান থেকে বের হতে পারলে কাজে নামব আমি। তাই মনে হয় আমার সাথে তোমার দেখা করতে আসা ঠিক হয়নি। তোমার বাবা জানলে অসন্তুষ্ট হবে।'

'বাবা চলে তার মত, আমি আমার মত,' শীতল গলায় জবাব দিল রোজি। 'সে রাতে তুমি তা বুঝতে পেরেছ হয়তো।'

হাসল টম। মেয়েটার কথাবার্তার ধরন পছন্দ হয়েছে। 'হ্যাঁ।'

'আমার বাবা নির্দয়, নিষ্ঠুর, জানি। সমস্যা বাধাতে চলেছে সে, তাও সত্যি। তবে তোমার এই পরিণতির জন্যে সে দায়ী নয়, এই কথাটাই তোমাকে জানাতে এসেছি আমি।'

চুপ করে থাকল টম হার্ডি। ওকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে আবার মুখ খুলল রোজি। 'তুমি বোধহয় ভাবছ, শেরিফের গলায় তোমার ছুরি গেঁথে রেখে বাবাই তোমাকে ফাঁসিয়েছে খুনের দায়ে। তাই তো?'

'ঠিক জানি না,' সরল স্বীকারোক্তি করল ও।

'আমি বলছি। সেদিন তুমি পালিয়ে যাওয়ার পরও প্রায় এক ঘণ্টা অজ্ঞান ছিল বাবা। কাজেই ওটা তার দ্বারা সম্ভব ছিল না। তার জ্ঞান

ফেরার অনেক আগেই ডেপুটি সরিয়ে ফেলে শেরিফের মৃতদেহ। বাবার লোকেদের পক্ষেও কাজটা সম্ভব ছিল না, কারণ ওরা প্রত্যেকে তখন তার জ্ঞান ফেরানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। কথাটা বিশ্বাস করতে পারো তুমি।'

মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো সত্যি কথাই বলছে ও। 'কিন্তু তাহলে কার হতে পারে কাজটা!' আপনমনে বলল যুবক। 'ডেপুটির দাবি, সে ওই রুমের জানালা-দরজা বন্ধ করে রেখে লোক আনতে গিয়েছিল। তাহলে বন্ধ রুমের ভেতরে কে ছুরিটা বদল করল? কি করে তা সম্ভব?'

একটু ভাবল রোজি। 'তোমার রুম কেমন ছিল, আমারটার মত? যে রুমের জানালা দিয়ে তুমি পালিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ,' একটু ভেবে মাথা দোলাল ও।

'তাহলে জবাবটা সোজা। খুনী সারাক্ষণ ভেতরেই ছিল।'

ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল টম হার্ডি। 'কোথায়?'

'ওয়্যারড্রোবের মধ্যে।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল ও, মাথায় চিন্তার ঝড়। তারপর অস্ফুটে বলল, 'আশ্চর্য! এই সম্ভাবনা তো একবারও মাথায় আসেনি আমার। কিন্তু···খুনী আমার ছুরি পেল কোথায়? আমি তো···'

'তুমি রুম বদল করেছিলে, তাই না?' মৃদু হাসি ফুটল মেয়েটার মুখে। 'সে-ও তোমার পথ অনুসরণ করেছে।'

'অর্থাৎ?'

'তুমি পালিয়ে যেতে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এগারো নাম্বার রুমে ঢুকেছে খুনী, তোমার ফেলে যাওয়া ব্যাগ থেকে ওটা নিয়ে ফিরে গেছে দশে। ছুরি অদল-বদল করে ডেপুটি লাশ নিয়ে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আবার ওয়্যারড্রোবের ভেতরে বসে থেকেছে।'

হতে পারে, মনে মনে ভাবল টেক্সান। খুব হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ওর বাবাই দায়ী। কিন্তু আসল খুনী তাহলে কে? কাকে পাঠিয়েছিল ম্যানি? সে-ই বা কে?

'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা?' রোজি বলল।

'আমি ভাবছি খুনী তাহলে কে? তুমি আসার আগ পর্যন্ত জানতাম তোমার বাবার সাথে লড়ছি আমি, কিন্তু এখন...'

'এখনও তার সাথেই লড়ছ। বাবা তোমাকে ঘৃণা করে।'

'করবে না কেন? আমি কাউম্যান, তার শত্রু।'

'আসল কারণ তা নয়। আমরাও কিন্তু এক সময় তাই ছিলাম। তোমরা গরুর ব্যবসা করো টাকার জন্যে, বাবাও একই কারণে ভেড়ার ব্যবসা করে। গরুর চেয়ে ভেড়ায় লাভ বেশি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যারা গরু পালন করে, তারা ভেড়া ব্যবসায়ীদের সহ্য করতে পারে না। তাদের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকার করে না। এটাই বাবার ক্ষোভের কারণ। অধিকার আদায়ের জন্যেই লড়ছে সে। বহুদিন ধরে লড়ছে বাবা, এ পর্যন্ত কখনও কারও কাছে হারেনি। সেটাই এখন ম্যানিয়ায় দাঁড়িয়ে গেছে। প্রচুর টাকা বাবার, আর টাকা চায় না সে, চায় জয়ী হতে, অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে।'

হেসে উঠল রোজি। 'কোন সবুজ ক্যাটল রেঞ্জ দেখলেই হলো, সেখানে ভেড়া না ঢোকানো পর্যন্ত ঘুম হয় না বাবার।'

'কঠিন মানুষ,' মৃদু গলায় মন্তব্য করল টম হার্ডি।

'হ্যাঁ। এতই কঠিন যে আমার মা মরে বেঁচেছে। এতই কঠিন যে আমাকেও নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে উঠেপড়ে লেগেছে এবার।'

'কিন্তু তুমি যেতে চাও না।'

মাথা নাড়ল অন্যমনস্ক রোজি। 'ছোটবেলার কথা ভুলতে পারি না বলে যেতে পারি না। পা ওঠে না। আমার বাবা সম্পূর্ণ অন্য মানুষ ছিল তখন। জীবন, স্ত্রী, মেয়ে, সবই তখন খুব প্রিয় ছিল তার। প্রচুর বন্ধু ছিল,' অতীত রোমন্থন করতে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যেতে বসেছিল মেয়েটা, হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল। 'আজও সেসব দিন চোখে ভাসে। আশায় আছি বাবা আবার সুস্থ মানসিকতা ফিরে পাবে একদিন। আগের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। এতদিনে বাবার কাছে

অনেক আদর-ভালবাসা পাওনা হয়েছে আমার, সে সব শোধ করবে।'

ওর মনের অবস্থা বুঝে কথাটা বলতে ইচ্ছে হলো না টমের, কিন্তু না বলেও থাকতে পারল না। মেয়েটাকে কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখতে মন চাইল না। 'দুঃখিত, মিস্। তোমার জীবনে সে দিন আর আসবে বলে মনে হয় না। এখনও যদি নিজের বিপজ্জনক পরিকল্পনা বাতিল না করে ডোয়েল, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে সে।'

সন্ধানী চোখে ওকে দেখল রোজি। 'আমিও সেই ভয়টাই পাচ্ছি। কারণ যারা সব সময় জয়ী হয়, তুমিও সেই জাতের মানুষ। তোমার চেহারায় তা লেখা আছে। লোকে বলে, অল্প বয়সে বাবাও তোমার মতই একরোখা ছিল।'

উঠে পড়ল মেয়েটা, টমও উঠল। 'চলি,' বিব্রত মুখে হাসল রোজি। 'বাবা তোমাকে খুনের দায়ে ফাঁসায়নি, এই কথাটাই বলতে এসেছিলাম। কিন্তু অনেক বলে ফেলেছি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করেছি আমি। ধন্যবাদ, মিস্ রোজি।'

এই সময় সেলের দরজায় হাজির হলো ডেপুটি। বলল, 'এবার তোমাকে যেতে হবে, মিস্! আমাকে বেরুতে হচ্ছে। তোমার বাবার ভেড়ার প্রথম পাল টর্নেডো নদী পাড়ি দিয়েছে। নরক ভেঙে পড়ার আগে আমাকে পৌঁছতে হবে ওখানে।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টমের দিকে তাকাল রোজি, মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে সেলের দরজায় তালা লাগিয়ে অফিসে ফিরল ডেপুটি। ওয়াল র‍্যাক থেকে গান পেড়ে নিয়ে বিশালদেহী বৃদ্ধ জন দুরানের দিকে ফিরল। সে-ই ডোয়েলের খবর নিয়ে এসেছে।

গান নিয়েই ডেপুটি বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে দেখে ডেকে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'এখনই চললে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু বন্দীর কি ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছ? দু'চারদিনে ফেরা না-ও হতে পারে তোমার। ও খাবে কি?'

বিরক্ত কণ্ঠে বলল ডেপুটি, 'না খেয়ে থাকবে। চলে এসো।'

মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। 'তুমি এগোও, আমি আসছি।' ওরিয়েন্টাল কাফের সামনে স্যাডল থেকে নামল সে , ডেপুটি ফিরে না আসা পর্যন্ত টম হার্ডির জন্যে রোজ তিন বেলা করে খাবার পাঠানোর ব্যবস্থা করে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ধরে ফেলল নিককে। সেলের চাবি দুটো তার কাছে, ওগুলোর ব্যাপারে একটা আইডিয়া ঘুরছে মাথায়। কাজেই এ মুহূর্তে লোকটাকে চোখের আড়াল হতে দিতে চায় না সে।

তার খবর অনুযায়ী ব্রিজের উত্তর মাথায় ডোয়েলের ভেড়ার বিশাল এক পালের দেখা পেল ডেপুটি। ম্যাককয় ও ডেভিস নামের নেস্টারের জমিতে চরছে ওগুলো। জমির মালিকদের দেখা নেই। বদ চেহারার দুই রাইডার রয়েছে ভেড়া পাহারায়।

'এখানে তোমার কি দরকার, মিস্টার?' তাদের একজন কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল ডেপুটিকে।

ঘোড়া থামাল সে, স্যাডল হর্নে এক কনুই রেখে আগুনঝরা চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'প্রশ্নটা আরেকবার করো, ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

জবাব দিতে যাচ্ছিল রাইডার, কিন্তু ডেভিসের শ্যাক থেকে ডোয়েলকে বেরিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল। ডেপুটি ঘুরে তাকাল তার দৃষ্টি অনুসরণ করে, চোখাচোখি হলো দু'জনে। তাকে এবং জন দুরানকে দেখে চেহারা কঠোর হয়ে উঠল ডোয়েল হার্টের। 'এখানে কি মনে করে?' প্রথমজনের উদ্দেশে বলল সে।

'যদ্দূর মনে পড়ে ভেড়ার পাল নিয়ে তোমাকে নদীর ওপারেই থাকতে বলেছিলাম আমি,' থমথমে গলায় বলল নিক আলভেরেয।

'বলেছ,' মাথা দোলাল সাদাচুলো হার্ট।

'তাহলে এপারে কেন তুমি বদ গন্ধওয়ালা পশুগুলো নিয়ে?'

'এ দেশের আইন বলে, আমি আমার জমিতে ইচ্ছেমত আসা যাওয়া করতে পারি, যা খুশি তাই করতে পারি, সে জন্যে কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না।'

'এটা তোমার জমি! কখন থেকে হলো?'

'আজ সকাল থেকে।'

'ডেভিস বেচে দিয়েছে, কেমন?' রাগে পিত্তি জ্বলে গেল ডেপুটির।

'হ্যাঁ, ম্যাককয়ও।'

'মোট কত জমি? হাফ সেকশন?'

'মোটামুটি।'

'তাহলে ওর ভেতরেই থেকো।'

'ডেভিস কি তাই থাকত?' মৃদু গলায় জানতে চাইল ডোয়েল। 'বা ম্যাককয়?'

'ওরা গরু পালক। গরুর গায়ের গন্ধে মানুষ পালায় না।'

হাসল লোকটা। একটু তফাতে বিশাল ঘোড়ার পিঠে বসা বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চারকে দেখল। 'ওয়েল, জেন্টলমেন। আমি কোন পার্থক্য দেখি না। এ দেশের রীতি হলো, যেখানে পানি আছে, সেখানেই আবাস গড়তে পারে যে কেউ। তারপর ইচ্ছে হলে জমির পরিমাণ বাড়াতেও পারে। আমার সে ইচ্ছে আছে।'

রাগ বাগে আনতে লম্বা করে দম নিল নিক আলভেরেয। 'যে মুহূর্তে তুমি এই সীমানার বাইরে বের হবে, সেই মুহূর্তে লড়াই বেধে যাবে। সে ক্ষেত্রে লড়াইয়ে উস্কানিদাতা হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার নামে ওয়োরেন্ট ইস্যু করব আমি। এবং তোমাকে ধরে জেলে ঢোকাব।'

'কাছে আসার সময় সঙ্কেত দিয়ে এসো যাতে আমার লোকেরা তোমাকে চিনতে পারে সময় থাকতে,' একরোখা কণ্ঠে বলল ডোয়েল হার্ট। 'নইলে বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'তাই আসব।'

'এবার যাও, কাজ আছে আমার।'

কেবিন থেকে দূরে সরে এসে জন দুরান জানতে চাইল, 'এবার কি, নিক?'

'ডেভিসের প্রতিবেশী ডার্বির সাথে কথা বলতে যাব,' ক্রুদ্ধ গলায়

জবাব দিল সে। ডোয়েলের দুর্ব্যবহারে রাগে ফুঁসছে। 'যাবে তুমি?'

'লাভ নেই। ডার্বির ক্রু মাত্র সাতজন, ও ডোয়েলের বিরুদ্ধে লড়তে রাজি হবে না।'

'তবু আমি যাব।'

'কখন ফিরবে?'

'বিকেল হবে।'

'তারপর শহরে ফিরবে তো?'

'আশা করছি।'

'তাহলে আগে আমার ওখানে এসো। আমিও যাব তোমার সাথে।' ঘোড়া ঘুরিয়ে অক্স-বো-র দিকে চলল বৃদ্ধ প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে। রোদ ঝলমলে চমৎকার দিন, মৃদু বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে বাফেলো ঘাস। মায়েদের সাথে ওগুলো চিবুচ্ছে পালে পালে বাছুর। তেল চকচকে নধর দেহ ওদের, দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

অতীতের কথা মনে পড়ল বৃদ্ধের। প্রথম যখন এখানে বসতি গড়তে এসেছিল, তখন এই জমিতে অ্যান্টিলোপ চরত দল বেঁধে। কী যে ভাল লাগত দেখতে, কী যে শান্তি লাগত, তা কাউকে বোঝাতে পারে না জন দুরান। এখন যে শান্তি নেই তা নয়, আছে, কিন্তু মেঘের প্রলেপ জমতে শুরু করেছে তার ওপর। অশান্তির ঝড়ের পূর্বাভাস হয়ে দেখা দিয়েছে ডোয়েল হার্ট, তাকে ঠেকাতে হবে, নইলে এ তল্লাটের সব র‍্যাঞ্চ ধ্বংস হয়ে যাবে।

তা হতে দিতে পারে না জন দুরান। টর্নেডো বেসিনের সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দা হিসেবে আসন্ন সমস্যা ঠেকানোর ব্যাপারে তার একটা দায়িত্ব আছে, সে তা অবশ্যই পালন করবে। সকালের প্ল্যানটার কথা ভেবে ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিল বৃদ্ধ। একটু সকাল সকাল দুপুরের খাওয়া সেরে বহুদিনের পুরানো, একান্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী, চীনা কূক, চার্লিকে ডাকল।

'চার্লি, আমাদের পুরনো র‍্যাঞ্চের ভেজিটেবল সেলারের কথা মনে আছে তোমার?'

'নিশ্চই!' মাথা দোলাল বুড়ো রাঁধুনী।

'ওদিকে যাও মাঝেমধ্যে?'

'হ্যাঁ। গত শনিবারও ঘুরে এসেছি।'

'অবস্থা কি ওটার, ছাদ ধসে যায়নি তো?'

'না, না। ঠিকই আছে।'

জায়গাটার কথা ভাবল বৃদ্ধ। তার পুরানো র‍্যাঞ্চের সেলার, লগের তৈরি। মাইলখানেক দূরে ওটা, ফুটহিলের গোড়ায়। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ওটাকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করত সে। পনেরো বছর আগে ওরা পুড়িয়ে দিয়েছিল গোটা র‍্যাঞ্চ, তারপর এখানে এসে পড়েছে সে নতুন অক্স-বো।

'সেলারের ভেতরটা পরিষ্কার করা দরকার, চার্লি। আজ রাতেই।'

মনিবের উদ্দেশ্য জানল না কূক, জানতে চাইলও না, মাথা দোলাল কেবল।

'গোপনে যেয়ো, কেউ যেন টের না পায়। ওটা দরকার হতে পারে।'

এবারও মাথা দোলাল লোকটা।

বিকেলের দিকে ফিরল ডেপুটি। ঘোড়ায় নতুন স্যাডল চাপিয়ে তার অপেক্ষায় ছিল জন দুরান। ওটাকে দেখে চোখ কুঁচকে উঠল ডেপুটির। 'কম্বল নিয়েছ কেন? বাইরে রাত কাটাতে চাও নাকি?' বলল সে।

যেন এই প্রথম দেখল, এমনভাবে নিজের স্যাডলের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার। 'কম্বল!' নিরীহ মুখভঙ্গি করে বলল। 'আরে, তাই তো! পুরনোটা ভিজে গেছে বলে একটু আগে ওটা চাপালাম। সাথে যে কম্বলও আছে, খেয়ালই করিনি।' পরক্ষণে কথা ঘুরিয়ে ফেলল। 'সাপার এখানেই সেরে গেলে হত না, নিক? দুপুরে নিশ্চই কিছু খাওয়া হয়নি?'

'নাহ্!'

'তাহলে নেমে পড়ো। খেয়ে যাবে।'

'তোমার দেরি হয়ে যাবে না?'

মনে মনে হাসল জন দুরান। 'না।'

এক ঘণ্টা পর মরগান ট্যাঙ্কের উদ্দেশে যাত্রা করল ডেপুটি ও র‍্যাঞ্চার। সূর্য ডুবতে বেশি বাকি নেই তখন। অর্ধেক পথ অন্ধকারে যেতে হবে তাদের, কিন্তু তা নিয়ে বৃদ্ধের কোন দুশ্চিন্তা নেই। সে বরং তাই চাইছিল। এই জন্যেই কায়দা করে ডেপুটিকে দেরি করিয়ে দিয়েছে।

আঁধার নামল সময়মত। ডোয়েল হার্টের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করতে করতে ওয়াগন টাঙ ক্রীকের উপত্যকায় এসে পৌঁছল দু'জনে। টর্নেডোর ফীডার এই ক্রীক। বেশ গভীর, চওড়ায় কম করেও বিশ ফুট। রাস্তাটা এক জায়গায় বেশ নিচু, ওই অংশে হাঁটু পানি থাকে সবসময়। খুব কম লোকই জানে জায়গাটা এক সময় বীভার ড্যাম ছিল। যেখানে হাঁটু পানি, তার সামান্য দূরেই গভীর একটা পুকুর আছে, খুবই গভীর ওটা—তীর একেবারে ঝপ্ করে খাড়া নেমে গেছে।

জন দুরান খুব ভালই জানে ওটা ঠিক কোথায়, কারণ যুবক বয়সে সেই পুকুরে নিয়মিত গোসল করত সে। ডেপুটির দুর্ভাগ্য যে বয়স অল্প বলে খবরটা তার জানা ছিল না। পানিতে নেমে সুকৌশলে তাকে সেদিকে যেতে প্ররোচিত করল জন দুরান, তবে নিজে দূরে থাকল।

ব্যাপারটা হঠাৎ করেই ঘটল, আচমকা পায়ের তলার অবলম্বন হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ডেপুটির সোরেল, পরক্ষণে পানিতে আছড়ে পড়ল সে। স্রোতের টানে প্রায় ভেসেই যাচ্ছিল, সময়মত ধরে ফেলল র‍্যাঞ্চার। তুলে দাঁড় করিয়ে আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। 'যাহ্! এক্কেবারে ভিজে গেছ দেখছি। ব্যাটার পা পিছলাবার আর সময় হলো না!'

'পিছলায়নি,' কাশতে কাশতে বলল ডেপুটি। 'গর্তে পড়ে গিয়েছিল। গভীর গর্ত।'

'কিন্তু এই অবস্থায় শহরে যাবে কি করে তুমি?'

'অসুবিধে নেই। কাপড় খুলে পানি নিংড়ে নেব।'

'পাগল! স্রেফ নিউমোনিয়া বাধিয়ে বসবে। ভাগ্য ভাল যে কম্বল ছিল আমার সঙ্গে! এক কাজ কারো, তুমি কম্বল গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করো, আমি আগুন জ্বেলে তোমার কাপড় শুকানোর ব্যবস্থা করি।'

'ধন্যবাদ, জন,' কৃতজ্ঞ গলায় বলল ডেপুটি।

শুকনো ডাল-পাতা জোগাড় করে আগুন জ্বালল বৃদ্ধ, তারওপর কোনমতে ঝোলাল তার চুপচুপে ভেজা কাপড়। ওদিকে আগুনের উত্তাপ পেয়ে আরামে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঢুলতে শুরু করে দিল ডেপুটি। দুপুরের ঘাটতি পোষাতে একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছিল, কাজেই এরকম অবস্থায় ঘুম আসারই কথা। দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সে। উদ্দেশ্য পূরণ হতে হাসল জন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল, কয়েকটা পাইন গাছের তলা হাতড়ে দু'মুঠো পরিমাণ পিচ কুড়িয়ে এনে আগুনে উত্তপ্ত একটা পাথরের ওপর রাখল। কিছুক্ষণের মধ্যে গলে গেল ওগুলো, পরস্পরের সাথে মিশে মণ্ড হয়ে গেল। জিনিসটা ঠাণ্ডা হতে ওর ওপর ডেপুটির চাবি দুটোর ছাপ নিল সে যত্নের সাথে।

কাপড় শুকাতে নিকের ঘুম ভাঙাল, ছেদ পড়া যাত্রা শুরু হলো আবার। শহরে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেল দু'জনে। লিভারি স্টেবলের উল্টোদিকের জেম সেলুনে গলা ভেজাল জন দুরান, তারপর পরিচিত ব্ল্যাকস্মিথ শপের দিকে চলল। ওঁখানে অনুমতি নিয়ে নিজের হাতে তৈরি করল নকল চাবি দুটো। ব্ল্যাকস্মিথ জরুরী কাজে ব্যস্ত বলে তার দিকে তাকাবারও সময় পেল না। কাজ সেরে লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল বৃদ্ধ।

সন্ধের পর ফাঁকা থাকে রাস্তা, কাজেই নিশ্চিন্ত মনে শেরিফের অফিসের দিকে এগোল। অফিস অন্ধকার, ডেপুটি নেই। ঘুরে পিছনের সরু গলি দিয়ে সেলের পিছনে এসে দাঁড়াল সে। এদিকের জানালাটা বেশ উঁচুতে। জেম সেলুনের পিছন থেকে একটা খালি মদের পিপা টেনে নিয়ে এসে তার ওপর দাঁড়াতে ওটার নাগাল পেল জন।

মুখ উঁচু করে ডাকল, 'টম!'

'জন?' ঘুম ঘুম গলায় সাড়া দিল যুবক।

'হ্যাঁ, পিছনে এসো। কুইক!'

দু'মিনিট পর বিস্মিত টেক্সানের হাতে চাবি দুটো তুলে দিল সে। 'বেরিয়ে সোজা আমার ওখানে চলে যাও। চার্লি তোমার অপেক্ষায় আছে।'

'তুমি?'

'আমি কাল আসছি, তুমি যাও।'

'কিন্তু ডেপুটি...'

'ওর ব্যবস্থা আমি করব। তুমি ভাগো এখন।'

জেম সেলুনের টাই রেইলে একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল, ওটা নিয়ে তখনই অক্স-বো ছুটল টম হার্ডি।

চার

মাঝরাতের পর অক্স-বো পৌঁছল ও। শেভ করে নেয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাদ দিল। কূক চার্লি একটা কারবাইন দিল ওকে, সাথে কিছু গুলি, একটা টু গান, এক বেল্ট শেল এবং এক স্যাক খাবার। তারপর ওকে পৌঁছে দিল এক মাইল দূরের পুরানো ভেজিটেবল সেলারে। আপাতত এখানেই থাকতে হতে দিনকয়েক।

চার্লির রেখে যাওয়া লণ্ঠনের আলোয় গুহার ভেতরে চোখ বুলিয়ে খড়ের তৈরি নতুন বিছানায় বসল টম, সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু দীর্ঘ পথ ছুটে আসার ক্লান্তি সত্ত্বেও সহজে ঘুম এল না। নানান চিন্তা ঘুরছে মাথায়। এপাশ-ওপাশ করতে লাগল ও।

দূরের পাহাড়ে দুটো কয়োট ডাকছে। নিচের বেসিন থেকে তার জবাব দিচ্ছে কোন র‍্যাঞ্চ কুকুর। জিনি কি করছে এখন? ভাবল ও, ডোয়েলকে প্রতিহত করার আশা ছেড়ে দিয়েছে? হঠাৎ করে নতুন সিদ্ধান্ত নিল টম, এখানে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ হয় না। তারচেয়ে জিনির র‍্যাঞ্চে যাবে ও। সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভোর হতে তখনও কিছু দেরি আছে, কাজেই সমস্যার কিছু নেই।

হন্ হন্ করে হেঁটে অস্ত্র-বোয় ফিরে এল টম। জনপ্রাণীর কোন সাড়া নেই, সবাই ঘুমে। কোরাল থেকে চুরি করা ঘোড়াটা বের করল স্যাডল চাপিয়ে রওনা হয়ে গেল। আলো ফুটতে রাস্তা ছেড়ে সরে গেল টম, আরও বেশ কিছুক্ষণ চলার পর দূর থেকে জিনিয়ার র‍্যাঞ্চহাউস দেখতে পেল। কিচেন থেকে ধোঁয়া উড়ছে। মেয়েটাকে আবার দেখতে পাবে ভাবতেই মনটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল ওর। কিন্তু বাড়ির কাছের বড় বড় ক্লে ঝোপের কাছে পৌঁছতেই কেন যেন সব উৎসাহ উবে গেল।

চট্ করে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে ফেলল টম হার্ডি, উঁকি দিয়ে সামনে তাকাল। দেখল সামনের ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে অচেনা এক বে সওয়ারের সাথে কথা বলছে জিনি। অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকল ও–কে লোকটা? শহর থেকে ওর খোঁজে আসেনি তো?

ভাবতে না ভাবতেই ঘটল ব্যাপারটা। ঝট্ করে স্যাডলের ওপর উপুড় হলো আগন্তুক, এক হাতে জিনির সরু কটি জড়িয়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল ওকে, পরক্ষণে ঘোড়া ঘুরিয়ে নদীর দিকে ছুট্ লাগাল। ছাড়া পাওয়ার জন্যে প্রাণপণে সংগ্রাম করছে জিনি, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না।

ব্যাটাকে ধাওয়া করার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল টম হার্ডি। সেক্ষেত্রে ছুটন্ত বে থেকে জিনিকে ফেলে দিতে পারে লোকটা, অথবা ওকে নিজের বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতেও পারে। ঝট্কা মেরে কারবাইনটা তুলে নিল, ও দ্রুত মাটিতে শুয়ে সতর্কতার সাথে লোকটার চওড়া পিঠ সই করে গুলি করল।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত মনে হলো মিস্ করেছে ও, লাগাতে পারেনি,

ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে লোকটা। ক্ষণিকের জন্যে নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলল টম, জিনির লেগে যাওয়ার ভয়ে আর গুলি করতে ভরসা হলো না। এই সময় আস্তে করে একদিকে কাত হয়ে গেল লোকটা, তারপর স্যাডল থেকে পড়ে গেল মাটিতে। আতঙ্কিত হয়ে আরও জোরে ছুটতে শুরু করল তার ঘোড়া। জিনিও পড়ল, দ্রুত গড়িয়ে সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

ওদিকে লোকটার দেহ পড়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি নয়, ডান পা-টা স্টিরাপে আটকে গেছে, তাই টান্ খেয়ে পিছন পিছন সে-ও ছুটছে আছাড় খেতে খেতে। পিছন থেকে আতঙ্কিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল জিনি। পিছনে টমের ঘোড়ার আওয়াজে ঘুরে তাকাল, পরক্ষণে আতঙ্ক দূর হয়ে বিস্ময় ফুটল চেহারায়। 'টম! তুমি গুলি ছুঁড়েছ?'

'তোমার লাগেনি তো?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও কর্কশ গলায়।

'না। আমি ঠিক আছি। দেখো...' পূর্ণ গতিতে ছুটতে থাকা বে-টাকে দেখাল জিনি। 'ও-ওটাকে থামাও, টম! লোকটা...লোকটা...'

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘোড়া ছোটাল টেক্সান। কিন্তু উন্মত্ত বে-র সঙ্গে এঁটে উঠতে বেশ সময় লেগে গেল ওর ক্লান্ত পশুটার, ততক্ষণে পাথুরে মাটিতে আছাড় খেতে খেতে লোকটার চেহারার কিছুই আর বাকি নেই। আঘাতে-ঘষায় থেঁতলে একাকার।

অনেক কষ্টে বে-টাকে শান্ত করল টম হার্ডি, তাকিয়ে থাকল রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত মুখটার দিকে। প্রথম দর্শনে মনে হলো নিক লোকটা আলভেরেয। দেহের গঠন অবিকল এক, এমনকি চুলের রঙও। অবশ্য রক্ত লেগে অন্যরকম হয়ে গেছে চুল।

কেবল ড্রেস দেখে বোঝা যায় এ অন্য কেউ। দামী, সৌখিন কাপড়-চোপড়, পায়ে দিয়েছে হাতে সেলাই করা বুট। গানটাও তাই, মুক্তো বসানো হাতীর দাঁতের হ্যান্ডেলওয়ালা কোল্ট। টুলড্ লেদার সিলভার-মাউন্টেড কার্ট্রিজ বেল্টে চমৎকার মানিয়েছে ওটাকে।

মানুষটার নিথর দেহের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল টম,

তাজা রক্তের গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। যে-ই হোক, বেশি কষ্ট পেতে হয়নি লোকটাকে, ভাবল ও। খুব সম্ভব মাটি ছোঁয়ার আগেই মৃত্যু হয়েছে। গুলিটা দুই শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে লেগে দুই খণ্ড করে দিয়েছে তার মেরুদণ্ড। এরকম ক্ষেত্রে মৃত্যু হয় মুহূর্তে।

দেহটাসহ বে নিয়ে জিনির ফ্রন্ট ইয়ার্ডে চলে এল টম, শ্যাকের দোরগোড়ায় বসে তখনও কাঁপছে মেয়েটা। চেহারা রক্তশূন্য।

'কি হয়েছিল?' প্রশ্ন করল টম। 'লোকটা কে?'

'চিনি না,' দুর্বল গলায় বলল ও। 'ডোয়েলের গানম্যান বোধহয়। একটু আগে এসে নাশতা খেতে চাইল। আমি দিলাম। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ একভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল লোকটা। অস্বস্তি লাগছিল আমার। খেয়ে উঠে হঠাৎ আমাকে চুমু খেতে চেষ্টা করল, আমি চড় মারতে কিছু না বলে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ে "কথা আছে" বলে আমাকে ডাকল। তারপর আমি বাইরে আসতেই...'

'বাকিটা আমি দেখেছি,' বাধা দিয়ে বলল যুবক। 'এখানে থাকা ঠিক হবে না তোমার। জনের র‍্যাঞ্চে চলে যাও।'

দুর্বল হাসি ফুটল জিনির মুখে, চোখ পানিতে ভরে উঠল। আপনমনে বলল, 'কি হলো এটা?' তারপর যেন হঠাৎ করে সচকিত হলো। 'কিন্তু তুমি এখানে...ছাড়া পেলে কি করে?'

'জন বের করে এনেছে আমাকে।'

'জন!' হাসতে গিয়েও গম্ভীর হয়ে গেল জিনি, শঙ্কিত হয়ে উঠল। 'অর্থাৎ ফের জেলে যেতে হবে?'

'হয়তো,' মাথা দোলাল টম। 'এতক্ষণে নিক নিশ্চই রওনা হয়ে গেছে আমার খোঁজে।'

'এসো, নাশতা খেয়ে নাও। পরে শুনব ওসব।'

খাওয়ার ফাঁকে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে এদিকের পরিস্থিতি জেনে নিল টেক্সান। বুড়ো ডেভিসসহ চার নেস্টার জমিজমা ডোয়েলের কাছে বেচে দিয়ে কেটে পড়েছে, বলল জিনি। আর আছে নয়জন নেস্টার, তারাও যায় যায় অবস্থা। তারা চলে গেলে থাকবে মাত্র সাতজন বড় র‍্যাঞ্চার।

ওরা যদি জোট বাঁধে, হয়তো ঠেকিয়ে দিতে পারবে ডোয়েলকে, কিন্তু সে আশা বৃথা। কেননা জিনির মতে র‍্যাঞ্চারদের একজোট করা অসম্ভব।

'তোমার ঘাড়ে যদি খুনের দায় না থাকত, তাহলে হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারতে আমাদের এই বিপদে,' শ্রাগ করল মেয়েটা। 'কিন্তু তা-ও তো হওয়ার নয়। নিকের হাত থেকে বাঁচতে গা ঢাকা দিতে হবে তোমাকে। বাকি থাকলাম আমি আর জন। আমাদের পক্ষে ডোয়েলকে ঠেকানো,' মাথা নাড়ল, 'কোনদিনও সম্ভব হবে না। আমি মেয়ে, আর জন আঙ্কল বুড়ো মানুষ।'

মাথা ঝাঁকাল টম হার্ডি। 'হ্যাঁ। মাথামোটা ডেপুটির জন্যে মনে হচ্ছে...!'

ওকে হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়তে দেখে সোজা হয়ে বসল জিনি। 'কি ভাবছ?'

'মাথায় একটা বুদ্ধি এল হঠাৎ,' কাঁটা চামচ রেখে দিল টম।

'কি?'

'ধরো, যদি এমন হয়, ডেপুটির লাশ পাওয়া যায় শেরিফের অফিসে, সঙ্গে একটা চিরকুট, তাতে লেখা থাকে, "ক্যাটলমেন, নিজেদের এই পরিণতি যদি না চাও, আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও।" ফল কি হবে মনে হয় তোমার?'

'কিন্তু তা কি করে হবে?' বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল জিনির।

'মনে করো হলো, ফল কি হবে?'

'ক্যাটলম্যান হোক আর না হোক, প্রত্যেকে একজোট হয়ে লড়াই করবে ডোয়েলের বিরুদ্ধে!'

'ঠিক জানো?'

'আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু তোমার মতলবটা কি?'

বুড়ো আঙুলে কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরের অজ্ঞাত গানম্যানের লাশ ইঙ্গিত করল টম। 'লোকটাকে প্রথম দেখেই নিক আলভেরেয মনে

হয়েছে আমার। ওর চেহারা চেনার উপায় নেই, কিন্তু যা আছে, হুবহু ডেপুটির মত। যদি ডেপুটির ছেঁড়া কাপড়-চোপড় পরিয়ে রেখে দেয়া হয়, সবাই ভাববে ওটা সে-ই।'

কয়েক মুহূর্ত কথা বের হলো না জিনির মুখ দিয়ে। 'আর আসল নিকের কি করবে?'

'জনের চমৎকার একটা হাইড-আউট আছে, ওখানে আটকে রাখব কয়েকদিনের জন্যে।'

'খুলে বলো, প্লীজ!' উত্তেজনায় ঝুঁকে বসল মেয়েটা।

মিনিট তিনেক একনাগাড়ে কথা বলে গেল টম হার্ডি। মন দিয়ে শুনল জিনি, থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাল। টমের বক্তব্য শেষ হতে উঠে পায়চারি শুরু করল। উত্তেজিত, আশান্বিত। 'কিন্তু এতে ঝুঁকি আছে, টম্।'

'তা আছে, কিন্তু সেসব জন সামলাবে।'

'হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বুড়ো হলেও এখনও বুকে দুর্দান্ত সাহস রাখে আঙ্কল জন। টর্নেডো বেসিন রক্ষার এমন দারুণ সুযোগ সে কোনমতেই হাতছাড়া করবে না।'

'তাহলে দেরি না করে এখনই অক্স-বো চলে যাও তুমি, আমি লাশ আর ঘোড়াটার ব্যবস্থা করছি।'

'ঠিক আছে। আমি কার্টকে বলে যাচ্ছি, ও সাহায্য করবে তোমাকে।'

কার্ট একাধারে জিনির অভিভাবক ও পাঞ্চার। নিগ্রো, বিকলাঙ্গ। দু'পা বাইরের দিকে ধনুকের মত বাঁকা। হাঁটার ভঙ্গি হাস্যকর, নইলে সব কাজে সে যে-কারও সমতুল্য। এখানে আসার সময় জিনির বাবা নিয়ে আসে লোকটাকে।

সব শুনে নিঃশব্দে মাথা দোলাল বুড়ো পাঞ্চার—টম হার্ডিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত সে। জিনি ছুটল অক্স-বো-র উদ্দেশে। রাত ন'টায় বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চারকে নিয়ে ফিরল। টমকে দেখে হাসি দুই কানে গিয়ে ঠেকল বুড়োর। 'সত্যি, তোমার বুদ্ধির তুলনা হয় না। তোমাকে নিয়ে কি

করব, তাই ভেবে ভেবে চাঁদি গরম করছিলাম আমি, এই সময় জিনি হাজির। নাহ্, সত্যি! দারুণ এক পরিকল্পনা ফেঁদেছ তুমি, টম। এবার কাজ হতেই হবে।' বগলে ধরা একটা কাপড়ের বান্ডিল টেবিলে রাখল সে।

'নিকের?' বলল টম।

'হ্যাঁ।'

'ব্যাটাকে ধরলে কি করে?'

'ধরতে হয়নি, নিজেই এসেছে ধরা দিতে,' হাসল র‍্যাঞ্চার। 'ব্যাটা খুব ঘড়েল, তোমাকে যে আমিই জেল থেকে বের করেছি, তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করতে আমি সোজা অস্বীকার করলাম। বললাম, যদি বিশ্বাস না হয়, চলো আমার সঙ্গে, আমার র‍্যাঞ্চ সার্চ করে আসবে। নিক বলল, তাই করবে।'

হাসল জন দুরান, জিনির দিকে তাকাল। 'আমি আগে আগে চলে এলাম। এসে দেখি জিনি আমার অপেক্ষা করছে। ওর মুখে এই খবর শুনে তৈরি হয়েই ছিলাম, নিক আসতে গান ঠেসে ধরলাম পাঁজরে, ব্যস!' শ্রাগ করল সে। 'সেই হাইড-আউটে রেখে এসেছি ওকে। লোক আছে পাহারায়, চিন্তার কিছু নেই।'

'ব্যাপারটা কিভাবে নিয়েছে লোকটা?' টম প্রশ্ন করল।

'কে ওর "ভাব" দেখতে গেছে? নিক না যেভাবে খুশি, আমাদের কি তাতে? কই, চলো, তোমার নিককে দেখাও।'

এক ঘণ্টা পর মৃত গানম্যানকে নিকের ছেঁড়াফাটা, মুরগির রক্ত ও কাদামাখা পোশাক পরিয়ে একটা মালবাহী ঘোড়ায় তোলা হলো। টম ও জন ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেল মরগান ট্যাঙ্কের পথে।

জন দুরানের র‍্যাঞ্চের দক্ষিণে স্কট ফ্লেচারের ফিশ-হূক স্প্রেড। র‍্যাঞ্চ হাউসটা ওয়াগন টাঙ ক্রীকের তীরে। নিচু, টিম্বারের। ন্যাড়া এক রিজের উল্টোদিকে। ধারেকাছে কোন গাছপালা নেই। এককালে কিছু অ্যালডার্সের ঝোপ ছিল, কিন্তু নিজের গরু ও ঘোড়া অনেক আগেই

তা শেষ করে ফেলেছে।

যেদিন নিক আলভেরেযের 'মৃতদেহ' পাওয়া গেল, সেদিন দুপুরের পর বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্যে ঘোড়ায় স্যাডল পরাচ্ছিল ফ্লেচার, এই সময় দূর থেকে র‍্যাঞ্চার রিচি ম্যাহনির ছেলে টিপ ম্যাহনিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে থেমে গেল। বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে ছেলেটাকে।

বছর বিশেক হবে তার বয়স, বুনো স্বভাবের। মুখের চেয়ে হাত চলে বেশি। ফ্লেচারের কয়েক গজ দূরে ঘোড়া থামিয়ে হাঁপাতে লাগল যুবক, দেখে মনে হলো যেন ঘোড়া তাকে নয়, সে-ই ওটাকে বয়ে এনেছে। 'খবর শুনেছ, স্কট?'

'না,' সোজাসাপ্টা জবাব দিল সে। 'ডোয়েলের খবর হলে শুনতে চাইও না।'

'খবরটা ডোয়েলেরই, তবে অন্য ধরনের।'

'তাই? কার ঘাসে মুখ দিয়েছে ওর ভেড়া?'

'আরে তাহলে তো কথাই ছিল না! তা নয়, ও ব্যাটা ডেপুটিকে খুন করেছে।'

একটুও অবাক হতে দেখা গেল না ফ্লেচারকে। 'আচ্ছা!'

'হ্যাঁ!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল টিপ। 'ওর লাশের সাথে একটা চিঠিও রেখে গেছে।'

'কি লেখা আছে চিঠিতে?'

'লেখা আছে, "ক্যাটলমেন, নিজেদের এই পরিণতি না চাইলে আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও"।'

'বেশ, বেশ,' মাটির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল র‍্যাঞ্চার। 'খুব সিরিয়াস কেস মনে হচ্ছে!'

'সিরিয়াস কেস! এ ছাড়া কিছু বলার পেলে না?'

'কি বললে খুশি হও তুমি?' চোখ তুলল স্কট ফ্লেচার।

'আশ্চর্য! লোকটা যে কোনদিন গোটা বেসিন দখল করে নিতে যাচ্ছে, আর তুমি কি না...'

'এখনও তা করেনি,' শান্ত গলায় বলল সে।

'করেনি, কিন্তু করতে কতক্ষণ? তোমাকে লোকটার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজি করাতে আর কি করতে হবে আমাদের, বলো দেখি?'

'দেখো, টিপ, এ নিয়ে তোমার এত উত্তেজিত হওয়ার কোন কারণ দেখি না আমি। নিক আলভেরেয ছিল মাথামোটা, গোবরগণেশ ডেপুটি, ওর এই পরিণতি হওয়াই তো স্বাভাবিক। শেরিফ গেছে, ডেপুটিও গেছে, ব্যস্, এখন মাঠ ফরসা। তো কি?'

'কোঁত্' করে বড়সড় এক ঢোক গিলল যুবক, যেন কথাগুলো আটকে গেছে গলায়, ভেতরে পাঠাতে কষ্ট হচ্ছে। 'এই যদি হয় তোমার মত, তাহলে তো তোমার আসার দরকার দেখি না।'

'কোথায়?'

'আমাদের র‍্যাঞ্চে। আজ রাতে নেস্টাররাও আসছে।'

'কেন?'

'কেন আবার!' ধৈর্য হারিয়ে খেঁকিয়ে উঠল টিপ। বুনো দৃষ্টি ফুটল চোখে। 'মীটিং করতে! এখন হয় মারো নয় মরো ছাড়া পথ নেই আমাদের, বুঝতে পারছ না তুমি?' একটু থামল সে। 'আসছ তুমি?'

'হ্যাঁ। হয়তো। তবে নেস্টারদের পক্ষ হয়ে লড়াই করব, এমন কোন কথা দিতে পারব না।'

কিছুক্ষণ আগুনঝরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল টিপ ম্যাহনি, তারপর আচমকা স্পার দিয়ে জোর গুঁতো মারল ঘোড়ার পেটে। লাফ দিয়ে উঠে বেদম জোরে ছুটল ওটা। আনমনে দ্রুত অপসৃয়মান ছেলেটার দিকে চেয়ে বিড়বিড় করতে লাগল স্কট ফ্লেচার। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, যাবে মীটিঙে।

দিনটা প্রায় উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাঘুরি করে কাটাল সে, সন্ধের পর হাজির হলো ম্যাহনির র‍্যাঞ্চে। তারটার দক্ষিণে, ফুটহিলের ঘন গাছপালার মধ্যে ওটা। বেশ বড় র‍্যাঞ্চহাউস, চমৎকার ছায়াঘেরা।

প্রকাণ্ড হলরুমে মানুষ গিজগিজ করছে দেখে বেশ অবাক হলো স্কট। এলাকার র‍্যাঞ্চাররাই শুধু নয়, অবশিষ্ট নেস্টাররা ছাড়া অনেক

ক্রু-ও আছে ভেতরে। ডেপুটি নিক আলভেরেযের হত্যাকাণ্ড তাহলে ভালই ঝাঁকি দিয়েছে সবাইকে, ভাবল সে। রুমের ও মাথায় এদিকে মুখ করে,জিনিয়া মেইনকে দাঁড়ানো দেখা গেল, পাশেই টম হার্ডি।

তার সাথে চোখাচোখি হতে হাসির ভঙ্গি করল স্কট। 'ডেপুটির মৃত্যুর খবর পেতেই নাক জাগিয়েছ দেখছি!' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল।

'তা বলতে পারো,' দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল টেক্সান। এখানে তার উপস্থিতি অন্যদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জিনি প্রভাব খাটিয়ে নেস্টারদের প্রায় বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছে যে শেরিফের খুনের সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। আর ডেপুটি তাকে অ্যারেস্ট করেছিল কেবলই নিজের মুখ রক্ষার স্বার্থে। র‍্যাঞ্চাররা বিশ্বাস করেছে কি করেনি, এখনও স্পষ্ট নয়। অবশ্য শেরিফ বা ডেপুটির মৃত্যুতে তাদের কিছু যায়-আসেও না, কারণ রেমন্ড ছিল নেস্টার-শেরিফ। ডেপুটিও তাই।

টমের ড্যামকেয়ার ভঙ্গি দেখে গা জ্বলে গেল স্কট ফ্লেচারের। বলল, 'তাহলে, তুমি জেল থেকে পালাবার পরদিনই খুন হয়েছে ডেপুটি? অদ্ভুত দৈব-সংযোগ তো!'

'এত শর্টকাট পথে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করতে যেয়ো না, স্কট,' নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল ও। 'জেল থেকে বেরিয়ে সরাসরি মিস্ জিনিয়ার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি। ডেপুটি খুন হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলাম।'

এক এক করে অন্যদের দিকে তাকাল স্কট। 'তোমাদের কি বক্তব্য এ ব্যাপারে?'

ফায়ার প্লেসের পাশে এক চেয়ারে বসা ছিল জন দুরান। সে-ই জবাবটা দিল সবার হয়ে। 'ফ্লেচার, ব্যাপারটার এখানেই ইতি হওয়া উচিত। শেরিফের অনুরোধেই টম হার্ডি বেসিনে এসেছে, আমাদের সবাইকে সাহায্য করতে। ও কেন শেরিফকে খুন করতে যাবে? এমন কি কারণ থাকতে পারে? কেউ যদি এর জবাব দিতে পারে, আমি নিজে একে আইনের হাতে তুলে দেব। আর ডেপুটির খুনের সময় ও কোথায়

ছিল, তা তো শুনলেই। যদি বিশ্বাস না হয় জিনিকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নাও। আমার মনে হয় এ ব্যাপারেও টম নির্দোষ। কাজেই এখন প্যাঁচ না কষে আমাদের উচিত হবে বর্তমান সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো। টম হার্ডির সাহায্য আমাদের প্রয়োজন হবে।'

কিছু বলল না ফ্লেচার। অন্যরাও চুপ।

'গুড! এবার মনে হয় আমরা আসল প্রশ্ন তুলতে পারি।'

'কিসের প্রশ্ন?' ফ্লেচার বলল।

'ডোয়েলকে আমরা একজোট হয়ে প্রতিহত করব, নাকি যে যার মত করে? আমার মতে একজোট হয়ে করাই ভাল। এখানে আমরা সবাই এক হয়েছি সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে। যদি কারও আপত্তি থাকে...'

'আমার আছে,' বলে উঠল সে। 'আমি যা করার একাই করতে চাই।'

'বেশ, একজন বাদ। আর কেউ?' ঘন ভুরুর নিচ দিয়ে রুমের চারদিকে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল বৃদ্ধ।

'আমারও আছে,' হ্যারি কেইথ নামে এক বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার বলল। ম্যাহনিদের প্রতিবেশী লোকটা। সবার সাথে সবকিছু নিয়ে ঝগড়া বাধানো স্বভাব লোকটার। পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করার দুর্নাম আছে।

মাথা দোলাল জন দুরান। 'জানতাম থাকবে, কেইথ। তাই তোমাকে দেখে ভাবছিলাম। এখানে আসার কষ্ট কেন করতে গেলে তুমি,' সবার হাসি অগ্রাহ্য করে বলে চলল সে, 'আমি জানি জাজমেন্ট ডে-র ব্যাপারেও তুমি আপত্তি জানাবে, যদি ঈশ্বরের তরফ থেকে তোমার মত চাওয়া হয়। সে যাক্, তাহলে ত্রিশজনের মধ্যে দু'জন গেল। মন্দ কি? আটাশজন যথেষ্ট।'

ধূর্ত বুড়োর কৌশল ধরতে পেরে মনে মনে হাসল টম হার্ডি। কাউকে কথা বলার সময় দিতে চায় না, কারও আপত্তি কিছু থাকলেও তা সময়মত উঠছে না দেখে দ্রুত নিজের মত চাপিয়ে দিচ্ছে।

'ডোয়েলের গানম্যানের সংখ্যা ত্রিশ,' বলল বৃদ্ধ। 'তাই না?'

'আরও জোগাড় করতে পারে সে,' কেউ একজন বলল।

'করতেই হবে,' দ্রুত মাথা দোলাল র‍্যাঞ্চার। 'না করলে ওরই বিপদ।'

আবার হাসির রোল উঠল।

'তাহলে এখন পরিস্থিতি কি? ডেভিস, ম্যাককয়সহ চারজনের জমির মালিক এখন ডোয়েল। সবগুলো পাশাপাশি এবং নদীর তীরে। লোকটা উত্তরে যেতে আগ্রহী, তার মানে এরপর সে ডার্বির রেঞ্জ মুঠোয় পোরার চেষ্টা করবে।'

'অথবা কেইথের,' স্কট ফ্লেচার মন্তব্য করল। 'ওটা ম্যাককয়েরটার সাথেই।'

'তা নিয়ে ভাবছি না আমি,' শান্ত গলায় বলল বৃদ্ধ। 'সেটা কেইথ একাই সামলাবে।'

নড করল গোমড়ামুখো কেইথ।

'এখন নেস্টারদের যা করতে হবে, তা হলো যার যত গরু আছে, সব ডার্বির র‍্যাঞ্চে নিয়ে ছেড়ে দেয়া।'

চট্ করে উঠে দাঁড়াল ডার্বি নামের র‍্যাঞ্চার। ষাটের মত বয়স। ছোটখাট, টাক মাথার মানুষ, গায়ের রং বাদামী। 'ডোয়েলের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়তে আমার আপত্তি নেই,' বলল সে। 'কিন্তু আর সবার গরু আমার ঘাসের শ্রাদ্ধ করুক, তাতে আছে।'

'তাহলে আমার ঘাসে ছেড়ে দাও ওগুলোকে,' দ্রুত বলল বৃদ্ধ। 'এবার তো কারও আপত্তি নেই?' কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মুখ খুলল আবার। 'বেশ। এবার বাকি প্রসঙ্গ। বেনেট,' লাল চুলের অল্পবয়সী এক পাঞ্চারের উদ্দেশে বলল, 'তোমার সাতজন ক্রু আছে। তোমরা সবার গরু আমার ওখানে নিয়ে যাবে। তোমার কূককেও পাঠিয়ে দাও, সবার রান্নাবান্না করবে সে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। ম্যাহনি, ওয়ালেস, ক্যানাল আর রাদারফোর্ড সবার খাওয়ার জন্যে চাইলে গরু দিয়ে সাহায্য করতে পারো আমাকে, না চাইলে নেই। ডার্বির ক্রু, নেস্টাররা এবং টম হার্ডি রাত-দিন ডার্বির র‍্যাঞ্চ থেকে

আমাদের এলাকা পাহারা দেবে। ডার্বির জমিতে ডোয়েলের প্রথম ভেড়া পা রাখামাত্র সবাই একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কেবল একজন এসে খবরটা আমাদের সবাইকে জানিয়ে যাবে। আমরা প্রস্তুত থাকব যে কোন মুহূর্তের জন্যে। লড়াই যদি বাধে, টম হার্ডি নেতৃত্ব দেবে।'

কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার বলল র‍্যাঞ্চার, 'এই ব্যবস্থায় যদি কারও আপত্তি না থাকে, তাহলে এখানে আর জাবর কাটার কোন কারণ দেখি না আমি।'

সবার আগে উঠল স্কট ফ্লেচার। বেরিয়ে গেল একটা কথাও না বলে। টম মনে মনে হাসল জন দুরানের কথা ভেবে। সতর্ক বুড়ো নিক আলভেরেযের হত্যাকাণ্ড নিয়ে কাউকে কথা তোলার সময় তো দেয়ইনি, বরং ওকে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগও করে দিয়েছে। সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে বাধ্য এখন টম হার্ডি।

মীটিং শেষ হওয়ার আগে আরেকবার মুখ খুলল জন দুরান। 'জিনি, আজকের এই সভায় যে সিদ্ধান্ত হলো, তার একমাত্র কৃতিত্ব আমি মনে করি তোমার। কাজেই তোমার ওপর ডোয়েলের আক্রোশ জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। তাই আজ থেকে অক্স-বোয় থাকবে তুমি, সব শেষ না হওয়া পর্যন্ত।'

সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল মেয়েটা। তার পরিশ্রম অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছে বলে ভেতরে ভেতরে উচ্ছ্বসিত।

ওদিকে টম হার্ডি সাত বেতনভুক কাউবয় ও আট নেস্টারকে নিয়ে গঠিত তার বাহিনীর কথা ভাবল। ওরা লড়তে জানে কি না সে জানে না। ওরা তার নির্দেশ মানবে কি মানবে না, তাও না।

ও কেবল জানে আসল অধ্যায় সবে শুরু হলো।

পাঁচ

ডার্বির বাঙ্কহাউস ও কুকশ্যাক একসঙ্গে, মূল র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ভোরে নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে এল টম হার্ডি, কোরালে এসে স্যাডল চাপাল ঘোড়ায়।

ফোরম্যান জো ম্যানশিপ ওর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকল। তার ধারণা দলের নেতা হিসেবে কাজে যাওয়ার আগে নিশ্চয় কিছু বলবে ও। কিন্তু কিছু বলল না টম, ঘোড়ায় উঠে পড়ল। তাই দেখে তাড়াতাড়ি এগোল ম্যানশিপ। 'ক'জন ক্রু সঙ্গে নিতে চাও?' প্রশ্ন করল।

মাথা নাড়ল টম। 'একজনকেও না।'

'আমি ভাবছিলাম আমাদের লাইন বরাবর টহল দিতে যাচ্ছ তুমি।'

'তাই যাচ্ছি। আগে একা ঘুরে আসি একবার।'

'সীমানা কোথায় জানো?'

'না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঙ্কহাউসের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল ম্যানশিপ, 'পিটি!' এক যুবক পাঞ্চার বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে, ডার্বির টপহ্যান্ড সে। তার উদ্দেশে বুড়ো আঙুল দিয়ে টমকে দেখাল ফোরম্যান। 'এর সঙ্গে যাও, আমাদের লাইন চিনিয়ে দিয়ে এসো।'

এগোল টম, টপহ্যান্ড সামান্য পিছনে থেকে অনুসরণ করছে তাকে। দক্ষিণ-পুবে চলেছে টম, সার্কেল ডি'র প্রান্ত ওদিকেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল ও, তারপর এক-আধটা মন্তব্য বিনিময় করতে

লাগল পিটির সাথে। সীমানার কর্নার মার্কারের কাছঘেঁষে পশ্চিমে ঘুরে গেছে ওয়াগন টাঙ ক্রীক, ওরাও সেদিকে ঘুরল।

এখন মাঝেমধ্যে দু'চারটা ভেড়া চোখে পড়ছে, সার্কেল ডি লাইন বরাবর ঘাস খাচ্ছে ওগুলো, তবে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে। কুকুরের ডাক কানে আসছে থেকে থেকে, ভেড়ার প্রহরী কুকুর ওগুলো। খানিক পর পর এক-দু'জন রাইডারও দেখতে পাচ্ছে ওরা, দেখা দিয়েই মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তে।

হঠাৎ কি মনে হতে পিছনে তাকাল টম হার্ডি, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় করিয়ে ফেলল সোরেল। খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ওদের দিকেই আসছে কেউ একজন। স্টিরাপে দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল ও। 'একটা মেয়ে,' পিটির উদ্দেশে বলল। বুঝতে পারছে ওটা জিনিই হবে।

'খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে!' মন্তব্য করল ডার্বির টপহ্যান্ড।

'চলো দেখি,' বলে সোরেল ঘোরাল ও, দুল্‌কি চালে উল্টোদিকে ছুটল পিটিকে নিয়ে। দূর থেকে হাত নাড়ল জিনি, দেখতে দেখতে মুখোমুখি হলো ওরা। 'কি সমস্যা?' টম হার্ডি বলল।

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, দম নিয়ে বলল, 'আমার পাঞ্চার কার্ট আজ ভোরে অদ্ভুত কিছু দেখেছে।'

'কি?'

'সার্কেল ডি-র দক্ষিণে অল্প কিছু ভেড়া রেখে বাকি সব নিয়ে কেইথের জমির দিকে গেছে ডোয়েল হার্ট।'

'কোন দিকে?' চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল টমের।

'কেইথের জমির দিকে। অদ্ভুত না?'

মাথা ঝাঁকাল টম, পিটির সাথে চোখাচোখি হলো। 'কার্ট ঠিক দেখেছে তো?' বলল টপহ্যান্ড।

'নিশ্চই! অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়েছে ডোয়েল।'

একটু ভাবল টম। 'ব্যাপারটা বুড়ো কেইথকে জানিয়ে এলে কেমন হয়, পিটি?'

'মন্দ হয় না।'

তর্জনী দিয়ে কপালের পাশ চুলকাল ও। যেন নিজেকে শোনাচ্ছে, এমনভাবে বলল, 'ডোয়েল কেইথের জমির দিকে গেছে, কেমন? শুনে মনে হচ্ছে না কাল রাতের মীটিঙে সে-ও ছিল? এটা কোন দৈব-সংযোগ নয়, নিশ্চই কেউ বুড়ো কেইথের কালকের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে ডোয়েলকে। কে?'

'নেস্টারদেরই কেউ হবে!' ক্রুদ্ধ গলায় পিটি বলল। 'আর কে?'

'আমরা এখনও নিশ্চিত নই।'

জিনিকে ফিরে যেতে বলে দু'জনে ঘোড়া ছোটাল কেইথের র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে। সার্কেল ডি ও পাহাড়শ্রেণীর মাঝখানে ওটা, একদিকে ঢালু। শুকনো মাটি, চারদিকে পাথরের ছড়াছড়ি, তার মধ্যে খানিক পর পর অগভীর ক্যানিয়ন। টর্নেডো বেসিনের সবচেয়ে হতচ্ছাড়া রেঞ্জ এটা, টম ভাবল। একটা ক্রীকও যায়নি ওটার ধারকাছ ঘেঁষে, কেইথকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয় গর্তে জমা পানির ওপর। তাও পানি নয়, কাদার ঘন সুপ।

তার বাড়ি প্রশস্ত এক ক্যানিয়নের ওপর, পিছনে গাছহীন, রুক্ষ ফুটহিল। সবুজের ছোঁয়াও নেই কোথাও। ওরা যখন পৌঁছল, দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। খোলা দরজায় কারবাইন হাতে নীরবে ওদের অভ্যর্থনা জানাল লোকটা, শীতল চোখে তাকিয়ে থাকল অনাহূত আগন্তুকদের দিকে।

'হাউডি, কেইথ!' পিটি বলল।

'যদি আমার সাহায্য পাবে বলে এসে থাকো, তাহলে চলে যাও,' জবাব দিল সে কাটখোট্টা গলায়।

টমের দিকে ফিরে দাঁত বের করে হাসল টপহ্যান্ড। 'কত অমায়িক মানুষ, দেখলে?'

'কি চাও তোমরা?'

'চাইতে নয়, দেখতে এসেছি।'

'কি দেখতে?' ভুরু কোঁচকাল কেইথ।

'ডোয়েলের ভেড়ার পাল তোমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছল কি না।'

আরও কুঁচকে উঠল লোকটার চোখ-কপাল। 'তার মানে?'

'মানে, ভেড়া নিয়ে তোমার জমিতে চরতে শুরু করে দিয়েছে ডোয়েল হার্ট,' টম হার্ডি বলল এবার।

'কে বলেছে?'

'জিনির পাঞ্চার, কার্ট।'

'আমি কোন নিগারের কথা বিশ্বাস করি না,' খেপে উঠল সে। আরও কী সব বলতে লাগল, কিন্তু টম কিছুই শুনতে পেল না। ওর নজর আটকে গেছে দূরে, বেশ অনেকখানি নিচে। ক্যানিয়নের মেঝেতে–চারটা কালো বিন্দু দেখা যাচ্ছে ওখানে, একটু একটু করে বড় হচ্ছে।

সেদিকে ইঙ্গিত করল ও। 'তোমার ক্রু?'

'না, আমার কোন ক্রু নেই।'

'তাহলে ওরা ডোয়েলের লোক,' পিটি বলল। 'বোধহয় তোমার সাথে পরিচিত হতে আসছে। ভয় পেয়ো না, আমরা সাহায্য করব তোমাকে।'

'জাহান্নামে যাও তোমরা!' খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'আমার কারও সাহায্য চাই না।'

'বেশ। তাহলে ওরা কি বলতে আসছে শুনে যাই, তাতে আপত্তি নেই তো?' টম বলল। 'ওরা ডোয়েলের লোক হলে কি জন্যে আসছে, জানা দরকার।'

কিছু বলতে গিয়েও বলল না কেইথ, বরং মনে হলো ইচ্ছের বিরুদ্ধে মাথা ঝাঁকাল। 'তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু কথার মধ্যে বাঁ হাত দিতে এসো না কেউ।'

'ঠিক আছে। পিছনে ঘোড়া রেখে বাড়ির ভেতরে বসে তোমাদের আলোচনা শুনব আমরা।'

'যাও। কিন্তু চেহারা দেখিয়ো না।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়ল লোকগুলো। দলনেতার মুখটা

লম্বাটে, ক্লীন শেভড্, গায়ে সুতীর চেক শার্ট। দরজায় অপেক্ষমাণ কেইথের কয়েক গজের মধ্যে এসে ঘোড়া থামাল সে, একটু পাশ ফিরে। ডান হাত ও কাঁধ থাকল বৃদ্ধের চোখের আড়ালে।

স্যাডল হর্নে বাঁ হাতের ভর রেখে আয়েশী ভঙ্গিতে ঝুঁকে বসল লোকটা, বুড়োকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চারদিকে বেশ সময় নিয়ে নজর বোলাল। তারপর ঠোঁট উল্টে বলল, 'বিশেষ সুবিধের নয়। তবে চলবে।'

'চলবে!' নড়ে উঠল কেইথ। 'কিসের কথা বলছ?'

'আমাদের হেডকোয়ার্টার্সের কথা। যা যা নেয়ার, নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ো, ওল' টাইমার।'

লোকটার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি আর কথা বলার ঢং দেখে রাগে মাথায় রক্ত উঠে গেল বৃদ্ধের, অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত রাখল সে। 'ডোয়েল পাঠিয়েছে তোমাদেরকে?'

'হ্যাঁ। এখন যা বললাম তাই করো, পালাও এখান থেকে।'

লোকটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে নিল বৃদ্ধ। 'এখনও এ সম্পত্তি আমার, ডোয়েলের কাছে বিক্রি করিনি। কখনও...'

'না করেও অধিকার হারিয়েছ,' বাধা দিয়ে দ্রুত বলল নেতা। 'আমরা দখল নিতে এসেছি। সরে পড়ো, ম্যান।'

চোয়ালের পেশী শক্ত হয়ে উঠল তার, কারবাইন ধরা হাতের মুঠো দৃঢ় হলো। 'ভুল ঠিকানায় এসেছ, মিস্টার,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল। 'কোন স্যাডল বামের সাধ্য নেই আমাকে আমার জমি থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। হাত-পা গুঁড়ো হওয়ার আগে পালাও, এখনও সময় আছে।'

সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হাসল লম্বামুখো, 'শুনলে তোমরা?' কারও জবাবের অপেক্ষায় থাকল না সে, সোজা হয়ে বসার প্রয়োজনও অনুভব করল না, দেহের আড়াল থেকে সিক্স গান তুলেই গুলি করল। কেইথের কারবাইনও হুঙ্কার ছাড়ল, তবে মুহূর্তখানেক দেরিতে। দলনেতার মাথার সামান্য ওপর দিয়ে চলে গেল গুলিটা, অল্পের জন্যে

বেঁচে গেল সে।

ওদিকে তার প্রথম গুলি ভারী স্লেজ হ্যামারের মত আঘাত করল বৃদ্ধের বুকের ঠিক মাঝখানে, এক মুহূর্তের ব্যবধানে আরও দুটো খেল সে পেটে ও গলায়। দরজার চৌকাঠ ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করল একবার, তারপর দু'ভাঁজ হয়ে আছড়ে পড়ল সে ধুলোমোড়া মেঝেতে। মারা গেছে পড়ার আগেই।

দরজার কাছের জানালা দিয়ে বাইরে নজর রাখছিল টম হার্ডি, ঘটনার আকস্মিকতায় ক্ষণিকের জন্যে হতচকিত হয়ে পড়লেও লোকটা তৃতীয় গুলি ছোঁড়ার আগেই এক ঝট্‌কায় গান ড্র করে ওটার বাঁটের আঘাতে জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলল। কাঁচের টুকরো নিচে পড়ার আগেই ঘর কেঁপে উঠল ওর সিক্স গানের বিকট গর্জনে।

সোজা দলনেতার বাঁ কানের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল বুলেটটা, মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল সে, লাগামে অনিয়ন্ত্রিত হাতের হ্যাঁচকা টান পড়তে পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে গেল তার ঘোড়া। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে স্যাডলে কিছুক্ষণ লেপ্‌টে থাকল লোকটা, তারপর লাগাম ছেড়ে সরসর করে পিছলে নেমে এল, মাটিতে আছাড় খাওয়ামাত্র ঘ্যাক্! ধরনের একটা শব্দ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

এমন আচমকা হামলায় বাকি তিনজন এক্কেবারে বেদিশা হয়ে পড়ল, কিছু করার কথা ভাবার সুযোগ পাওয়ার আগেই দরজার কাছ থেকে পিটির টু গানের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল আরেকজন। তৃতীয়জন ইন্ডিয়ানদের মত ঘোড়ার লম্বা গলার ওপাশে মাথা আড়াল করে ড্র করার প্রাণান্ত চেষ্টা করল, কিন্তু মৃত্যু একদম ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ছাড়ছে বুঝতে পেরে ঠিকমত সাড়া দিল না আঙুল। নিরুপায় হয়ে গায়ের জোরে স্পার দিয়ে গুঁতো মারল সে বাহনের পেটে, আতঙ্কিত ডাক ছেড়ে লাফ দিল ওটা, পরক্ষণে বুকে টমের গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। আরোহী ছিট্‌কে পড়ল কম করেও দশ হাত দূরে। ততক্ষণে নিজের সিক্স গান সে ড্র করতে পেরেছে বটে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, গুলি করা দূরের কথা, টমের পাঠানো তপ্ত মৃত্যু চক্‌চকে কপাল ভেদ করার

আগে ওটা চার ইঞ্চির বেশি তুলতেই পারল না।

চতুর্থজন পালাল। নেতা গুলি খাওয়ামাত্র অবস্থা বোঝার জন্যে দল থেকে খানিকটা সরে গিয়েছিল লোকটা, অন্ধের মত গুলি চালাল সে কিছুক্ষণ বাড়ির দরজা-জানালা লক্ষ্য করে। কিন্তু পর পর আরও দু'জনকে নেই হয়ে যেতে দেখে আর দেরি করা সমীচীন হবে না বুঝে ঘুরে পিটটান দিল। ঝড়ের গতিতে ইয়ার্ড পেরিয়ে খোলা ক্যানিয়নে পৌঁছল সে, তারপর স্পার দিয়ে প্রচণ্ড গুঁতো মেরে বসল তার সোরেলের পেটে। লাফ দিয়ে ইয়ার্ডে বেরিয়ে এসে সতর্কতার সাথে তার পিঠ সই করল টম, তিনটে গুলি করল পরপর।

প্রথমে মনে হলো মিস হয়েছে সব ক'টা, লাগাতে পারেনি। প্রথম গুলির পর দশ-বারো কদম এগিয়ে গেছে ব্যাটার সোরেল, আরও দু'কদম গেল, তারপর কাত হতে শুরু করল লোকটা। আচমকা আছড়ে পড়ে দ্রুত কয়েকটা গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

পাউডার পোড়া গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। ধোঁয়ায় ভালমত দেখা যায় না কিছু, তবে শব্দটা ঠিকই শুনতে পেল শুরা—কম করেও আধা ডজন ঘোড়সওয়ার তেড়ে আসছে!

টম ও পিটির চোখাচোখি হলো। চৌকাঠ ধরে হাঁচড়েপাঁচড়ে নিজেকে খাড়া করার চেষ্টা করতে দেখা গেল পিটিকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর লিভাই, বাঁ উরুতে গুলি খেয়েছে ছেলেটা। কয়েকবারের চেষ্টায় উঠতে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘামে ভেজা মুখ তুলে টমকে দেখল। 'সময় থাকতে সরে পড়ো,' দাঁতে দাঁত কামড়ে কোনমতে বলল। 'আমি ওদের ঠেকাচ্ছি। তোমার গানটা দিয়ে যাও।'

ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে লোকগুলো কতদূরে দেখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো টম। দেখা যায় না, তবে শব্দে বোঝা যায় এসে পড়েছে। যে কোন মুহূর্তে উদয় হবে। বুড়ো কেইথের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকাল ও, ঝুঁকে তার পালস্ পরীক্ষা করল—নেই।

'কোথায় লেগেছে তোমার?' সোজা হয়ে প্রশ্ন করল টপহ্যান্ডকে।

'পা-পায়ে!'

'চোখ বুজে দাঁত কামড়ে থাকো, তোমাকে স্যাডলে তুলে দিচ্ছি আমি।'

তার হালকা পাতলা দেহটা অনায়াসে পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলল টেক্সান, যতটা সম্ভব সাবধানে বসিয়ে দিল স্যাডলে। 'শক্ত হয়ে বোসো। পড়ে যেয়ো না যেন।'

ওরটার লাগাম ধরে নিজের সোরেল ছোটাল টম, কিন্তু পিটির রোয়ানের মধ্যে এগোবার কোন আগ্রহ নেই বলে থামতে হলো। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। ভয় দেখাতে ওটার পিছনের পায়ের কাছে গুলি করল টম, এবার কাজ হলো, আতঙ্কিত হয়ে ছুটল ওটা সোরেলের পিছন পিছন। স্যাডল হর্নের ওপর উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে থাকল ডার্বির টপহ্যান্ড। এখনও সমানে রক্ত পড়ছে তার ক্ষত থেকে।

খোলা ক্যানিয়নে পড়ামাত্র পিছনে গুলি হলো, টমের কয়েক গজ দূরে ধুলো উড়ল। গতি বাড়িয়ে দিল ও। জানে, কোনমতে আপার ক্যানিয়নে পৌঁছতে পারলে অন্তত পিঠে গুলি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচা যাবে। তুমুল গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আপার ক্যানিয়নে উঠে এল ওরা, এখন আর রোয়ানটাকে কষ্ট করে টানতে হচ্ছে না টমকে, পিছনে দ্বিতীয় গুলির শব্দে আগেই শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে ওটার, সোরেলের আগে আগে ছুটছে। ঝাঁকিতে ব্যথা লাগছে বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে পড়ে আছে পিটি।

কিন্তু খানিকদূর যেতে ভয় ধরে গেল টমের। সামনে ক্রমশ সরু হয়ে আসছে ক্যানিয়নের দেয়াল, দু'দিক থেকে চেপে আসছে। তারওপর অসম্ভব রকমের খাড়া। আরও কিছুটা যেতে এমন অবস্থা হলো যে ঘোড়া না থামিয়ে পারল না ও। ব্রিডল ধরে অন্যটাকেও দাঁড়াতে বাধ্য করল। পিটির জ্ঞান আছে বলে মনে হলো না, চোখ বুজে পড়ে আছে। টমের ঝাঁকি খেয়ে কোনমতে তাকাল।

'এখান থেকে বেরোব কি করে!' ব্যস্ত গলায় বলল ও। 'পথ তো দেখছি না!'

পাতা টান করে সামনে তাকাল পিটি। 'আছে, আরও সামনে।'

আবার ছুটল টম হার্ডি। পিছনের ধাওয়াকারীরা এরমধ্যে অনেকটা এগিয়ে এসেছে, উত্তেজিত হাঁক-ডাক স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের। সরু পথ ধরে আরও কয়েকশো গজ এগোল টম, পথটা এখন এতই সরু হয়ে এসেছে যে একটা ওয়াগনেরও চলতে কষ্ট হবে। ওর মধ্যে দিয়ে আর শ'খানেক গজ কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে থেমে পড়ল টম, আর এগোনোর উপায় নেই, পথ নেই সামনে।

আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, এই সময় জিনিসটা চোখে পড়ল। বাঁ দিকের দেয়ালে, গজ বিশেক সামনে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়ালে সরু একটা চিড়, কোনমতে একটা ঘোড়া যেতে পারবে মধ্যে দিয়ে। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে রোয়ানটাকে ফাটলে ভরে দিল ও, পিছন থেকে নিজের দড়ির প্রান্ত দিয়ে মারতে মারতে এগিয়ে নিয়ে চলল।

কর্কশ দেয়ালে আহত পায়ে ঘষা লাগতে খানিক পরপরই ব্যথায় চেঁচাতে লাগল পিটি, কিন্তু পাত্তা দিল না ও। চল্লিশ গজমত যেতে অবশেষে মুক্তি পেল ওরা, হঠাৎ খোলা ক্যানিয়নে বেরিয়ে এল। সামনেই ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল হৃষ্টপুষ্ট এক গরু, ফাঁক দিয়ে আচমকা ওদের বেরিয়ে আসতে দেখে থতমত খেয়ে উঠে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু টম হার্ডি সুযোগ দিল না, সোরেলের সাহায্যে ওটাকে তাড়া করে ফাটলের মধ্যে ঢুকে যেতে বাধ্য করল। খানিকটা যেতেই বিশাল ধড়ের কারণে আটকে গেল ওটা, আর একচুলও নড়তে পারছে না। সন্তুষ্ট হলো ও।

পিছন থেকে ওটার মাথায় কয়েকটা গুলি করল, প্রতিটা গুলির সাথে ঝাঁকি খেল পশুটা, তারপর নেতিয়ে পড়ল। মরে গিয়ে ফাটলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল গোঁজ হয়ে। পিছিয়ে এল টম, একটু পরই ধাওয়াকারীদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনতে পেল। মরা গরুটার গুষ্টি উদ্ধার করছে গাল দিয়ে, সাথে তারও। ওটার জন্যে আটকে গেছে লোকগুলো।

মাঝরাতের দিকে সার্কেল ডি পৌঁছল ওরা। প্রচুর রক্ত হারিয়ে পিটির

অবস্থা কাহিল তখন, অজ্ঞান। ডার্বি, ম্যানশিপ ও আরও আধডজন নেস্টার এগিয়ে এল ওদের দেখে। পিটিকে ধরাধরি করে মেইন হাউসে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘণ্টাখানেক পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বাঙ্কহাউসে খেতে বসেছে টম হার্ডি, এই সময় ডার্বি এসে বসল ওর মুখোমুখি বিস্তারিত জানতে চাইল। ওর বলা শেষ হতে চোখ কোঁচকাল। 'এইটুকুই?'

মাথা দোলাল টম। অনেক সময় নিয়ে ওকে পর্যবেক্ষণ করল র‍্যাঞ্চার, তারপর বলল, 'একটু আগে পিটির জ্ঞান ফিরেছে। ও বলেছে কিভাবে নিজের জীবন বাজি রেখে ওকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ তুমি।'

একে একে জড়ো হওয়া অন্যদেরকে ঘটনাটা নিজেই খুলে বলল বৃদ্ধ। বিব্রত হলো টম, মুখ নামিয়ে খাওয়ায় মন দিল। ব্যাপার বুঝে ওকে সামলে নিতে কিছুটা সময় দিয়ে আবার মুখ খুলল ডার্বি। চিন্তিত গলায় বলল, 'ডোয়েলের অ্যাকশন দেখে মনে হচ্ছে সে জানত বুড়ো কেইথকে সাহায্য করার কেউ থাকবে না আজ, তাই না? তোমার কি মনে হয়?'

'ডোয়েল হার্ট যা করেছে, জেনেশুনেই করেছে,' টম বলল।

'এর অর্থ একটাই হতে পারে, ম্যাহনির মীটিঙে হাজির ছিল এমন কেউ আমাদের সিদ্ধান্ত তাকে জানিয়েছিল। কি বলো?'

'হ্যাঁ।'

'কে হতে পারে!' খুব নিচু গলায় বলল সে, যাতে আর কেউ শুনতে না পায়। 'কাউকে সন্দেহ হয় তোমার? এদের মধ্যে কেউ?'

'না,' দ্রুত বলল ও।

'আমার কিন্তু হয়। এরা গরীব, বুঝলে? ডোয়েলের টাকা...'

'দয়া করে মুখ বন্ধ রাখো। ঘটনা সত্যি হলেও এখন কিছু বলতে যাওয়া ভুল হবে। এখন চালে সামান্য ভুল হলেই বিপদ। তুমি এক নেস্টারকে সন্দেহ করলে ওরা সবাই খেপে যাবে, দল থেকে বেরিয়ে যাবে। ডোয়েলকে তখন সামাল দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।'

মাথা দোলাল ডার্বি। চিন্তিত চেহারায় বলল, 'ঠিক বলেছ।'

ছয়

বেদখল হয়ে গেছে হ্যারি কেইথের শ্যাক। এখন ওটা ডোয়েল হার্টের হেডকোয়ার্টার্স। ইয়ার্ডের এখানে-সেখানে স্তূপ হয়ে আছে তার সেনাবাহিনীর রসদ-সম্ভার। কোরালে প্রচুর পনি ও সোরেল, মানুষ সারা দিন রাত আসছে-যাচ্ছে।

আজ নিয়ে তিনদিন হলো এখানে আছে ডোয়েল হার্ট, এরমধ্যে পনেরো হাজার ভেড়া টর্নেডো ব্রিজ পার করিয়ে নিয়ে এসেছে এপারে। বুড়ো নেস্টার ডেভিস ও ম্যাককয়ের জমির ওপর দিয়ে কেইথের রুক্ষ, প্রায় পানিশূন্য রেঞ্জে খেদিয়ে নিয়ে এসেছে।

দূর থেকে জায়গাটা দেখে বিতৃষ্ণায় নাক কোঁচকাল রোজমেরি হার্ট। চারদিকের বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে ভেড়ার গায়ের ও বিষ্ঠার দুর্গন্ধে। ফ্রন্ট ইয়ার্ডে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে পিছনে তাকাল মেয়েটা, ঠিক তার দশ গজ পিছনে লেপ্‌টে আছে কঠিন চেহারার এক পাঞ্চার, তার বডিগার্ড। মট বিডেল। চব্বিশের বেশি হবে না বয়স, হালকা-পাতলা গঠন। সতর্ক চাউনি, যেন প্রতিমুহূর্ত মনিবের মেয়ের ওপর প্রতিপক্ষের হামলার আশঙ্কায় আছে। সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর ছেলেটা, সুদর্শন। দীর্ঘদেহী। ওকে মন্দ লাগে না রোজির। আগে যে সব বডিগার্ডের পাহারায় থাকতে হয়েছে, তাদের কাউকে সহ্যই হত না ওর। কিন্তু এর বেলায় তেমন লাগছে না। বরং বেশ ভালই লাগছে।

গত ক'দিন ধরে ছায়ার মত লেপ্‌টে আছে সাথে। এক মুহূর্তের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দেয়নি ওকে। বলতে গেলে রোজির

অভিভাবক সে এখন। মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে শ্যাক ইঙ্গিত করল রোজি। 'দেখে এসো বাবা ব্যস্ত কিনা। আমি কথা বলব।'

একান্ত অনুগতের মত স্যাডল থেকে নেমে পড়ল মট বিডেল, ওর পাশ ঘেঁষে শ্যাকে গিয়ে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত অদৃশ্য থেকে দোরগোড়ায় উদয় হলো সে, মাথা দুলিয়ে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করল যুবতীকে। নাক কুঁচকে শ্যাকে ঢুকল রোজি, চারদিক তাকাল। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার ও একটা ল্যাম্প, এ ছাড়া কিছু নেই রুমে। মেয়ের সাথে চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল ডোয়েল।

'বোসো।'

বসল রোজি পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে। হ্যাট রাখল হাঁটুর ওপর। বাদামী রাইডিং হ্যাবিট ও ডিভাইডেড স্কার্টে চমৎকার লাগছে ওকে, কিন্তু মুখটা রাগে তেতে আছে। 'তুমি এই শুয়োরের খোঁয়াড়ে কেন, বাবা?'

'আমার ছেলেরা দখল করে নিয়েছে এটা,' ছুরি দিয়ে টেবিলে আঁচড় কাটতে লাগল সে। 'কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছি আমি, তুমি জানো না। এখানকার সবার ধারণা আমি ডেপুটিকে খুন করেছি। আমি...

'থাক্ ওসব। আমাকে কেন আসতে বলেছ?'

'তোমাকে আজই মরগান ট্যাঙ্ক ছাড়তে হবে নিরাপত্তার কারণে।'

গম্ভীর হলো রোজি। 'কোথায় যেতে হবে?'

'জায়গার নাম আপাতত বলছি না, তবে মন্দ নয় ওটা। খারাপ লাগবে না তোমার। পুরনো এক লগিং ক্যাম্প জায়গাটা, কিছু বাড়ি আছে, হোটেল আছে একটা। সেই হোটেলে থাকবে তুমি। ওটার মালিক আমার লোক। তার স্ত্রী হাফ-ব্রীড উতে। ওরা দেখাশুনা করবে তোমার, তাছাড়া মট তো রইলই।'

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকল রোজি। 'আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে ভাল লাগে তোমার?'

'মোটেই না! লাগে না বলেই তো তাড়াতাড়ি ঝামেলা শেষ করতে

চাইছি আমি। শেষ হলে এখানেই থেকে যাব আমরা,' হাসল ডোয়েল। 'তখন অক্স-বো হবে আমাদের নতুন ঠিকানা। জায়গাটা নিশ্চই ভাল লাগে তোমার?'

জবাব দিল না মেয়েটা।

'ভেবো না, যাও। মট ভাল ছেলে, বিশ্বস্ত। অন্য ধরনের।'

'তোমার সাথে যারা কাজ করে, তারা প্রত্যেকে একইরকম, বাবা,' তিক্ত গলায় বলল রোজি।

'বেশ তো, মটকে পছন্দ না হলে আর-কাউকে...'

'বলেছি তো ওরা সবাই একই চরিত্রের। নিজের ছায়া দেখে আঁতকে ওঠে, অন্ধকার ঘরে ঢুকতে ভয় পায়। বসার সময় দেয়ালে পিঠ দিয়ে দরজামুখো হয়ে বসে।'

মাথা নাড়ল ডোয়েল। 'আমি ভেড়ার ব্যবসা করি। তাই এ ধরনের মানুষই পুষতে হয় আমাকে। কি করব, বলো?'

কিছু বলার দরকার মনে করল না রোজি। ও জানে, যা-ই বলা হোক, সবকিছুর সপক্ষে একটা না একটা অজুহাত সে দেখাবেই। ওসব মজুত থাকে মানুষটার জিভের ডগায়। 'কখন যেতে হবে আমাকে?'

'এখনই। আমি চাই না এসব লড়াই-ফ্যাসাদের মধ্যে তুমি থাকো।'

'লড়াই! আমি তো জানতাম র‍্যাঞ্চাররা ওরকম কোন ঝামেলায় যেতে রাজি নয়।'

'আর আমি জানি ওরা লড়াই করতে প্রস্তুত হচ্ছে,' শুকনো গলায় বলল ডোয়েল হার্ট। 'তথ্যের জন্যে প্রচুর পয়সা দিই আমি। কাজেই তথ্য যা পাই, তাতে ভুল থাকে না।'

'টম হার্ডি?'

মেয়ের মুখে ও নাম শুনে বিস্মিত হলো লোকটা। 'হ্যাঁ। ও নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু তুমি জানলে কি করে?'

'ওর সাথে দেখা করেছি আমি জেলে গিয়ে।'

'কেন!' বিস্ময় আরও বাড়ল তার।

'তাকে জানাতে যে তুমি তার অ্যারেস্টের জন্যে দায়ী নও।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু এর কোন প্রয়োজন ছিল না। এবার তুমি এসো, রোজি। জরুরী কাজ আছে আমার।'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে উঠল যুবতী। 'আমি কোনদিন চাইনি তোমার কোন ক্ষতি হোক, আজও চাই না। কিন্তু আশা করছি এবার তোমার হুঁ হবে এদের মার খেয়ে। তুমি ইচ্ছে করলেই এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারো, বাবা। এখনও সময় আছে।'

কঠিন হাসি ফুটল ডোয়েলের মুখে। 'বাপকে কোন মেয়ে কখনও এমন অদ্ভুত উইশ করে জানতাম না।'

'আমি করি, কারণ আর সব মেয়ের বাপ তোমার মত নয়, বাবা। আমি করি এই জন্যে যে সব হারালে হয়তো তুমি অতীতের ডোয়েল হার্টে পরিণত হবে।' একটু থামল রোজি। 'তোমার তো প্রচুর টাকা, বাবা! আর কেন, কি হবে এত টাকা দিয়ে?'

'ও তুমি বুঝবে না। এখন যাও।'

হতাশ মনে বেরিয়ে এল রোজি। আগেরটা বদলে বড়, আরও দ্রুতগামী এক রোয়ানে ওর জন্যে স্যাডল চাপিয়ে অপেক্ষা করছিল মট বিডেল, দু'জনে আগে-পিছে রওনা হয়ে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়ের চলে যাওয়া দেখল ডোয়েল, কিছুক্ষণ পর আগ্রহ হারিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে গেল, তখনই চোখ পড়ল তার ভেড়ার ফোরম্যান, মুলারের ওপর। লোকটা জার্মান, ডোয়েলের কয়েক বছরের ছোট বয়সে। নিজের কাজে খুবই এক্সপার্ট।

কালো স্যুট পরে আছে সে, পায়ে শহুরেদের মত স্কাফড্ শূ। মাথায় ডার্বি হ্যাট। নিরীহগোছের মানুষ মুলার, মনিবের সৃষ্ট ঝুট্ ঝামেলায় কখনোই জড়ায় না। তার পুরোটা সময় কাটে ভেড়ার পিছনেই। ওদের স্বাস্থ্য, বাচ্চা প্রসব, ঘাস ও পানি, এই নিয়েই আছে সে। শোল্ডার হোলস্টারে গান একটা রাখে বটে, কিন্তু ওটা থেকে কখনও গুলি ছোঁড়া হয়েছে কিনা সন্দেহ। ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে ক্রুদের

কারও গাফেলতি দেখলে ওটা বের করে কেবল শাসায়, এই পর্যন্তই কাজ ওটার।

'কি হয়েছে, মুলার?' বলল ডোয়েল।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ফোরম্যান। 'উত্তরেও একই অবস্থা, চীফ,' মৃদু গলায় বলল। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাস্তবের মুখোমুখি হওয়া উচিত তোমার। পানি নেই এদিকে। যা আছে তাতে চাহিদার আটভাগের একভাগও পূরণ হবে না।'

'আশেপাশের ঝরনাগুলো খুঁড়ে...'

'সম্ভব নয়। তাতেও চাহিদা মিটবে না। রাতে শেষ পাল পৌঁছলে ভেড়ার সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এখানে বসে থাকলে সাতদিনের মধ্যে মরে সাফ হয়ে যাবে সব।'

'আর কোথাও থেকে পানি খাইয়ে আনা যায় না? কয়েক দফায়?'

শ্রাগ করল মুলার। 'হয়তো যায়। দৈনিক যদি পাঁচ হাজার ভেড়াকে পানি খাইয়ে আনা হয়, সবগুলোকে খাওয়াতে লাগবে চারদিন। কিন্তু তাতে কাজ হবে না।'

ধপধপে সাদা ভুরু কোঁচকাল ডোয়েল। 'এখান থেকে সরে পড়তে বলছ?'

'অবশ্যই! সময় থাকতে ফিরে চলো, বুদ্ধিমানের মত...'

'অসম্ভব! এক পা-ও পিছাতে রাজি নই আমি।'

'তাহলে আর কোথাও চলো!' মিনতির সুরে বলল লোকটা।

'সার্কেল ডি-তে কত লোক জড়ো হয়েছে বলতে পারো?'

'না। চীফ, তিনদিনের মধ্যে যদি আমরা এই জায়গা ছেড়ে সরে না যাই, তাহলে পরে চাইলেও আর পারব না। ভেড়ার হাঁটার শক্তি ফুরিয়ে যাবে ততদিনে। দূরপাল্লার পথ পাড়ি দেয়ার শক্তি থাকবে না একটারও।'

চিন্তিত চেহারায় ক্যানিয়নের দিকে তাকাল ডোয়েল হার্ট। 'ঝরনাগুলো খুঁড়ে পানি তোলার চেষ্টা করে দেখেছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মুলার। 'কাজ হয়নি।'

'ঠিক আছে, আরেকবার চেষ্টা করতে হবে। আমিও যাব আজ অবস্থা দেখতে। লোকজন নিয়ে রেডি হও এখুনি।'

একটুপর লোকজন ও যন্ত্রপাতি নিয়ে ফোরম্যানের সাথে বেরিয়ে পড়ল সে। প্রথম যে ঝরনা মুলার সংস্কার করেছিল, ভেড়ার পায়ের চাপে একদিনেই প্রায় বুজে গেছে সেটা। জায়গাটা সার্কেল ডি-র বেশ কাছে। নতুন করে ওটার ওপর একটানা সন্ধে পর্যন্ত কাজ করল লোকগুলো, যথেষ্ট চওড়া করা হলো গর্ত। কিন্তু যতটা আশা করা হয়েছিল, পানি তার দশ ভাগের এক ভাগও উঠল না। আর যা-ও বা উঠল, তাকে পানি না বলে কাদার সুপ বলাই ভাল।

অন্ধকার হয়ে আসতে কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দিল হতাশ ডোয়েল। রাতে হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই, কাছের এক অস্থায়ী ক্যাম্পে থাকবে ঠিক করেছে। এক হার্ডার ও তিন রাইডার থাকে ওটায়। ক্যাম্পে পৌঁছেই রাতের খাবার খেল সে, তারপর আগুনের কাছে পাইপ ধরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে মাথা ঘামাতে বসল।

প্রথমেই যে ভাবনা মাথায় এল, তা হলো, জায়গা নির্বাচনে ভুল করে ফেলেছে সে। এখানে থাকা যাবে না। কোথায় যাবে তাহলে? পিছনে, নদীর দিকে ফিরে যাওয়া যায়, কিন্তু সেটি তাকে দিয়ে হবে না। শুধু অহমের কারণে নয়, কাজটা এখন আসলেই সম্ভব নয় বলে। কেইথের এই হতচ্ছাড়া রেঞ্জ দখল করতে আসাই উচিত হয়নি তার। কিন্তু এখন তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।

এখন টিকে থাকার জন্যে কিছু করতে হবে। কাল দুপুরের মধ্যে যদি পানির ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়, তাহলে হয়তো···হয়তো সত্যি সত্যি এখানকার মায়া ছাড়তে হবে তাকে। ভাবতে ভাবতে সামনে তাকাল ডোয়েল, খানিকটা দূরেই সার্কেল ডি। প্রচুর মানুষ ওখানে, তাদের গলা শুনতে পাচ্ছে সে। যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই জোড়ায় জোড়ায় রাইডার।

কত গানম্যান আছে ওদের? ভাবল সে। ব্যাটাদের মনের বল কি রকম? তাকে কিভাবে ঠেকাবে ঠিক করেছে?

কিছু একটা করতে হবে, ভাবল সে। একটা মরিয়া পদক্ষেপ নিতে হবে, কিন্তু সেটা কি হবে, সে ব্যাপারে কোন ধারণা নেই। ক্যাম্পে এসে শুয়ে পড়ল ডোয়েল, ক্রুরা আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে কেবল একজন গার্ড ও একজন ক্রু। রাত বাড়ছে।

নিচের ছোট এক ভ্যালিতে আছে ভেড়ার পাল। একটু আগে পর্যন্ত বিচিত্র শব্দ করে পানি দাবি করছিল ওরা, এখন আর করছে না। হয়তো বুঝতে পেরেছে দিন হওয়ার আগে তা পূরণ হওয়ার নয়, তাই শান্ত হয়ে গেছে। ওদের পাহারাদার কুকুরটা আগুনের পাশে শুয়ে আছে চোখ বুজে। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ মুখ তুলল ওটা, আগুনের অন্য পাশে কিছু দেখতে পেয়ে গরগর আওয়াজ করতে লাগল।

'অ্যাই, চুপ!' ধমক লাগাল পাঞ্চার।

কিন্তু ওটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল তাকে, ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক শুরু করে দিল। একটা লাঠি নিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে ওটাকে দু'চার ঘা লাগাবে বলে, কিন্তু হলো না। আধো আলো আধো অন্ধকারে স্থির কাঠামোটা দেখে চমকে উঠল সে। আগুনের ওপাশ থেকে তার বুক বরাবর টু গান ধরে দাঁড়িয়ে আছে টম হার্ডি।

'থামাও ওটাকে!' চাপা ধমক লাগাল ও। 'উঠে দাঁড়াও।'

ধড়মড় করে উঠে পড়ল ক্রু, দু'হাত মাথার ওপর তুলে কষে এক লাথি মারল কুকুরটাকে। 'কেঁউ!' করে উঠে তার পায়ের নাগাল থেকে সরে গেল ওটা। কিন্তু গরগরানি বন্ধ হয়নি। ওদিকে শব্দে কাঁচা ঘুম ভেঙে গেল ডোয়েল হার্টের, বাইরে তাকিয়ে চমকে উঠল সে-ও। দেখল তিন ক্রু, তিন গার্ড এবং এক হার্ডার ও মুলার, সবাই মাথার ওপর হাত তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে খোলা জায়গায়। টম হার্ডির টু গান দেখছে সম্মোহিতের মত।

ডোয়েলকে উঠে বসতে দেখে তাকাল যুবক, গম্ভীর গলায় বলল, 'বসে থাকো। ওঠার চেষ্টা কোরো না।'

'কি চাও তুমি?' বলল সে।

'ডিনামাইট কি, জানো?'

অজান্তেই মাথা দোলাল সে। 'হ্যাঁ, কেন?'

'ওটার কাজ সম্পর্কেও জানা আছে নিশ্চই?' বলল টেক্সান।

'সে খবরে তোমার কাজ কি?'

'আমার কাজের খবর বাদ দাও। বরং নিজের লোকসানের কথা ভাবো, ডোয়েল। আজ সারাদিন ধরে যে ঝরনা তোমরা খুঁড়েছ পানির আশায়, সেটা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে এসেছি আমি। এখনই বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পাবে।'

খবরটা শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেও চেহারায় কোন অভিব্যক্তি ফুটল না লোকটার।

'অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তত পঞ্চাশ টন পাথরের তলায় চাপা পড়ে যাবে তোমার সাধের ঝরনা,' আবার বলল ও। প্রায় একই মুহূর্তে দূরে মেঘ ডাকার মত গুম গুম শব্দে কেঁপে উঠল মাটি।

বিষয়টা হজম করতে একটু সময় লাগল ডোয়েল হার্টের। তাই মুখ খুলতেও কিছু দেরি হলো। বলল, 'আরও আছে, সবগুলো ধ্বংস করতে পারবে না তোমরা।'

'সব দরকার নেই, তিন-চারটা দফারফা করা গেলেই যথেষ্ট হবে। কি বলো?'

হঠাৎ হেসে উঠল লোকটা। 'যথেষ্টর চেয়ে বেশি হবে। তবে এসব করতে যাওয়ার আগে আমার সাথে কথা বলে নিলে তোমাদের কষ্ট কমিয়ে দিতে পারতাম।'

'কিভাবে?'

'আসলে ওগুলো সব বেকার। পানি তেমন নেই, সব খুঁড়লেও আমার কাজে আসবে না।'

'তার মানে তোমাকে এখান থেকে সরে যেতেই হচ্ছে?' ভেতরে ভেতরে স্বস্তি বোধ করল টম।

'হ্যাঁ।'

'কোনদিকে যাবে?'

'ভাবছি ডার্বির র‍্যাঞ্চের দিকে,' স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল

ডোয়েল । 'ওর ক্রীকটা আমার খুব পছন্দ।'

লোকটার স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল টেক্সান, রেগে উঠল। অনেক কষ্টে গলা সংযত রেখে বলল, 'তোমার সাথে ভাল জমবে আমার, বুঝতে পারছি। ভাবছি, এই অঞ্চল ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পালাবার সময় তোমার এই আত্মবিশ্বাস কোথায় থাকবে।'

'এ ধরনের বড়াই জীবনে অনেক শুনেছি আমি,' দ্রুত বলল লোকটা। 'সে যাক্। এই পরিস্থিতিতে তোমার জায়গায় আমি হলে কি করতাম জানো?'

'গুলি করতে আমাকে।'

'একদম ঠিক বলেছ। কারণ আমি জানি তুমিই র‍্যাঞ্চারদের নেতৃত্ব দিচ্ছ। তোমাকে একটা উপদেশ দিই, টম হার্ডি। লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আরও আত্মবিশ্বাসী, আরও সাহসী হতে হবে তোমাকে। তাহলেই সফল হবে তুমি।'

'কিসের দুর্গন্ধ বেশি,' শান্ত গলায় বলল টম, 'তোমার গায়ের না ভেড়ার, এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না। আজ চলি, আবার দেখা হবে।' কয়েক পা পিছিয়ে অন্ধকারে মিশে গেল যুবক। গানম্যানদের একজন ওর পিছু নিতে যাচ্ছে দেখে নিষেধ করল ডোয়েল। 'যেতে দাও। ওর সঙ্গে সুবিধে করে উঠতে পারবে না।'

বুট পরে বিছানা ছাড়ল সে। 'মুলার, রাতের মধ্যে কতদূর সরিয়ে নেয়া সম্ভব ভেড়াগুলোকে?'

'খুব বেশি হলে ছয় ঘণ্টা চলতে পারবে ওরা,' জবাব দিল সে।

'এখুনি কেবিন থেকে ডেকে নিয়ে এসো কয়েকজনকে, ভেড়া নিয়ে ম্যাহনির রেঞ্জের পাশের ব্যাডল্যান্ডে চলে যাও। ওখানে অন্তত পাঁচটা ট্রেইল খুঁজে বের করবে যেগুলো দিয়ে রোয়ান ক্রীকে পৌঁছানো যায়।'

'ব্যাডল্যান্ডে!' বিস্মিত হলো জার্মান। 'কিন্তু ওখানে তো এক ফোঁটা পানিও নেই!'

'আমি জানি না ভেবেছ? জানি। ওখানেই থামছি না আমি, আরও এগিয়ে যাব। অন্তত একটানা আঠারো ঘণ্টা। সম্ভব হবে তো?'

'হয়তো,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সে। 'যদি পথের শেষে পানি পাওয়া যায়। নয়তো চলার ক্লান্তি আর...'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে পানি!' দৃঢ় আস্থার সাথে বলল ডোয়েল। 'আমি বুঝতে পারছি টম হার্ডি কি করতে যাচ্ছে। আমাকে ঠেকাতে দলবল নিয়ে ওয়াগন টাঙ পাহারা দেবে ও কাল, আশা করবে পানির জন্যে ওদিকেই যাব আমরা। কিন্তু ওদিকে যাব না আমরা। সোজা ম্যাহনির র‍্যাঞ্চে গিয়ে উঠব।'

'ওরা বাধা দেবে না?'

'সমর্থ কেউ থাকলে তো দেবে!' জরুরী কণ্ঠে বলল সে। 'কেউ থাকবে না, আমি জানি। সবাই তখন টম হার্ডির সাথে অনেক দূরে থাকবে। এদিকে ওরা যাতে নজর দিতে না পারে, সে জন্যে দশজন গানম্যান পাঠিয়ে সব ব্যাটাকে ওখানেই সারাদিন বসিয়ে রাখার ব্যবস্থা করব আমি। যাও, জলদি করো সবাই।'

সাত

অন্ধকারে নিঃশব্দ পায়ে ঘোড়ার কাছে এসে দাঁড়াল টম হার্ডি, কান পেতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল কেউ পিছু নিয়েছে কি না বোঝার জন্যে। না, নেয়নি। কেউ অনুসরণ করছে না।

স্যাডলে উঠে বসল ও, মনে মনে হাসছে। ওভার অ্যাকটিং করে ফেলেছে ডোয়েল হার্ট, ডার্বির র‍্যাঞ্চ হয়ে ওয়াগন টাঙ ক্রীকের দিকে যাবে বলে চালবাজি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। ওদিকে যে সে যাচ্ছে না, তা নিশ্চিত জানে টম। এ-ও জানে লোকটা এবার নিঃসন্দেহ

ম্যাহনির ব্যাডল্যান্ডে চড়াও হতে যাচ্ছে। এ ছাড়া উপায় নেই তার। ওদিকেই যেতে হবে ব্যাটাকে। র‍্যাঞ্চারদের সহযোগিতায় কেইথের র‍্যাঞ্চে ঝরনা খুঁড়ে তার পানি জোগাড়ের পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে টম, কাজেই এখন তার ওদিকে যাওয়া ছাড়া পথ নেই।

ব্যাপারটা আগেই অনুমান করেছিল ও, তাই কথার ছলে বাজিয়ে দেখতে এসেছিল লোকটাকে। এখন ও প্রায় নিশ্চিত, ম্যাহনির ব্যাডল্যান্ডেই যাবে সে। কোন ভুল নেই।

ডার্বির ফোরম্যান জো ম্যানশিপ ও স্কট ফ্লেচার ওর অপেক্ষায় ছিল। এ সময় ফ্লেচারের এই উপস্থিতি, এটাও র‍্যাঞ্চারদের এক কৌশলের ফলে সম্ভব হয়েছে। কয়েক ঘণ্টা আগে তাদের সর্বশেষ বৈঠকে ঠিক হয়েছে, এখন থেকে দু'জন নয়, একেক দলে তিনজন করে থাকবে তারা, তাদের কর্মচারীরাও। টহলসহ সব কাজ তিনজনে মিলে করবে।

যাতে সবাই সবার ওপর নজর রাখতে পারে সে জন্যে এই ব্যবস্থা। আসল কথা, ডোয়েল হার্টকে র‍্যাঞ্চারদের গোপন সিদ্ধান্তের কথা আর যাতে কেউ জানাতে না পারে, সে জন্যে টম হার্ডির পরামর্শেই এটা করা হয়েছে। অবশ্য দলে যোগ দেয়ার ইচ্ছে ফ্লেচারের ছিল না, কিন্তু যখন বলা হলো তা না হলে র‍্যাঞ্চারদের কোন সিদ্ধান্ত তাকে জানানো হবে না, তখন রাজি না হয়ে উপায় ছিল না তার। হাজার হোক, সে-ও তো র‍্যাঞ্চার। এবং ডোয়েল হার্টের বিপক্ষে।

'কোন সমস্যা?' ম্যানশিপ প্রশ্ন করল।

'না,' বলল টম হার্ডি। একটু বিরতি দিয়ে তার ও ডোয়েলের আলোচনার সারাংশ জানাল দু'জনকে।

ওর বলা শেষ হতে মাথা দোলাতে লাগল ফ্লেচার। 'ও ব্যাটা ঠিক তাই করবে।'

'কি করে নিশ্চিত হলে?' ম্যানশিপ ঘুরে তাকাল লোকটার দিকে।

'কি করে আবার, কমন সেন্স খাটিয়ে,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল ফ্লেচার। 'এ পর্যন্ত যা যা বলেছে, তার সবই তো করে ছেড়েছে ডোয়েল,' টমের দিকে তাকাল। 'এতদিনে বোঝা গেল লোকটা একরোখা হলেও

আসলে বোকা। নইলে শত্রুপক্ষের একজনের কাছে এভাবে নিজের প্ল্যান কেউ ফাঁস করে?'

টম কেবল মাথা দোলাল, তাতে 'হ্যাঁ' বোঝাল কি 'না', নিশ্চিত হওয়া গেল না। এক ঘণ্টা পর সার্কেল ডি-র সীমানার কাছে পৌঁছল ওরা। একদল রাইডারকে পেয়ে ডোয়েলের সাথে নিজের সাক্ষাতের কথা তাদের জানাল টম, খবরটা ডার্বিকে জানাতে বলে তাদেরকে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিতেও নির্দেশ দিল।

রাতের মধ্যে তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ব্যাডল্যান্ডে অবস্থান নিতে বলল ও। যাদের ডোয়েলের খোঁড়া বাকি ঝরনাগুলোর ব্যবস্থা করতেও রেখে এসেছে, তাদের ফিরতে সকাল হয়ে যাবে। তাদেরকে কি করতে হবে, তাও জানিয়ে দিল।

ওয়াগন টাঙ ক্রীকের বাঁকে ছোট ছোট দলে অবস্থান নেবে তারা। বলা যায় না, যদি যা বলেছে তাই করে বসে ডোয়েল, ওরা তখন ঠেকাবে।

'এদের এত কিছু বলার কি দরকার?' টম থামতে স্কট ফ্লেচার বলল। 'আমরাই তো যাচ্ছি ওখানে।'

'না। অক্স-বো যাচ্ছি আমরা,' টম বলল।

'অক্স-বো! ওখানে কি?'

'অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে।'

'আমি ওখানে যাচ্ছি না,' বেঁকে বসল লোকটা। 'কাজেই গুডনাইট, জেন্টলমেন।'

নরম গলায় টম বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

'সার্কেল ডি-তে। ঘুমাতে।'

'না, তুমি যাচ্ছ না,' একই গলায় বলল টেক্সান। 'এই পরিস্থিতিতে কারও একা চলাফেরার অনুমতি নেই, তুমি তা জানো, স্কট।'

তখনই কিছু বলল না লোকটা। ঘোড়া নিয়ে যুবকের পাশে এসে দাঁড়াল, অন্ধকারে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। 'মনে হচ্ছে আমাকে তুমি সন্দেহ করতে শুরু করেছ! আমাকে ডোয়েলের

সাহায্যকারী ভাবতে শুরু করে দিয়েছে!'

'আমি তেমন কিছু বলেছি?'

'আচরণে তাই তো বোঝাচ্ছ।'

'কেউ ভুল বুঝলে আমি কি করতে পারি? আর সবার বেলায় যে নিয়ম, তোমার বেলায়ও তাই। অতএব...'

'এখানেই ভুল হচ্ছে তোমার,' বাধা দিল ফ্লেচার। 'অন্যের নিয়মে নয়, আমি চলি নিজের নিয়মে। চললাম।'

চামড়ার সাথে ধাতব কিছু ঘষা খাওয়ার মৃদু শব্দ উঠল, চাঁদের ভোঁতা আলোয় টমের হাতে চক্ চক্ করে উঠল গান। 'ফ্লেচার,' আরও নরম গলায় ডাকল ও। 'প্রথম থেকেই তোমাকে আমার পছন্দ হয়নি, এখনও হয় না। এমন কিছু কোরো না যাতে আমাকে কঠোর হতে হয়। যেখানে আছ সেখানেই থাকো, নইলে তোমার পরিণতির জন্যে আমি দায়ী হব না।'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড ওর দিকে অনড় তাকিয়ে থাকল লোকটা, কথাগুলোর মধ্যে হুমকি কতখানি, তার ওজন কত ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করল। তারপর শ্রাগ করে বলল, 'বুকের দিকে একটা গান ধরা থাকলে কি আর করার থাকে?'

'একটা নয়,' দ্রুত, দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল ম্যানশিপ, 'দুটো, ফ্লেচার। আমারটাও কথা বলবে ওরটার সাথে, যদি প্রয়োজন হয়। আমাদের শর্তে রাজি হয়েই দলে এসেছিলে তুমি, বাধ্য হয়ে নয়। এখন আর ফেরার সুযোগ নেই।'

এবার শুধুই শ্রাগ করল লোকটা। কিছু বলল না।

তিন ঘণ্টা পর অক্স-বো পৌঁছল ওরা, তার একটু আগে ব্যাডল্যান্ডের দিকে রওনা হয়ে গেছে জন দুরানের ক্রুরা। সকাল হতে বেশি দেরি নেই। চার্লি নাস্তা পরিবেশন করতে খেয়ে নিল সবাই, ওর মধ্যেই ডোয়েলের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার ও জিনিকে বলল টম হার্ডি। স্কট ফ্লেচার মুখ গোমড়া করে বসে থাকল, কোন কথা বলছে না।

কফির কাপ হাতে নিয়ে উঠে পড়ল টম, ওর ইঙ্গিতে র‍্যাঞ্চারও উঠল। বাইরে এসে কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করল দুজনে, তারপর একটা আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পনেরো মিনিট পর পুরানো ভেজিটেবল সেলারে পৌঁছল দু'জনে। দুই গানম্যান ওটার পাহারায় ছিল, তাদের উদ্দেশে প্রশ্ন করল বৃদ্ধ, 'নিক ঘুমাচ্ছে?'

ভেতর থেকে সে নিজেই উত্তরটা দিল, 'আমি জেগে আছি। কি চাও তুমি?'

'কিছু চাইতে আসিনি, দিতে এসেছি,' ভেতরে ঢুকে বলল বৃদ্ধ।

'কি?' খড়ের বিছানায় উঠে বসল নিক আলভেরেয।

'শেষ একটা সুযোগ,' ভারিক্কি চালে বলল জন দুরান। 'শোনো, আমাদের ছেলেরা ডোয়েলের পানি সংগ্রহের উৎস ঝরনাগুলো ধসিয়ে দিয়েছে। এ মুহূর্তে ব্যাডল্যান্ডে তাকে ঠেকাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে রাজি আছ?'

একবার তাকে, একবার টমকে দেখতে লাগল ডেপুটি। 'যদি না করি, কি করবে তুমি?'

'যতদিন ডোয়েলকে সাইজ করতে না পারছি, ততদিন যেভাবে আছ সেভাবেই রাখার ব্যবস্থা করব। কাজ সেরে টম হার্ডি চলে না যাওয়া পর্যন্ত আটকে রাখব।'

খানিক ভেবে মনস্থির করল ডেপুটি। 'ঠিক আছে, তোমাদের সাহায্য করতে রাজি আছি আমি। কিন্তু তা শুধু প্রতিপক্ষ ডোয়েল বলে। ওকে জেলে ভরার একটা সুযোগ চাই আমি।'

'টমকে অ্যারেস্ট করবে না কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।'

'গুড, ওঠো। তৈরি হয়ে নাও।'

পরে যখন ডেপুটিকে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছল তারা, ম্যানশিপ এমনভাবে নিককে দেখতে লাগল যেন ভূত দেখছে। ফ্লেচার অবিশ্বাস্যরকম শান্ত ভাবে নিল ব্যাপারটা, জন ও টমের দিকে তাকাতে লাগল ব্যাখ্যার আশায়। বৃদ্ধ আসল ঘটনা ব্যাখ্যা করতে ম্যানশিপকে

বেশ সন্তুষ্ট দেখাল। টমের প্রতি শ্রদ্ধা কয়েক ডিগ্রী বেড়ে গেল তার।

'চমৎকার আইডিয়া বের করেছিলে,' বলল সে। 'প্রয়োজনের সময় তোমার মাথা দারুণ কাজ করে দেখছি!'

নীরবে শ্রাগ করল টম, কিছু বলার দরকার মনে করল না। অন্যরাও নীরব। কেউ মন্তব্যটা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

স্কট ফ্লেচার ঠাণ্ডা চোখে দেখল টম হার্ডিকে। 'তোমার তুলনায় বহুগুণ দারুণ মাথাওয়ালা দেখেছি আমি,' বলল একই রকম গলায়। 'তাদের অনেকে বেশি বুদ্ধি খাটাতে গিয়ে না বুঝে নিজের গলাতেই ছুরি চালিয়ে বসেছে।'

ডেপুটির নাশতা খাওয়া শেষ হতে বেরিয়ে পড়ল সবাই ব্যাডল্যান্ডের উদ্দেশে। পৌঁছতে পৌঁছতে আলো হয়ে উঠল চারদিক। জায়গাটা ম্যাহনির রেঞ্জের দক্ষিণ সীমানা ঘেঁষে, সার্কেল ডি-র পশ্চিম প্রান্তে। সাত মাইল প্রশস্ত, ভীষণরকম রুক্ষ, উঁচুনিচু পাথুরে মাটি, তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ক্যানিয়ন।

দূর থেকে তিনটা ক্যাটল ট্রেইল দেখা যায় ওখানে, কাউবয়রা গরুকে পানি খাওয়াতে ব্যবহার করে ওগুলো। টম দুই ক্রুসহ মাঝের ট্রেইল ধরে পুবদিকে এগোল, র‍্যাঞ্চারদের আরেকটা দল এতক্ষণে ওটার পশ্চিম মাথায় অবস্থান নিয়ে ডোয়েলের অপেক্ষায় আছে।

দলের অন্যরা জন দুরানের নেতৃত্বে মূল টেইল ছেড়ে সাইড ক্যানিয়ন ধরে এগোল। অসংখ্য ক্যানিয়নের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে, কঠিন চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ধীরগতিতে এগোল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অবশেষে দুপুরের দিকে থামল বৃদ্ধ, হাত তুলে দক্ষিণে নিচু, সমতল একটা ঢিবিমত দেখাল। 'ওখানে বসব আমরা। ঘোড়া রেখে হেঁটে যেতে হবে।'

এক ঘণ্টা লাগল তাদের ঢিবিতে পৌঁছতে। মাথার ওপর গনগনে আগুন ঢালছে সূর্য, অথচ আড়াল নেয়ার মত ছায়া তেমন একটা নেই। সামনে তাকিয়ে টম হার্ডির দলটাকে দেখতে পেল বৃদ্ধ, ক্যানিয়নের ওপাশে, তাদের চেয়ে কিছুটা উঁচুতে আছে ওরা।

একটা বোল্ডারের আড়ালে বসল টম, ফ্লেচার আরেকটার আড়ালে। সারাদিনে একটা কথাও বলেনি সে, গম্ভীর। মনে হয় কি যেন ভাবছে। সময় যত গড়াচ্ছে, টমের অস্থিরতাও তত বাড়ছে। এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা ডোয়েলের, কিন্তু দেখা নেই তার। ব্যাপারটা চিন্তায় ফেলে দিল ওকে। ব্যাটা আসবে তো? নাকি ভুল হয়ে গেছে ওর হিসেবে? সোজা ওয়াগন টাঙ ক্রীকের দিকেই যায়নি তো সে?

গিয়ে থাকলে বিপদ, কারণ ওদিকটা পাহারা দেয়ার জন্যে অল্প কয়েকজন ক্যাটলম্যান রেখে এসেছে ও, তাদের হটিয়ে দিতে বেশি সময় লাগবে না ডোয়েল হার্টের। ফ্লেচারকে দেখে মনে হলো ওর ভেতরের অস্থিরতা টের পাচ্ছে সে, মনে মনে হাসছে।

সূর্য বেশ খানিকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে, বুদ্ধির খেলায় ডোয়েলের কাছে হার হয়েছে ধরে নিয়ে কি করবে ভাবছিল টম, হঠাৎ জোর এক ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে বসল। কিসের শব্দ? কান খাড়া করল। কোন সন্দেহ নেই ভেড়ার পালের সৃষ্ট ওটা। কয়েক হাজার ভেড়া, ব্যস্ত পায়ে এদিকেই আসছে—ভীষণ ব্যস্ত। নিশ্চয় তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে ওদের অসহ্য গরমে। এখনও দেখা যাচ্ছে না, তবে যে কোন মুহূর্তে বাঁক ঘুরে এদিকে এসে পড়বে।

পনেরো মিনিট পর প্রথম জীবন্ত প্রাণী দেখা গেল ক্যানিয়নের বুকে। বড়সড় একটা খরগোশ, বিপদ আসছে দেখে পালাচ্ছে। ওটার একটু পরই বাঁক ঘুরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল দুই রাইডার, সাইট দিয়ে নিশানা ঠিক করেই ট্রিগার টেনে দিল টম হার্ডি। হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা ঘোড়া, রাইডার আছড়ে পড়ল। পরমুহূর্তে ক্যানিয়নের ওপাশ থেকে ছোঁড়া আরেক গুলিতে নিজের মাউন্ট হারাল দ্বিতীয় রাইডার।

কিন্তু এত সহজে দমার পাত্র নয় ওরা, যে যার স্যাডল বুট থেকে থাবা মেরে কারবাইন তুলে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিল, পশ্চিম দেয়াল থেকে র‍্যাঞ্চারদের ছোঁড়া প্রতিটা গুলির জবাব

দিতে লাগল। একটু পর তাদের একজন হঠাৎ বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে, তীরবেগে দৌড়ে বাঁকের ওপাশে চলে গেল। মূল বাহিনীর সঙ্গে সমর কৌশল নিয়ে আলোচনা করতে গেছে নিশ্চয়। ওদিকে অস্থির ভেড়ার পাল ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

প্রায় পনেরো মিনিট পর নিচের ক্যানিয়নে পাঁচ গ্যানম্যানকে দেখা গেল। লাফিয়ে লাফিয়ে এক পাথরের আড়াল থেকে আরেক পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে আসছে। ওদের লক্ষ্য পশ্চিম দিকের ঢিবিটা, ভাব দেখে মনে হয় টম হার্ডির দলের অবস্থান সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা নেই।

সময়ের অপেক্ষায় থাকল ও। উঠে আসছে দলটা, অনেক কাছে এসে পড়েছে, এমন সময় আড়াল থেকে প্রথম অশ্বারোহী চেঁচিয়ে সতর্ক করল সঙ্গীদের, 'পিছিয়ে যাও! সামনে দুটো দলে আছে ওরা!'

চমকে উঠে টমের অবস্থানের দিকে তাকাল এক গানম্যান, তারপর একে একে অন্যরাও। যেই বুঝল শত্রুর বন্দুকের একদম সহজ টার্গেট হয়ে আছে, অমনি সাহস হারিয়ে পিছনের বাঁকের দিকে ছুটল তারা। কিন্তু টম ও জন কোন সুযোগ দিল না, দু'দিক থেকে গর্জে উঠল অনেকগুলো রাইফেল, দেখতে দেখতে চার গানম্যান মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল উত্তপ্ত ক্যানিয়ন ফ্লোরে। একজন পালাল কোনমতে।

ওদিকে ক্রমে এগিয়ে আসতে থাকা ভেড়ার পালের আওয়াজে মুহূর্তের জন্যেও ছেদ পড়েনি, মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। অনেক কাছে এসে পড়েছে এখন। বাঁক ঘুরতে আর বেশি দেরি নেই। ভাবতে না ভাবতেই ওদের প্রথম পাল দেখা দিল–প্রায় এক ডজন ভেড়া। খুব হিসেবী পা ফেলে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে।

কিন্তু তখনই গুলি করল না টম, ওর সঙ্কেত না পেয়ে অন্য দলও চুপ করে থাকল। কৌতূহলী চোখে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে টম, অবস্থা বোঝার চেষ্টা করছে। পিছন থেকে সঙ্গীদের চাপ ক্রমে বাড়ছে, তবু সামনের ভেড়াগুলো আগের মতই ধীর পায়ে এগোচ্ছে–সতর্ক। মৃত রাইডারদের রক্তের গন্ধ নাকে যাওয়ামাত্র আতঙ্কে দুর্বোধ্য গোঙানি

ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ওগুলো, ঘুরে পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে গুঁতোগুঁতি শুরু করে দিল।

তখনই গুলি ছোঁড়ার নির্দেশ দিল টম। বিরতিহীন গুলির প্রচণ্ড শব্দ দু'দিকে রক রিমে বাড়ি খেয়ে ভয়াবহ প্রতিধ্বনি তুলল, গুলিবিদ্ধ নিরীহ পশুগুলোর মরণ চিৎকারে ভারী হয়ে উঠল ব্যাডল্যান্ডের তপ্ত বাতাস। দুঃখে আর অসহ্য রাগে টমের অনুভূতি তালগোল পাকিয়ে গেল। তৃষ্ণার্ত, নির্বোধ পশুগুলোকে নিরুপায় হয়ে মারতে হচ্ছে বলে দুঃখ হচ্ছে ওর, রাগ লাগছে নিষ্ঠুরের মত ওগুলোকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে বলে।

হতভম্ব, সন্ত্রস্ত ভেড়ার দল অন্ধ, দিশেহারার মত দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সামনের দিকে এগোচ্ছে কিছু। অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না এ অবস্থা, রক্তের গন্ধ ও মৃত সঙ্গীদের স্তূপ দেখে একটু পর বাঁচার তাগিদ জেগে উঠল অন্যগুলোর মধ্যে। ফেলে আসা পথ ধরে ঝড়ের গতিতে দলে দলে ছুটল ওরা। দেখতে দেখতে বাঁকের ওপাশে চলে গেল।

কিছুক্ষণ শূন্যে গুলি ছুঁড়ে পালের গতি ঘোরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল ডোয়েলের হার্ডাররা, কোন কাজ হলো না। গোঁয়ারের মত ছুটে পালাল পশুগুলো।এখন আর কোন পক্ষেরই নির্দেশ মানতে রাজি নয় ওরা, সে পরিস্থিতিই নেই।

এক সময় শান্ত হয়ে এল সব। ক্যানিয়নের মেঝেতে ঢিবি মেরে আছে মৃত, প্রায় মৃত শত শত ভেড়া। পরেরগুলোর যন্ত্রণা ঘোচাতে আরও প্রচুর গুলি খরচ করতে হলো ওদেরকে।

'কেন এমন কাজ করল ডোয়েল?' আপনমনে বলে উঠল ডেপুটি। 'কেন জেনেশুনে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল পশুগুলোকে? সব না মরা পর্যন্ত শান্তি হবে না নাকি লোকটার?'

কেউ কথা বলল না, লাশের স্তূপের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকল। পড়ন্ত রোদের আলোয় অদ্ভুতরকম করুণ লাগছে দৃশ্যটা।

'ওরা আবার আসবে,' মন্তব্য করল টম হার্ডি। 'রাতে অবশ্যই

আবার আসবে ডোয়েল।'

ওর কথাই সত্যি হলো। বিকেল থেকেই হাজার হাজার তৃষ্ণার্ত, ক্ষিপ্ত ভেড়ার এগিয়ে আসার শব্দ কানে আসছিল, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে বাড়তে তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা হলো। টমের সন্দেহ হলো, এবার গানম্যানদের নিয়ে ডোয়েল থাকবে পালের আগে, কারণ আগে এসে মরা ভেড়ার লাশের স্তূপ সরাতে হবে তাকে। নইলে জীবিতগুলোর পক্ষে বাঁক ঘুরে এক পা-ও এগোনো সম্ভব হবে না।

অর্থাৎ এবার আগে ভেড়া নয়, ডোয়েলের গানম্যানদের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে। জন দুরানকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়ার কথা ভাবছিল টম, তখনই হলো গুলি। ওর মাথার কাছের পাথর থেকে চল্‌টা তুলে নিয়ে গেল বুলেটটা। সামলে নিয়ে মাথা তুলল টম, রাইফেলম্যানকে খুঁজে বের করতে সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিক তাকাতে লাগল।

অবশেষে জন দুরান নিজের অবস্থান থেকে খুঁজে বের করল তাকে। পুবের এক রিজে রয়েছে ব্যাটা, তাদের অনেক নিচে অবশ্য। শেষ পর্যন্ত পাল্টা গুলি না করার সিদ্ধান্ত নিল বৃদ্ধ। রকের রিম থেকে সামান্য ভেতরে সরে থাকলেই হলো, সারাদিন চেষ্টা করেও তাদের কারও গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারবে না লোকটা, কাজেই অনর্থক গুলি খরচ করে লাভ কি?

সন্ধে হলো, রাত বাড়তে লাগল, কিন্তু আক্রমণের কোন লক্ষণ নেই। অবশ্য ভেড়ার পালের বিচিত্র কোলাহলের বিরতি নেই। এক সময় টমের সন্দেহ হলো নিচের ক্যানিয়নে কারা যেন ঘুরঘুর করছে, কিন্তু অন্ধকার এত গাঢ় যে নিশ্চিত হতে পারল না। অস্বস্তি লেগে উঠল ওর–ব্যাটারা ডিনামাইট সেট করছে না তো? ভয়ে ঘাড়ের খাট খাট চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল।

নিজের অবস্থান থেকে নেমে এল টম, বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চারকে জানাল কি করতে যাচ্ছে সে। কাজটা বিপজ্জনক হলেও আপত্তি করল না জন

দুরান। এ ছাড়া করার নেইও কিছু।

'তোমার সিক্সগান দুটোও দাও,' বলল টম।

বিনা বাক্যব্যয়ে দিয়ে দিল বৃদ্ধ। নিজেরটার সাথে ও দুটোও ওয়েস্টব্যান্ডে গুঁজে ক্যানিয়নের দেয়াল বেয়ে নামতে শুরু করল টম হার্ডি। একটু অসতর্ক হলে সমূহ বিপদ, কাজেই বুঝেসুঝে পা ফেলতে লাগল। মাঝেমধ্যে থেমে দাঁড়িয়ে কান পাতছে। এক সময় ওদের দেখতে পেল সে।

বেশ কয়েকজন হর্সম্যান মৃত ভেড়া সরিয়ে পথ পরিষ্কার করছে। কিছুক্ষণ দেরি করে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে নিল ও, তারপর দ্রুত দেয়াল বেয়ে উঠতে শুরু করল। ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু দশ ফুট উঠতে না উঠতে বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল—ওপরে ধরার মত কিছু নেই। ফাঁকা। পথ হারিয়ে ফেলেছে। ব্যাপার বুঝতে পেরে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল টম।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? যত সময় গড়াবে, ততই নিজেদের কাজ গুছিয়ে আনবে নিচের লোকগুলো। চেঁচিয়ে জনকে সতর্ক করবে, সে উপায়ও নেই। বেশি দূরে নয় ওরা, গলা শুনলে ঠিকই বুঝে ফেলবে টম কোথায় আছে। তারপর এগিয়ে এসে ওকে খতম করে দেয়া মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।

কি করবে ভাবছে, এই সময় খেয়াল করল এক এক করে চলে যাচ্ছে রাইডাররা। কাজ শেষ ওদের! এখনই ছুটে আসবে পালে পালে ভেড়া। আর সময় নষ্ট করল না টম, ওপরদিকে মুখ করে চেঁচিয়ে বলল, 'জন, সাবধান। ওরা আসছে!'

বলেই ঝপ্ করে বসে পড়ল, প্রায় চারপেয়ে জন্তুর মত হাঁচড়েপাঁচড়ে নামতে শুরু করে দিল। ক্যানিয়নের মঝেতে ঠিকমত দাঁড়াবার সুযোগ পায়নি ও, তার আগেই ভেড়ার বিচিত্র কোলাহলের শব্দ আচমকা বেড়ে গেল, এগিয়ে আসতে শুরু করল।

পিছন থেকে নিজ দলের গুলির ভয় উপেক্ষা করে একছুটে খোলা জায়গায় এসে পড়ল টম হার্ডি, আন্দাজে গুলি করে চলল বাঁক লক্ষ্য

করে। ভেড়ার প্রথম পালের ওপর একটা গানের গুলি শেষ করে আরেকটা তুলল ও, তখনই অন্য পক্ষের কারও তরফ থেকে জবাব এল। কানের খুব কাছ দিয়ে বোঁ-ও-ও'!' শব্দ তুলে ছুটে গেল একটা গুলি। ওটার হলদেটে ফ্ল্যাশ সই করে পাল্টা গুলি চালাল টম, ভেড়ার পালের কানে তালা লাগানো আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল একটা চিকন কণ্ঠ।

এবার দু'হাতে দুই গান নিয়ে সামনে ছুটল টম, একটা বোল্ডারের আড়ালে বসে দুটো দিয়েই সমানে গুলি ছুঁড়তে লাগল। ক্লিফে অপেক্ষমাণ ওর সঙ্গীরাও তাল মেলাল এবার, টমের গান ফ্ল্যাশ দেখে সতর্কতার সাথে ওর সামনে গুলি করছে তারা। দেখতে দেখতে আবার মৃত ভেড়ার পাহাড় জমে উঠল বাঁকের কাছে। এক সময় ভেড়ার অগ্রসরমান স্রোত থমকে দাঁড়াল, সামনে নিশ্চিত মৃত্যু বুঝতে পেরে ঘুরল অবোধ পশুর দল, তারপর ছুটতে আরম্ভ করল উল্টোদিকে।

কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকল টম, একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে ওদের পায়ের আওয়াজ। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনে মাথা নাড়ল যুবক, ডোয়েল হার্ট শেষ পর্যন্ত হার মানল ঠিকই, কিন্তু অনেক দেরি করে। পানির খোঁজ পেতে এখন অনেক পিছনে ফিরে যেতে হবে তাকে, ত্রিশ মাইল পথ। ততক্ষণে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত ভেড়াগুলোর কয়টা বাঁচবে কে জানে!

সকালে দূর থেকে হৃদয়বিদারক দৃশ্যটা দেখে সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। কেইথের রেঞ্জের যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, মাটি প্রায় ঢেকে গেছে মৃত ভেড়ায়। যেদিকে নজর যায় শুধু ভেড়া আর ভেড়া। অর্ধেকের বেশিই বাচ্চা। ডোয়েলের অন্যায় জেদের ফলে কে জানে কতদিন পানি খেতে পায়নি ওরা।

আট

লড়াই আপাতত শেষ, কিন্তু চোখের সামনে তার ফলাফলের নমুনা দেখে অসুস্থ বোধ করল টম হার্ডি। ডোয়েল হার্ট ওর কৌশলের কাছে হেরে রিট্রিট করতে বাধ্য হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যে বীভৎস চিহ্ন রেখে গেছে, কয়েক হাজার হতভাগ্য ভেড়ার কঙ্কাল বছরের পর বছর তার সাক্ষী হয়ে থাকবে। একজন মানুষের অপরিণামদর্শী, অন্যায়, নিষ্ঠুর জেদের শিকার হয়েছে নির্বোধ পশুগুলো। কী নিদারুণ অপচয়! কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা!

ঘোড়া ঘুরিয়ে সার্কেল ডি-র দিকে চলল সে ইয়ার্ডে ঢুকে মেইন হাউসের ছায়ায় জিনিয়ার পনি বাঁধা আছে দেখে সরে পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। দেখে ফেলেছে মেয়েটা। বেরিয়ে এসে ওর মুখোমুখি হলো। জয়ের আনন্দের ছিটেফোঁটাও নেই জিনিয়ার চেহারায়। যুবকের শুকনো চেহারা দেখে যা বোঝার আগেই বুঝে নিয়েছে।

'এক দিন আগেও মনে মনে চেয়েছি দুনিয়ার সব ভেড়া মরে সাফ হয়ে যাক,' নিচু গলায় বলল জিনিয়া। 'কিন্তু এখন···এখন মনে হচ্ছে এতবড় একটা হত্যাকাণ্ড···!'

'যা ঘটার ঘটে গেছে,' কর্কশ গলায় বলল টম।

'এবং সে জন্যে নিজেকে দায়ী ভাবছ তুমি!'

অন্যমনস্কের মত নিজের দু'হাত দেখল টেক্সান, তারপর উদাস দৃষ্টি দিগন্তের দিকে মেলে দিল। 'পরিকল্পনাটা আমার ছিল।'

কাছে এসে ওর এক হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিল মেয়েটা।

'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝি, টম। কিন্তু জীবনে কখনও কখনও এমন ভয়ঙ্কর ঘটনার মুখোমুখি না হয়েও পারা যায় না। ভেড়াগুলো বেঁচে থাকলে কি তুমি খুশি হতে? বেসিনের অধিবাসীদের সারাজীবনের অর্জন যদি ডোয়েল হার্ট টাকা আর ক্ষমতার জোরে কেড়ে নিত, তুমি নিশ্চই খুশি হতে না?'

মাথা নাড়ল যুবক। 'না। তবে সময় পেলে অন্য কোন রাস্তা হয়তো খুঁজে বের করা যেত।'

'এদিকে তাকাও, টম!' দীর্ঘ সময় ওর টকটকে লাল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল জিনিয়া। 'ক'দিন ঘুমাওনি তুমি?'

'জানি না।'

'এখন ঘুমাবার সময় হয়েছে, যাও। লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলে দেখবে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। বুঝতে পারবে, কাজটা আমরা করতে চাইনি। ডোয়েল হার্ট করতে বাধ্য করেছে। অন্যায়টা তার, আমাদের বা তোমার নয়।'

মাথা দোলাল টম হার্ডি। 'হয়তো।'

'যাও। বাঙ্কহাউসে গিয়ে ঘুম দাও। জেগে উঠে দেখবে মনের সমস্ত মেঘ কেটে গেছে।'

টানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে পরদিন ভোরে উঠল ও। তখন সবে সূর্য উঠেছে। ওকে বুট পরতে দেখে ম্যানশিপ জানাল, শেষ পর্যন্ত অল্প কিছু ভেড়া নিয়ে নদীর তীরে পৌঁছতে পেরেছে ডোয়েল হার্ট। আবার ডেভিসের শ্যাকে আস্তানা গেড়েছে। নড়াচড়া করছে না বটে, তবে এলাকা ছেড়ে সরে যাওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে।

তার গানম্যানরা এখনও ব্রিজ দখল করে রেখেছে। এর একটাই অর্থ, আরও ভেড়া আসছে। এদিকে র‍্যাঞ্চার ও নেস্টাররা তার পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায় আছে।

চিন্তিত মনে নাশতা খেল টম হার্ডি, তারপর অক্স-বো-র দিকে ঘোড়া ছোটাল। জিনি ও জন দুরানের সাথে আলোচনা করা দরকার। ওকে দেখে ব্ল্যাকস্মিথ শপ থেকে বেরিয়ে এল বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার, কুশল

বিনিময় সেরে এটা-সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু করল। ভুলেও আগের দিনের লড়াইয়ের কথা তুলল না।

'জিনি কোথায়?' এক সময় তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল ও।

'রাইডিঙে গেছে।'

'একা?'

'না, স্কট ফ্লেচারের সাথে। ও ব্যাটা তোমার কালকের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করছিল, তাই ওকে রাইডিঙের ছলে পালিশ করতে গেছে আসলে।'

মনটা হালকা হয়ে উঠল টমের, ডোয়েলের প্রসঙ্গ নিয়ে বৃদ্ধের সাথে আলোচনা করতে বসল। এক ঘণ্টা কি তারও কিছু বেশি সময় পর দেখল, ওর পিছনে দৃষ্টি আটকে আছে র‍্যাঞ্চারের। চেহারায় বিস্ময়। ঘুরে তাকাল টম, দেখল ফ্লেচার হেঁটে আসছে। একা। পরিশ্রমে চেহারা লাল, ঘামছে দরদর করে।

'তোমার ঘোড়ার কি হলো?' তাকে প্রশ্ন করল বৃদ্ধ। 'জিনি কোথায়?'

ওদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। পালা করে দু'জনকে দেখে নিয়ে মাথা নাড়ল। 'জানি না।'

ঘোঁৎ করে উঠল র‍্যাঞ্চার। 'তার মানে?'

'তার মানে যে কি, আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, জন,' দম নিয়ে বলল স্কট। 'কথা বলতে বলতে উতে ক্যানিয়ন পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমরা। খিদে লাগতে ওখানেই চার্লির দেয়া লাঞ্চ খেয়ে একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, টের পাইনি। উঠে দেখি জিনি নেই। ওর ঘোড়াও নেই। আর আমারটার স্যাডল-লাগামও উধাও।'

দাঁতে দাঁত পিষে এক পা এগোল টম। 'ব্যাটা গর্দভ। তুমি...'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। কথা শেষ করতে দাও আমাকে,' এক পা পিছাল লোকটা। 'ত্রিশ ঘণ্টার বেশি হয়েছে বিছানায় পিঠ ঠেকানোর সুযোগ পাইনি। দুপুরে ভরপেট খেয়ে ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাও অল্প সময়ের জন্য। এরমধ্যে যে এমন

একটা কাণ্ড ঘটবে, কে জানত? স্যাডল ছাড়া ঘোড়ায় চড়া যায়? তবু পায়ে হেঁটে যদ্দূর সম্ভব চারদিক খুঁজে দেখেছি আমি, কিন্তু দ্বিতীয় কোন ঘোড়ার ট্র্যাক খুঁজে পাইনি। কোন হদিসই নেই ট্র্যাকের,' এক দমে এত কথা বলে আবার হাঁপাতে লাগল সে।

'ট্র্যাক নেই।' অবিশ্বাস ফুটল টমের গলায়।

'কেবল জিনিরটার আছে, দক্ষিণে গেছে। আমার ঘোড়া ব্যবহারের অযোগ্য ছিল বলে হ্যাকামোর করতে পারিনি। তবে জিনিকে যদি কেউ অপহরণ করে থাকে, সে নিশ্চয়ই করেছে। তাই...' থেমে শ্রাগ করল সে। 'অথবা এমনও হতে পারে কেউ অপহরণ করেনি ওকে, ও নিজেই চলে গেছে কোথাও।'

'কেন তা করবে ও?' জন দুরান বলল।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসহায় ভঙ্গি করল স্কট ফ্লেচার। 'এই প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।'

দীর্ঘ নীরবতা। তারপর নড়ে উঠল বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার। 'চলো আমাদের সাথে।'

তখনই উতে ক্যানিয়নের উদ্দেশে রওনা হয়ে পড়ল তিনজন। জায়গা মত পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল। একটু দূরে ঘাস খাচ্ছিল ফ্লেচারের স্যাডলবিহীন পনি, মনিবকে দেখে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল ওখানেই। খানিক কসরৎ করে ওটাকে ধরে আনল সে, তারপর কোথায় বসে দু'জনে খেয়েছে, কোথায় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ইত্যাদি নিয়ে রানিং কমেন্ট্রি শুরু করে দিল।

এক সময় ত্যক্ত হয়ে ধমক লাগাল বৃদ্ধ। 'থামো! আমি আন্নাড়ি নই।'

আর কথা বলল না স্কট, দূরে দাঁড়িয়ে তার ও টমের কাজ দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে মাটি পরীক্ষার পর উঠল দুজনে, টমের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল র‍্যাঞ্চার। 'ও ঠিকই বলেছে,' মৃদু গলায় বলল। 'জিনির ছাড়া অন্য কোন ঘোড়ার ছাপ নেই। ওরটার ছাপ আমি চিনি। চলো, দক্ষিণে এগিয়ে দেখা যাক্, খোঁজ পাওয়া যায় কি না ওর। তবে

ও যদি স্বেচ্ছায় গিয়ে থাকে, তাহলে কোন লাভ হবে না। কারণ চিহ্ন ঢাকা দেয়ার ব্যাপারে জিনি ইন্ডিয়ানদের চাইতেও ওস্তাদ। আমি জানি।'

সন্ধে পর্যন্ত ঘোরাঘুরিই সার হলো, কোন লাভ হলো না। মেয়েটার খোঁজ পাওয়া গেল না। এরপর এলাকার সমস্ত র‍্যাঞ্চ, মরগান ট্যাঙ্কের প্রতিটা হোটেল এবং ওর বন্ধু-বান্ধবের বাসায় বাসায় খোঁজ করা হলো সারা রাত ধরে– ফলাফল একই হলো। জিনিয়া মেইন নেই তো নেইই। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

হতাশ হয়ে পড়ল টম, র‍্যাঞ্চারের সাথে আলোচনা করে প্রস্তাব দিল ডোয়েল হার্টের সাথে দেখা করতে যাবে। ওর ধারণা, সে-ই কুকর্মটা ঘটিয়েছে। গায়েব করে দিয়েছে জিনিয়াকে। কিন্তু বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার প্রবল আপত্তি জানাল। 'অসম্ভব। এখন ওই লোকের ত্রিসীমানায়ও যাওয়া উচিত হবে না তোমার। দেখলেই তোমাকে গুলি করবে ও।'

'তবু আমি যাব!' দৃঢ় স্বরে বলল টেক্সান। 'যেতেই হবে আমাকে।'

ওকে একাই যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখে নিরুপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিল র‍্যাঞ্চার, বাধ্য হয়ে নিজেও যাবে ঠিক করল। পাঁচ মিনিট পর পনেরোজন রাইডার নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তারা। দুপুরের একটু পর ব্লাফের ঢাল পেরিয়ে সমতলে পৌঁছল, সেখান থেকে ডেভিসের শ্যাক স্পষ্ট দেখা যায়।

শ্যাকের সামনেই ছিল এক গার্ড, দলটাকে দেখতে পাওয়ামাত্র চেঁচিয়ে সবাইকে সতর্ক করল সে। এক সেকেন্ড পরই গুলির শব্দে অপরাহ্নের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। এ জন্যে তৈরি হয়েই ছিল জন দুরান, সঙ্গে সঙ্গে কারবাইনের ব্যারেলে বাঁধা সাদা রুমাল উঁচু করে ধরে নাড়ল কয়েকবার। আর গুলি হলো না। দল পিছনে নিয়ে এগিয়ে এল বৃদ্ধ। খানিকটা এগিয়ে থামল।

এক মিনিটের মধ্যে পিছনের কোরাল থেকে দুটো ঘোড়া নিয়ে আসা হলো শ্যাকের সামনে। ডোয়েল হার্ট ও তার এক গানম্যান চড়ল ও দুটোয়। এগিয়ে আসতে লাগল। বাকি রাইডাররা ইয়ার্ডে অস্ত্র

বাগিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় আছে। টম একটু পিছনে ছিল, এগিয়ে এসে জন দুরানের সাথে যোগ দিয়ে একযোগে এগোল অগ্রসরমান ডোয়েলের দিকে।

মাঝে কয়েক গজ ব্যবধান রেখে থামল দু'দল। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ডোয়েলকে। 'কেন এসেছ তোমরা?' বলল সে।

'জিনিয়া মেইনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,' টম হার্ডি বলল। 'তুমি জানো ও কোথায়?'

'কেন, ও তোমাদের বলেনি কিছু!' বলেই চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। 'বুঝেছি, সময় পায়নি হয়তো।'

'কিসের কথা বলছ তুমি?'

'মিস মেইন চলে গেছে,' শান্ত গলায় বলল লোকটা। 'মাঝরাতের একটু পর আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল ও।'

কপাল, চোখের কোণ কুঁচকে উঠল জন দুরানের, টমের চেহারা নির্বিকার। 'কেন?' দ্রুত বলল ও।

'এখান থেকে চলে যাবে, সে কথা জানাতে।'

'মিথ্যে বলছ তুমি!' উত্তেজিত হয়ে উঠল যুবক।

'তুমি থামো,' র‍্যাঞ্চার বলল। 'আমাকে কথা বলতে দাও। বলে যাও, ডোয়েল। তারপর কি?'

'বলে লাভ কি?' শুকনো গলায় বলল লোকটা। 'এই গর্দভকে কিছু বিশ্বাস করানো যাবে বলে তো মনে হয় না। তোমরাই এসেছ কথা বলতে, আবার মুখ খুলতে গেলে তোমরাই বাধা দিচ্ছ।'

'আর বাধা দেবে না ও, তুমি বলো। কেন এসেছিল জিনিয়া?'

'নিজের জায়গা-জমি বিক্রি করতে।'

'তো?' রুদ্ধশ্বাসে বলল বৃদ্ধ। আড়চোখে দ্রুত টমকে দেখে নিল

'আমি কিনে নিয়েছি সব পাঁচ হাজারে।'

'ডীড?'

মাথা দোলাল ডোয়েল হার্ট। 'দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ,' হাত বাড়াল র‍্যাঞ্চার।

কোটের ভেতরে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল লোকটা। হাতে লেখা ডীড। ভাল করে ওটায় চোখ বোলাল সে।

'জিনির হাতের লেখা?' টম প্রশ্ন করল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে অনেকটা সেরকমই লাগছে।' কাগজটা ফিরিয়ে দিল সে। 'কেন চলে গেল, বলেছে জিনি?'

মাথা দোলাল ডোয়েল হার্ট। 'বলেছে। এত খুনোখুনি ওর পছন্দ নয়, তাই।'

'ডোয়েল!' শান্ত গলায় টম বলল, 'তোমার মত এতবড় মিথ্যেবাদী দ্বিতীয়টা দেখিনি আমি।'

শ্রাগ করল লোকটা। ওকে পাত্তা না দিয়ে র‍্যাঞ্চারের উদ্দেশে বলল, 'মিস মেইন তোমাকে অনুরোধ করে গেছে তার নিগ্রো হ্যান্ডকে তোমার র‍্যাঞ্চে একটা চাকরি দিতে।' একটু বিরতি দিল সে। 'আর কিছু জানতে চাও?'

'কোথায় যাচ্ছে, সে ব্যাপারে কিছু বলেছে জিনিয়া?' জন বলল।

'না। আমিও শুনতে চাইনি। আর হ্যাঁ, তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে আমি ওকে অপহরণ করেছি, তাহলে সার্চ করে দেখে যেতে পারো। আমার কোন আপত্তি নেই।'

'ধন্যবাদ। আমার ধারণা কাজটা করে থাকলেও ওকে এখানেই লুকিয়ে রাখার মত বুদ্ধু তুমি নও। চলো, টম।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে চলল ওরা। খানিকটা এগিয়ে টম প্রশ্ন করল, 'জিনি এমন কাজ করতে পারে বলে মনে করো তুমি?'

'প্রশ্নই আসে না,' চিন্তিত গলায় বলল র‍্যাঞ্চার।

'ডোয়েল কিডন্যাপ করেছে ওকে?'

'অবশ্যই! জিনি যে আমাদের সিক্স গানের স্প্রিং, লোকটা খুব ভাল জানে তা। তাই সরিয়ে ফেলেছে ওকে।'

নয়

তিন গার্ডের পাহারায় জিনিয়া মেইন যখন পীভি পৌঁছল, তখন ও এতই ক্লান্ত যে ভাল করে তাকিয়ে দেখারও ক্ষমতা নেই। না থাকারই কথা, কেননা পথে বিশ্রাম প্রায় দেয়াই হয়নি ওকে। পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পরপর দশ কি পনেরো মিনিটের বিরতি ছাড়া প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা একটানা ছুটতে বাধ্য করা হয়েছে। তারওপর গোটা ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত, এতই অবিশ্বাস্য যে এখনও তার ধকল পুরোপুরি সামলে উঠতে পারেনি মেয়েটা।

গতকাল স্কট ফ্লেচারের একান্ত অনুরোধে তার সাথে উতে ক্যানিয়ন পর্যন্ত যেতে রাজি হয়েছিল জিনি। কিন্তু মতলববাজ লোকটা ঘ্যানর ঘ্যানর করে ওয়াগন টাঙ পর্যন্ত নিয়েই ছাড়ল। দুজনে ওখানকার পুরানো মাইন সাইটে যখন পৌঁছল, তখন এই তিন লোক ছিল সেখানে। ফ্লেচার বলল, ওদের সাথে যেতে হবে তাকে। ঘোড়া রেখে।

ব্যাপার টের পেয়ে রেগে উঠেছিল জিনি, সরে পড়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সব বৃথা। ধাওয়া করে ধরে ফেলল লোকগুলো, জোর করে ওর পনি থেকে তুলে আরেক ঘোড়ায় বসিয়ে দিল। ফ্লেচার জানাল, ও যদি লোকগুলোর নির্দেশ মেনে চলে, কেউ একটা আঙুলও ছোঁয়াবে না। অন্যথা করলেই বিপদ। ততক্ষণে জিনির বোঝা হয়ে গেছে যে নিষ্ঠুর, নীচ চেহারার লোকগুলো ডোয়েল হার্টের রাইডার না হয়েই যায় না। ওদের সহায়তায় তার হয়ে শয়তান ফ্লেচার ওকে কিডন্যাপ করেছে।

পীভি একটা হতচ্ছাড়া জায়গা। একটা খাঁড়ির ধারঘেঁষা মুখ থুবড়ে পড়ার জন্যে মুখিয়ে থাকা কয়েকটা কাঠের ঘর ও একটা হোটেলের

সমষ্টি। খোলা আকাশের নিচে পুরানো, জং ধরা কিছু মেশিনারিও পড়ে আছে, তার সাথে আছে বাদামী কাঠের গুঁড়োর স্তূপ। যন্ত্রপাতিগুলোর কাজের ধরন জানান দিচ্ছে ওগুলো। ছোট বেলায় এখানকার কথা অনেক শুনেছে জিনি। শুনেছে, এ এমনই এক শহর, যেখানে কেউ কাউকে কোন প্রশ্ন করে না।

ঘন পাইন বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে খানাখন্দে ভরা মেইন রোডে উঠল চারজনের অশ্বারোহী দলটা, হোটেলের সামনে থামল। এটা আরেক আজব কাঠামো। বুড়ো মানুষের দুর্বল দাঁতের মত নড়বড়ে, অল্প-স্বল্প বাতাসেও আওয়াজ করে। এখানে-সেখানে খাওয়া খাওয়া কাঠ, তার ওপর কত যুগ যে রঙের প্রলেপ পড়েনি, তাও রীতিমত এক গবেষণার বিষয়।

ওদের সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে এক তরুণ পাঞ্চার বেরিয়ে এল। জিনিকে ঘোড়া থেকে নামতে সাহায্য করল। 'আমার সাথে এসো, মিস্।'

তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল ও, কয়েক পা এগিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল আরেক যুবতীকে দেখতে পেয়ে। লবির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে, কৌতূহলী নজরে ওকেই দেখছে। 'মট বিডেল, এ কে?' বলল সে।

'আমি জিনিয়া মেইন। তুমি নিশ্চই রোজমেরি হার্ট?'

মাথা দোলাল রোজি, এগিয়ে এসে ওর এক হাত ধরল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মট বিডেলের দিকে তাকিয়ে রীতিমত কৈফিয়ত তলবের সুরে বলল, 'একে এখানে কেন নিয়ে আসা হয়েছে?'

'তোমার বাবার নির্দেশে, মিস্ রোজি।'

'আমি বলছি,' জিনি বলল শান্ত গলায়। 'তোমার বাবার নির্দেশে স্কট ফ্লেচার বাইরের তিন রাইডারের সাহায্যে কিডন্যাপ করেছে আমাকে।'

চোখ কুঁচকে উঠল রোজির। নজর জিনির ওপর থেকে সরে বিডেলের ওপর স্থির হলো। 'কথাটা সত্যি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'আমি জানি না। তোমার বাবা বলেছে, মিস্ মেইন যতক্ষণ এখানে থাকবে, ততক্ষণ তুমি ওর দেখাশুনা করবে।'

ঝট্ করে ওর দিকে ফিরল রোজি। রাগে তেতে উঠেছে মুখটা। 'ওরা তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে?'

'না,' মাথা নাড়ল জিনি।

এক মোটা, থ্যাবড়ামুখো ইন্ডিয়ান মেয়ে ওকে ওর রূমে পৌঁছে দিল। ওটা দেখে বোঝা গেল এরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল এ ব্যাপারে। জুলি নিজের এক সেট ড্রেস দিল জিনিকে, কিন্তু পরল না ও। নিজের লিভাইসই পরে থাকল। জানালায় দাঁড়িয়ে উদাস চোখে তাকিয়ে থাকল বাইরের দিকে। টর্নেডো বেসিন, সেখানকার তিক্ত লড়াই, সবকিছু অনেক দূরের, অনেক অতীতের বিষয় মনে হচ্ছে এখন ওর।

এ মুহূর্তে ওসবের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই। ইচ্ছে যতই করুক, ওর মধ্যে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। কিন্তু কেন? ওকেই কেন বেসিন থেকে সরিয়ে দিল ডোয়েল হার্ট? বুশওয়্যাক ধরনের কিছু ঘটাতে যাচ্ছে লোকটা? পাইকারী গণহত্যা ঘটাতে চলেছে? ওসবের মধ্যে মেয়েদেরকে জড়াতে চাইছে না বলেই···কিন্তু তা-ই বা কি করে সম্ভব? এখনও মিসেস ম্যাহনি, ডার্বির বোনসহ আরও অনেক মহিলাই তো রয়ে গেছে বেসিনে। তাহলে?

কিছুই ওর মাথায় আসছে না। তবে এটুকু ঠিকই বুঝেছে যে স্কট ফ্লেচার দু'মুখো সাপ। অনেক আগেই ডোয়েলের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে সে। বুড়ো কেইথের মৃত্যুর জন্যে ওই শয়তানই দায়ী। তবে ভাগ্য ভাল যে আর এগোতে পারেনি। টম হার্ডির 'তিনজন একসাথে চলার' নীতির ফলে শেষ মুহূর্তে আটকে যাওয়ায় ব্যাডল্যান্ডে বড় ধরনের কিছু ঘটেনি সেদিন। ঘটার সুযোগ আসেনি। নইলে হয়তো···।

কিন্তু এখন যদি কিছু করে বসে ফ্লেচার? যদি টম বা জন দুরানের ওপর অতর্কিতে···? জিনি এখন জানে লোকটার আসল পরিচয়, ওরা জানে না। যদি··· খেয়াল করল একটু একটু কাঁপছে ওর সারা শরীর। ঘুরে দাঁড়াল। খবরটা পাঠাতে হবে বেসিনে। টম হার্ডিকে জানাতে হবে শয়তান স্কট ফ্লেচারের আসল পরিচয়। কিন্তু কি ভাবে?

খাওয়ার ডাক পড়তে একটু পর নিচের কিচেনে এল জিনি। দেখল ওর অপেক্ষায় আছে জুলি। তার মুখোমুখি বসল ও। নিজেকে নিরুদ্বিগ্ন প্রমাণ করার চেষ্টা করল প্রাণপণে, কিন্তু হলো না। গলা দিয়ে নামতে চাইছে না কিছু। ব্যাপার বুঝতে পেরে রোজি বলল, 'তুমি খুব চিন্তিত?'

'আমার জায়গায় তুমি হলে হতে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'একদম না,' খোলামেলা স্বীকারোক্তি করল মেয়েটা। 'বরং ঝামেলা থেকে দূরে সরে আসতে পেরেছি ভেবে খুশিই হতাম।'

'কিন্তু আমি পারছি না।'

'কেন?'

'ওখানে আমার বন্ধুরা আছে। ওদের কথা ভেবে···'

'বন্ধু!' একটু যেন বিস্মিত হলো রোজি। 'ওরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না ভাবছ?'

মাথা নাড়ল ও। 'তা ভাবছি না। ভাবছি র‍্যাঞ্চারদের একজনকে যে তোমার বাবা কিনে নিয়েছে, ওরা তা জানে না। জানে না বলেই তার ফাঁদে পা দিয়ে বসতে পারে ওরা, কিছু টের পাওয়ার আগেই খতম হয়ে যেতে পারে তোমার বাবার হাতে।' তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটাকে পর্যবেক্ষণ করল জিনি। 'তুমিই বলো, এই পরিস্থিতিতে তুমি উদ্বিগ্ন হতে না?'

'জানি না। আমার কোন বন্ধু নেই।' একটু বিরতি। 'আমার মনে হয় তুমি আসলে টম হার্ডিকে নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন, তাই না?'

মুখে রঙের আভাস ফুটেছে টের পেল ও। ভাবল, মেয়েটা আজব। এই মনে হয় কিছু বোঝে না, পরক্ষণে দেখা যায় অনেক কিছুই বোঝে।

'ওকে ভালবাসো তুমি?'

মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল জিনি। কোন লুকোছাপা নেই রোজির মধ্যে, ভান-ভণিতা নেই। যা মনে আসে প্রকাশ করে ফেলে। বাপের মত শিকার ধরার কৌশল হিসেবে নয়, স্রেফ কৌতূহল নিবৃত্ত করার জন্যে। ওকে ছেড়ে নিজেকে নিয়ে ভাবল জিনি, টম হার্ডির কথা ভাবল। খুঁজতে হলো না, উত্তরটা অনেক আগে থেকেই বুকে গেঁথে ছিল। 'হ্যাঁ, ভালবাসি।'

'তুমি একটা বোকা মেয়ে,' ধীর, তবে দৃঢ় গলায় বলল রোজি। 'অথচ আমি ভেবেছিলাম তোমার বুদ্ধি আছে।'

চোখ কুঁচকে উঠল জিনির। 'কেন?'

'কারণ লোকটা আমার বাবারই মত,' একই কণ্ঠে বলল মেয়েটা। 'স্বভাবে-প্রকৃতিতে কোন তফাৎ নেই দু'জনের।'

রাগে দু'চোখ জ্বলে উঠল জিনির। 'তোমার বাবা!' তীব্র ঝাঁঝাল গলায় বলল। 'তোমার বাবার সাথে ওর মত এক মহৎ হৃদয় মানুষের তুলনা করছ তুমি? তোমার বাবা স্রেফ একটা খুনী, নোংরা মতলববাজ! একটা কাপুরুষ! মিথ্যের বেসাতি, লড়াই-ফ্যাসাদ আর খুনোখুনি ছাড়া কিছুই জানে না সে।'

'হতে পারে,' শান্ত গলায় মেনে নিল রোজি। 'কিন্তু টম হার্ডিও তার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। আমি জানি।'

'না, জানো না!' গলা চড়ে গেল ওর। 'টম সাহসী, বিশ্বস্ত। ওর মন পরিষ্কার।'

ঝুঁকে টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর রেখে বসল রোজি। 'এক সময় বাবাও তাই ছিল। কিন্তু যেদিন সে বুঝল অন্যদের তুলনায় সে বেশি বুদ্ধি রাখে, যে কোন বিষয়ে দ্রুত, সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তা কাজে খাটাতেও পারে, সেদিন থেকেই শুরু হয় তার পরিবর্তন। সবই আমার নিজের চোখে দেখা। এ ধরনের ক্ষমতা যার মধ্যে আছে, সে বদলে যেতে বাধ্য।'

'আমি মানি না। আর সবাই বদলে গেলেও টমের বেলায় তা

ঘটবে না।'

মৃদু হাসি ফুটল রোজির মুখে। 'অপেক্ষা করো। এই যুদ্ধে বাবা যদি ওকে শেষ করতে ব্যর্থ হয়, ও তাকে শেষ করবে। রক্তের স্বাদ পেয়ে বদলে যাবে, শীপ কিলিং কুকুরের মত।'

'তুমি আসলে নোংরা পরিবেশে বড় হয়েছ, জুলি, তাই সহজেই যে কাউকে নিয়ে নোংরা মন্তব্য করতে বাধে না তোমার।'

'নোংরা? না বোধহয়!' আগের চেয়েও ধীরস্থির, শান্ত গলায় বলল মেয়েটা। 'একটু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই বাবার পোষা একদল মানুষের মধ্যে বড় হয়েছি আমি। দেখেছি, ওরা সবাই একই ধরনের। কারও বুদ্ধি একটু বেশি, কেউ একটু বেশি লোভী, বা একটু বেশি রাগী। যে মেয়ে এ ধরনের পুরুষের ওপর আস্থা রাখে, তাকে বোকা ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না আমি। সে জন্যেই বলছি টমকে ভালবেসে কিছুই পাবে না তুমি দুঃখ ছাড়া।'

উঠে পড়ল জিনি, কয়েক মুহূর্ত ক্রুদ্ধ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে দ্রুত সরে গেল টেবিলের কাছ থেকে। জানালার নোংরা, তেলতেলে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকল। নীরবতা। আনমনে টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে রোজি। ভাবছে কি যেন। একটু পর উঠল, কাছে গিয়ে আলতো করে এক হাত রাখল জিনির কাঁধে।

'তোমার মনে কষ্ট দেয়ার জন্যে আমি দুঃখিত, জিনি। এই ধরনের পুরুষদের আমি চিনি বলে কথাটা বলে ফেলেছি। মাকে শেষ করে বাবা যখন তার ব্যবসা নিয়ে পুরোপুরি মেতে ওঠে, তখন থেকেই এই ধরনের পুরুষদের আনাগোনা শুরু হয় আমাদের আস্তানায়। ভাই-বোন নেই, মা নেই, বাবা থেকেও নেই, কারও সাথে যে দুটো মনের কথা বলে সময় কাটাব, সে উপায়ও ছিল না।

'এক সময় মনে হলো বাবার কর্মচারীদের মধ্যে দেখতে-শুনতে ভাল, স্মার্ট কোন ছেলের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে একঘেয়ে জীবনে একটা নতুনত্ব হয়তো আসবে। একাকীত্ব তখন আর বেশি ভোগাতে পারবে না। সে চোখের আড়ালে থাকলেও তাকে নিয়ে

অবসরে স্বপ্ন তো অন্তত দেখতে পারব।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল জিনি। চোখাচোখি হতে মৃদু, বিষণ্ন হাসি ফুটল রোজির মুখে।

'তাও হলো না।'

'কেন?'

'কারণ ওদের কেউ সেই জাতেরই ছিল না। ভালবাসার মর্ম বোঝার ক্ষমতা ওদের কারও ছিল না।' একটু থামল রোজি। 'এই জন্যেই তোমাকে সতর্ক করতে চেয়েছি আমি।'

'সবার বেলায় এ কথা খাটে না, রোজি। তোমার বড় দুর্ভাগ্য যে সত্যিকারের কোন পুরুষের সাথে তোমার পরিচয় ঘটেনি। বেসিনে জন দুরান নামে বুড়ো এক র‍্যাঞ্চার আছে, আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি তাকে। তাঁর মধ্যে ভাল ছাড়া মন্দ কিছুই নেই। সে দয়ালু, ভদ্র, নির্লোভ, অথচ ধনী। সে-ও অনেকের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তর বিরাট। কারও এক পয়সার জিনিসও কখনও নিজের বলে দাবি করেনি। তোমার যুক্তি যদি সত্যি হত, তাহলে সে-ও নিশ্চই মন্দ হত।'

কয়েক সেকেন্ড শব্দ খুঁজল মেয়েটা। 'এমন মানুষও হয় জানতাম না,' বিড়বিড় করে বলল।

'আমি অন্তত দু'জনের কথা জানি। একজন, এতক্ষণ যার কথা বললাম, সে, অন্যজন টম হার্ডি।'

আর কথা বলল না রোজি, নতমুখে ধীর পায়ে চলে গেল। ওর জন্যে করুণা হলো জিনির। রাগও হলো ওর বাবার কথা ভেবে। তাড়াতাড়ি ওই বদ লোকটার খপ্পর থেকে মুক্ত করা না গেলে, খুব শিগগিরি বারোটা বেজে যাবে রোজির।

দশ

বিতৃষ্ণ নজরে জিনির কেবিনের চারদিকে তাকাল ডোয়েল হার্ট। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই, ওসব সহ্য হয় না। অথচ এখানে তাই করতে হচ্ছে। কেবিনের সামনে ফুলের গাছ, জানালায় পর্দা, ভেতরে পরিষ্কার চিমনির ল্যাম্প, পরিচ্ছন্ন বিছানা, ফ্লোর–অসহ্য!

হাতের আধ খাওয়া সিগারেট মেঝেতে ফেলে বুট দিয়ে পিষে ফেলল সে। হ্যাঁ, এবার হয়েছে। কিছুটা অন্তত···। কেবিনের খোলা দরজার বাইরে কে যেন এসে দাঁড়াল, অন্ধকারে দেখতে পেল না ডোয়েল। 'কে?'

'লোকটা এসেছে, চীফ।'

'পাঠিয়ে দাও।'

এক মিনিট পর ভেতরে ঢুকল স্কট ফ্লেচার। রেগে আছে লোকটা, কিন্তু ভাবটা চেপে রেখেছে। 'এরপর কাউকে আমার কাছে পাঠালে দয়া করে ভালমত সতর্ক করে দিয়ো তাকে। যখন-তখন···'

'তুমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখলে তো কাউকে পাঠানোর প্রয়োজনই হত না। সে যাক্, কি হয়েছে?'

'ব্যাটা গিয়ে আমার কূকের কাছে আমার খোঁজ জানতে চেয়েছে।'

'তাতে কি হলো?'

'তাতে কি হলো!' চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠল ফ্লেচার। 'কূক কথাটা ক্রুদের বলেছে, ওরা বলেছে···'

'বাহ্, বেশ তো! আমার লোক যদি জিজ্ঞেসই না করবে, কি করে জানবে তুমি কোথায় আছ? আর আমার যখন প্রয়োজন হবে, তখনই

তোমাকে চাই আমি। তোমার ইচ্ছেমত এলে আমার চলবে না, ম্যানি।'

দুই কোমরে হাত রেখে রুখে দাঁড়াল লোকটা। 'বেশ, পাঠিয়ো। কিন্তু সে যদি বেঘোরে মরে, সে দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।'

তার দিকে এক পা এগোল ডোয়েল। 'কি!'

'ঠিকই শুনেছ তুমি। অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছি আমি, আর না।'

মুখ খুললে পাছে গলা চড়ে যায়, তাই বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিজেকে সামাল দিল ডোয়েল। 'নিজেকে খুব দামী ভাবছ বুঝি তুমি? ভুল। মনে রেখো, তুমি আমার কাজ করছ, আমি তোমার কাজ করছি না। কাজেই পরেরবার যখন খবর পাঠাব, নিজের স্বার্থেই সঙ্গে সঙ্গে চলে এসো। নইলে কঠিন সমস্যায় পড়বে।'

খানিকটা চুপসে গেল লোকটা। 'আমি আমার সাধ্যমত তাড়াতাড়ি এসেছি।'

'আরও তাড়াতাড়ি চেয়েছিলাম আমি। তুমি আরেকটু তৎপর হলে এতক্ষণে আরও কয়েক হাজার ভেড়া পৌঁছে যেত এখানে। কাজেই সতর্ক থেকো, এরকম আবার হলে আমি টম হার্ডিকে সব জানিয়ে দিতে বাধ্য হব।'

মুহূর্তে রাগ উধাও হয়ে উদ্বেগ ফুটল ফ্লেচারের চেহারায়। 'বললাম তো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসেছি আমি। সে যাক্, কেন ডেকেছ?' নিজের অসহায়ত্ব টের পেয়ে ফণা নামিয়ে নিয়েছে।

'মেয়েটার ব্যাপারে কি ভাবছে ওরা?'

'তুমি মিথ্যে বলেছ বুঝে ফেলেছে।'

'তার মানে এত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে?' আপনমনে বলল ডোয়েল।

'হ্যাঁ। টমের ধারণা তুমি মিস্ জিনিকে কিডন্যাপ করেছ। তবে মনে হয় আমাকে সন্দেহের বাইরে রেখেছে।'

'তাহলে? ওরা লড়াই চালিয়ে যেতে চাইছে?'

'সেরকমই মনে হয়েছে আমার।'

কিছুক্ষণ মাথা খাটাল ডোয়েল হার্ট। তারপর আচমকা মুখ তুলল। 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে। কিন্তু তা যখন হলোই না,' শ্রাগ করল, 'কি আর করা! টমকে মরতেই হচ্ছে।'

'কাজটা আরও আগেই তোমাকে সেরে ফেলতে বলেছিলাম।'

মন্তব্যটা উপেক্ষা করল সে। 'কাজটা কি ভাবে করতে চাও, ম্যানি?'

প্রশ্নটার ভেতরের অর্থ প্রথমে বুঝতে পারল না সে মেঝের দিকে তাকিয়ে ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলল ঝট্ করে। 'আমি?'

'হ্যাঁ?'

'অসম্ভব! আমি খুনোখুনির মধ্যে নেই। শুরুতে তোমার সাথে সেরকমই কথা ছিল।'

'ছিল, কিন্তু এখন বদলে গেছে।'

'আমি পারব না। আর কাউকে খুঁজে নাও।'

'পারবে বৈকি!' ক্রূর হাসি ফুটল ডোয়েলের মুখে। 'পারতেই হবে। নইলে তোমার হাঁড়ির খবর ফাঁস করে দেব আমি।'

'এরকম কথা কিন্তু ছিল না।'

'পুরনো কথা ভুলে যাও। নতুন করে বলছি, কাজটা তোমাকেই করতে হবে।'

ঘামতে শুরু করল স্কট ফ্লেচার। কি করে এই গ্যাঁড়াকল থেকে বের হওয়া যায় ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন পথ পেল না। হাত কাঁপতে শুরু করেছে টের পেয়ে জিনসের পকেটে ভরল ও দুটো। ভয় পেয়েছে সে। তার চেহারা দেখে যা বোঝার বুঝে নিল ডোয়েল, ধপধপে সাদা গোঁফের নিচে হাসি ফুটল। 'কিভাবে?'

'কিভাবে?' বোকার মত প্রতিধ্বনি তুলল সে।

'সে তুমি জানো।'

'কিন্তু আমি তো কোন পথ দেখছি না। লোকটা ভীষণ ধূর্ত, তারওপর কখনও একা পথ চলে না। কি করে...?'

'সে তোমার সমস্যা, তুমি সমাধান করবে। কিন্তু সময় অল্প। আজ

রাতে দক্ষিণে যাচ্ছি আমি। তিনদিনের মধ্যে বড় তিনটে ব্যান্ড পুবদিক থেকে টর্নেডো বেসিনের পথে রওনা করিয়ে দিয়ে ফিরব। ওগুলো টর্নেডো পাসে পৌঁছার আগে আরও বিশজন লোক আসবে আমার। ওরা এলেই রেইড করব আমি, সাফ করে ফেলব ভ্যালি। যাতে ভেড়া যখন পৌঁছবে তখন একজন গরু পালকও এ তল্লাটে না থাকে।' থামল সে। 'ধরো সাতদিনের মধ্যে পৌঁছবে লোকগুলো। এরমধ্যে কাজ সেরে ফেলতে হবে তোমাকে।'

'মাত্র সাতদিন?' বিড়বিড় করে বলল ফ্লেচার।

'মোটামুটি। আরেকটা কথা, যদি তুমি আমার অনুপস্থিতির সুযোগে এখানকার র‍্যাঞ্চারদেরকে আমার ক্রুদের পিছনে লেলিয়ে দেয়ার কোন পরিকল্পনা আঁটবে ভেবে থাকো, তাতে শুধু সময়ই নষ্ট হবে। কারণ আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ওরা থাকছে না। পাহাড়ে চলে যাবে।'

'তো তোমার ভেড়ার কি হবে?'

'জাহান্নামে যাক্ ভেড়া। ইচ্ছেমত চরে ফিরে খাবে। আছেই বা ক'টা?'

মাথা নাড়ল ফ্লেচার 'আফসোস হচ্ছে আমার। জানি তুমি কঠিন মানুষ, কিন্তু যখন তোমার সাথে হাত মিলিয়েছিলাম, তখন কল্পনাও করিনি তুমি মানুষ খুন করার মত জঘন্য সিদ্ধান্তও এত সহজে নিতে পারো। তাও আবার...'

'যখন বেসিনের তিন ভাগের একভাগ তোমার হবে, তখন এসব মনে থাকবে না।'

'হবে হয়তো,' নাক টানল লোকটা। 'তবে তুমি যে ভয়ঙ্কর প্ল্যান এঁটেছ, তাতে আমি নিশ্চিত, ইউ.এস. মার্শাল এসে হাজির হলো বলে। তাছাড়া টমের কিছু হলে...'

'পরের সব দায়িত্ব আমার,' বাধা দিয়ে বলল ডোয়েল। 'এরকম পরিস্থিতি আমি আগেও সামাল দিয়েছি। এবার যাও, যা বললাম, করো।'

'যাচ্ছি। তবে মনে রেখো, আমাকে বাধ্য করে ভাল কাজ করোনি তুমি। সুযোগ পেলে আমি তোমাকে ছাড়ব না।'

'বেশ,' ডোয়েল হার্ট নির্বিকার।

খুব ভোরে র‍্যাঞ্চ ছাড়ল স্কট ফ্লেচার, দুলকি চালে পীভির দিকে ছুটল। টম হার্ডিকে গাঁথার জন্যে ফাঁদ পাততে হবে, সে জন্যেই ওদিকে যাওয়া।

রাতে বলতে গেলে ঘুম হয়নি তার রাগে আর দুশ্চিন্তায়। মাথার ঠিক ছিল না। ডোয়েলের ওখান থেকে ফেরার সময় মনে হয়েছিল টমকে নয়, ওই হারামজাদাকেই খুন করা উচিত তার। তখনই একটা চান্স নিতে চেয়েছিল ফ্লেচার, কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। দক্ষিণে যাওয়ার সময় ব্যাটাকে পথে ধরবে কি না ভেবে দেখেছে, সেটা অসম্ভব মনে হয়েছে। কারণ সে জানে, যেখানেই যাক্, অন্তত চারজন গানম্যান নিয়ে বের হয় ব্যাটা।

আরেকটা সম্ভাবনার কথাও মাথায় এসেছিল, তা হলো সোজা জন দুরানের কাছে গিয়ে সব অপরাধ স্বীকার করা। কিন্তু সেটা মনে হয়েছে আরও বিপজ্জনক। জন হয়তো তাকে রক্ষার চেষ্টা করত, কিন্তু অন্যরা করত না। তারা না করলেও খবরটা যখন ডোয়েলের কানে পৌঁছত, সে অবশ্যই বসে থাকত না। শেষ পর্যন্ত দুটোকেই আত্মহত্যার নামান্তর মনে হয়েছে ফ্লেচারের।

দুপুরের দিকে পীভি পৌঁছল সে। দুশ্চিন্তা, অনিশ্চয়তা আর খিদে, তারওপর বাজে আবহাওয়া, সব মিলে ততক্ষণে কাহিল করে ফেলেছে তাকে। মেজাজ তিরিক্ষি। হোটেলের পোর্চে চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল মট বিডেল, তাকে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়াল। 'হাউডি।'

'হাউডি। মিস্ জিনি কোথায়?'

'ডাইনিং রুমে। মিস্ রোজির সাথে খাচ্ছে।'

'ওর রুমে তালা মারা?' ভেজা স্লিকার খুলে ফেলল ফ্লেচার।

'না। কেন?'

'জরুরী কাজ আছে। চলো, রুমটা দেখিয়ে দাও।'

ইতস্তত করতে লাগল বিডেল। লোকটাকে বিশ্বাস করে না সে। বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু একে ডোয়েল হার্ট অর একটু বিশেষ নজরে দেখে। কাজেই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না করলে পরে হয়তো সমস্যা হবে ভাবল সে। দ্বিধা ঝেড়ে লোকটাকে দোতলায় জিনির রুমে-নিয়ে এল।

মেয়েটার কাপড়-চোপড় হাতড়ে ভেতর থেকে একটা কালো সিলকের নেকারচীফ বের করে নিল ফ্লেচার। মনে পড়ল, যখন কিডন্যাপ করা হয়, তখন এটা ওর গলায় ছিল। জিনিসটা তাকে পকেটে ঢোকাতে দেখে চোখ কোঁচকাল মট বিডেল। 'কি হবে ওটা দিয়ে?'

'ফাঁদ পাতা হবে। দেখো, মিস্ জিনি যেন টের না পায়।'

আর কিছু বলল না যুবক, গভীর সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল।

'খুব খিদে পেয়েছে।'

'নিচে যাও, মিস্ রোজির সাথে খাও গিয়ে,' শুকনো গলায় বলল সে। 'তোমার কথা প্রায়ই বলে সে।'

চোখ জ্বলে উঠল ফ্লেচারের। 'বুঝেসুঝে কথা বলো, কাউবয়!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল। 'আমি খেতে চেয়েছি, ফালতু কথা শুনতে চাইনি।'

'নিচে মাটন আছে, যাও। এখন থেকেই ওই জিনিসে অভ্যস্ত হওয়ার প্র্যাকটিস্ শুরু করে দাও, ক'দিন পর তো খেতেই হবে।'

ঝট্ করে তার দিকে এক পা এগোল ফ্লেচার। 'নোংরা মুখটা বন্ধ করো, ছোকরা! নইলে আমিই বন্ধ করে দেব।'

মৃদু, বাঁকা হাসির আভাস ফুটল যুবকের কঠিন মুখে। দৃষ্টি ঠাণ্ডা, ভাবলেশহীন। পলক পড়ছে না। এক চুল নড়ল না সে। তবে হাসিটা চওড়া হলো হঠাৎ। চাপা গলায় বলল, 'সত্যি বলছি, ভয় পেয়েছি।'

অসহ্য রাগে পায়ের তালু থেকে মাথার তালু পর্যন্ত জ্বলে উঠল ফ্লেচারের, কিন্তু করার কিছু নেই দেখে সামলে নিল। কিচেনে গিয়ে খাবার নাকেমুখে গুঁজে ফিরতি পথ ধরল। পথে রাত হয়ে যাওয়ায় এক

ফুটহিলের গোড়ায় আশ্রয় নিল সে। পরদিন রওনা হলো ওয়াগন টাঙ। ডার্বি র‍্যাঞ্চের সীমানার বাইরে ওদের টহল বাহিনীর একটা বিশেষ ক্যাম্প তার লক্ষ্য।

কেলসো আর রে বেনেট নামে দুই নেস্টার আছে ওই ক্যাম্পে, ফ্লেচারের পরিচিত। ওদের সাথে কথা বলতে হবে। সন্ধের একটু আগে জায়গামত পৌঁছল সে। খিদেয় তখন নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার অবস্থা। পাহারা দিতে বের হবে বলে এরমধ্যে রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছে দুই নেস্টার। ফ্লেচারকে দেখে নড করল কেলসো।

'খাবার আছে কিছু?' ঘোড়া থেকে নেমে প্রশ্ন করল সে।

ইঙ্গিতে কিছু ঠাণ্ডা প্যান রুটি ও মাংসের ফালি দেখাল লোকটা। 'এই আছে। ইচ্ছে হলে খেতে পারো।' মাঝারি উচ্চতার মানুষ সে। মাঝবয়সী। নোংরার হদ্দ। গালে কয়েক সপ্তাহের দাড়ি-গোঁফ। গা থেকে বোটকা গন্ধ বের হয় বারো মাস।

ওগুলো দেখে চেহারা বিকৃত করল স্কট ফ্লেচার। 'প্রত্যেক বেলা এইসব আজেবাজে জিনিস ছাড়া আর কিছু খেতে দেয় না বুঝি টম হার্ডি?'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই নেস্টার। 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এবারের লড়াইয়ে ডোয়েলের কাছে হার হতে যাচ্ছে আমাদের,' রে বেনেট বলল। ত্রিশের মত বয়স এর, দীর্ঘদেহী। হালকা-পাতলা।

'ডোয়েল! তার কথা কখন বললাম? ও ব্যাটার ব্যবস্থা সময়মত করা হবে। আমি বলছি টম ও জনের কাছে সব হারাবার কথা।'

'সব মানে?'

করুণার চোখে নেস্টারকে দেখল সে। 'সব মানে জমি, বোকা কোথাকার!'

'আমার জমি দিয়ে ওরা কি করবে? ওরা তো বরং তা রক্ষা করতে সাহায্য করছে আমাদেরকে।'

'ডোয়েল হার্টের হাত থেকে, হ্যাঁ,' দ্রুত বলল স্কট ফ্লেচার। 'কিন্তু তারপর? তারপর ওরাই কেড়ে নেবে তোমাদের জমি, দেখো।'

'জন দুরান আর টম হার্ডি!' হাসল বেনেট। 'পাগল হয়েছ তুমি?'

শ্রাগ করল সে। 'বুড়ো কেইথ বেঁচে থাকলে প্রমাণ করে দিতাম কে তাকে খুন করেছে, কেন।'

চোখ কোঁচকাল কেলসো। 'কেইথ! তুমি বলতে চাইছ জন আর টম মিলে খুন করেছে তাকে?'

'অবশ্যই! আমি জানি, ডোয়েলের লোকেরা তার ওদিকে যায়ইনি। খুন তো অনেক পরের কথা। খুনীরা নাকি চারজন ছিল। তা তোমরা কেউ দেখেছ ওদের মৃতদেহগুলো?'

'ডার্বির টপ হ্যান্ড ছোকরা দেখেছে।'

'হাহ্! শোনো, বেনেট। তুমি যদি কোন খুনের প্রত্যক্ষ দর্শক হও, সীন থেকে পালিয়ে যেতে গিয়ে পায়ে গুলি খাও, এবং যদি তোমার মাথায় গান ঠেকিয়ে নির্দেশ দেয়া হয় মিথ্যে বলতে, অথবা যদি তোমাকে বিশাল কোনও র‍্যাঞ্চের ফোরম্যানের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, কি করবে তুমি?'

'এরকম প্রতিশ্রুতি ওকে দিয়েছে কেউ?'

'অবশ্যই! নইলে আমি কি বলছি? ডেপুটি নিক আলভেরেযকেও একই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সে হবে জন দুরানের ফোরম্যান।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল কেলসো। ভাবছে। 'তুমি জানলে কি করে?'

ফ্লেচার শ্রাগ করল। 'এ তো সোজা হিসেব। শেরিফের খুনী জেনেও টম হার্ডিকে কেন অ্যারেস্ট করছে না ব্যাটা?'

'তাহলে মিস্ জিনি কেন টমের হয়ে সাফাই গাইল সেদিন? কেন বলল, টম খুন করেনি তাকে?'

'তখন সে তাই জানত। আসল ঘটনা জেনেছে পরে। বেসিন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় সে কথা আমাকে বলে গেছে মিস্ জিনি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' কেলসো বলল। চিন্তার গভীর কুঞ্চন কপালে। 'সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তুমি বলতে চাইছ, জন দুরান আর টম হার্ডি গোটা টর্নেডো বেসিন দখল করতে যাচ্ছে ডার্বির টপহ্যান্ড আর নিকের

সাহায্যে? মিস্ জিনি তা জানতে পেরেই পালিয়েছে?'

মাথা দোলাল ফ্লেচার। 'বিশেষ করে ওরা নিককেও এরমধ্যে টেনে এনেছে জানার পর সাহস হারিয়ে ফেলেছে সে। এখন এ কথা সবাই জানে জন ও টম এক মৃতকে নিক সাজিয়ে শেরিফের অফিসের সামনে ফেলে রেখে তাকে গায়েব করে ফেলেছিল। চারদিন কোথায় ছিল নিক? দর কষাকষি করছিল ওদের সাথে। তার ফল হিসেবেই এখন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে পারছে টম হার্ডি।' একটু বিরতি দিল সে। 'বুঝলে কিছু? ঢুকেছে এখানে?' নিজের কপালের পাশে টোকা দিল।

'হুঁম্ম্!' গভীর চিন্তায় তলিয়ে গেল দুই নেস্টার, দীর্ঘ সময়ের জন্যে।

'ওরা তাহলে আমাদেরকে পথে বসাবার ফন্দী করেছে?' রে বেনেট বলল। চেহারা থমথম করছে।

ব্যাটারা ফাঁদে পা দিয়েছে বুঝতে পেরে পুলকিত হলো ফ্লেচার! 'অবশ্যই! তোমাদেরকে, আমাকে, সবাইকে। তোমাদের গরু কোথায়?'

'কেন, অক্স-বো রেঞ্জে।'

'ওগুলো আর ফেরত পাবে মনে করো?' ওরা একদৃষ্টে তাকে দেখছে খেয়াল করে বলে চলল সে, 'আসলে আমাদেরকে আর তোমাদেরকে বোকা বানিয়েছে জন আর টম। কাঁটা তোলার কাঁটা হিসেবে ব্যবহার করছে।'

'কিন্তু তোমাকে তো সে জন্যে খুব একটা চিন্তিত মনে হচ্ছে না, ফ্লেচার!' কেলসো বলল।

'কি করে বুঝলে? চিন্তিত না হলে পালিয়ে বেড়াতে যাব কেন?'

'পালিয়ে বেড়াচ্ছ! তুমি!'

'হ্যাঁ। তিনদিন হলো মিস জিনিয়া মেইন বেসিন ছেড়ে পালিয়েছে। যাওয়ার আগে আমাকে বলেছে, এখন আমিই নাকি ওদের টার্গেট। আমাকে খুঁজছে ওরা। সেই থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

আবার দীর্ঘ নীরবতা।

'তাহলে···ওই লোকটা কে হতে পারে?' কেলসো বলল। 'যার লাশ পাওয়া গেছে শেরিফের···'

'এত বোকা কেন তোমরা?' গলায় রাগ ফোটাল ফ্লেচার। 'আরে, ওই তো সেই লোক যাকে পাঠাতে কাউন্সিল অ্যাসোসিয়েশনকে লিখেছিল শেরিফ, এই সোজা কথাটা বুঝছ না? তাকে খুন করে নিজেকে তাদের লোক বলে পরিচয় দিয়ে বেড়াচ্ছে টম হার্ডি!'

'তা এভাবে কদ্দিন পালিয়ে বেড়াবে?' একটু পর রে বেনেট বলে উঠল। 'সব যখন জানাই আছে, কিছু করছ না কেন?'

'চেষ্টা তো করছি, কিন্তু একা একা···' ইচ্ছে করে থেমে গেল ফ্লেচার। 'অবশ্য তোমাদের সাহায্য পেলে এর একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে পারতাম।'

'কি ধরনের সাহায্য? কি করতে চাইছ?'

'খুন। টম হার্ডিকে খুন করতে পারলেই সমস্যা মিটে যেত।'

'খুন!' কেলসো বলল।

'কেন নয়? অবশ্য আমি তো ওর ধারেকাছে ঘেঁষতে পারব না এখন। আমাকে দেখলেই সন্দেহ করবে শয়তানটা। তোমরা দু'জন যদি···' আবারও ইচ্ছে করে বক্তব্য অসমাপ্ত রাখল সে।

'কিন্তু আমি তো গান ফাইটার নই,' কেলসো বলল। 'বেনেট করতে পারে কাজটা, ইচ্ছে করলে।'

অন্যজনের দিকে তাকাল ফ্লেচার, কিন্তু কোন আগ্রহ দেখতে পেল না তার চেহারায়। তাই তাড়াতাড়ি বলল, 'এক কাজ করা যাক্। তোমাদেরকে খুন করতে হবে না। তোমরা শুধু টম হার্ডিকে কায়দা করে এমন কোথাও নিয়ে যাবে; ধরো, কোন অন্ধকার কেবিনে, তাহলেই চলবে। বাকি কাজ আমি সারব।'

পকেট থেকে জিনির নেকারচীফটা বের করল সে। 'এই যে, এটা তোমাদের কেউ একজন গিয়ে ওকে দেবে। কেলসো গেলে ভাল হয়। বলবে, তোমার সাথে দূরে কোথাও দেখা হয়েছে মিস্ জিনির। সে এটা

টমকে দিয়ে একটা মেসেজ পৌঁছে দিতে বলেছে তোমাকে।'

'কি মেসেজ?'

'ধরো, সে টমের সাথে গোপনে দেখা করতে চায়, একা। কেইথের কেবিনে? হ্যাঁ, ওখানেই।'

'যদি টম বিশ্বাস না করে?'

'করবে। এটা দেখলে নিশ্চই করবে। ও ভালই চেনে কার জিনিস এটা।'

'তাহলে আর দেরি করছি কেন?' উঠে পড়ল কেলসো। 'যদি ব্যাটা খবর পেয়ে এখনই ছোটে ওদিকে?'

শ্রাগ করল ফ্লেচার। 'আমি রেডি থাকব।'

এগারো

লবির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে মট বিডেল। অলস চোখে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। একঘেয়ে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়েছে ভোর থেকে, থামার লক্ষণ নেই। ভিজে প্যাচ প্যাচ করছে পীভি।

অলস দৃষ্টি নড়ে উঠল তার, তীক্ষ্ণ হলো। আড়াল থেকে মেইন স্ট্রীটে উঠে এসেছে এক রাইডার। এদিকেই আসছে। তার স্লিকার বেয়ে টপ্ টপ্ করে পানি পড়ছে।

'রাইনো,' ডাকল সে।

জানালার কাছে এক রকারে বসে এক মাস আগের খবরের কাগজে চোখ বোলাচ্ছে হোটেল মালিক রাইনো ফিল্ডস। বিশালদেহী, কঠোর চেহারার মানুষ সে। মুখটা গোল চাঁদের মত, প্রকাণ্ড। ডাক

শুনে চোখ তুলল।

'মেয়েরা কোথায়?'

'ঘুমাচ্ছে।'

'খেয়াল রাখো। কেউ আসছে।'

'ঘোঁৎ' করে উঠল লোকটা, আবার মন দিল পত্রিকায়।

হোটেলের পাশের বড় এক পাইনের নিচে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল টম হার্ডি। দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পায়ে উঠে এল পোর্চে। ঘুমের অভাবে চোখ লাল হয়ে আছে তার, মুখটা শুকনো। ওকে দেখেই চিনল বিডেল, পাকস্থলীতে একটা ঠাণ্ডা গিঁট অনুভব করল। সরে দাঁড়াল পথ থেকে।

'হাউডি,' বলল টম।

মাথা ঝাঁকাল সে, ভেস্টের পকেট থেকে কাঠি বের করে দাঁত খোঁচাতে শুরু করল। ভেতরে ঢুকে রাইনোর মুখোমুখি হলো টম হার্ডি। 'খাবার পাওয়া যাবে কিছু?'

'এটা হোটেল নয়,' রাইনো বলল।

'আমি তা জানতে চাইনি। জানতে চেয়েছি খাবার আছে কি না। খুব খিদে পেয়েছে।'

'ঠিক আছে,' ভেতর দিকে মুখ করে মৃদু গলায় উতে ভাষায় কিছু বলল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনিং রুমের দরজায় হাজির হলো এক উতে যুবতী। মোটা, গম্ভীর চেহারার। নির্বিকার। রাইনোর নির্দেশ শুনে চলে গেল সে কিচেনে।

এদিকে ভেতরের চারদিকে নজর বোলাচ্ছে টম হার্ডি। জিনির কোন সূত্র চোখে পড়ে কি না দেখছে। গত তিনদিন থেকে এই করছে ও, অন্তত ডজনখানেক লাইন ক্যাম্পে গেছে মেয়েটার খোঁজে। ফল হয়েছে একই। কোথাও নেই জিনি। একদম বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন।

অবশ্য এখানকার কথা আলাদা, ভাবছে টম, অনেকগুলো রুম আছে এটায়। পোর্চে এক পাঞ্চারও আছে। কে ও? ডোয়েলের লোক?

কে জানে! জন বলেছে পীভি এক আজব জায়গা, রাইনো ফিল্ডস আরও বেশি আজব কিসিমের মানুষ। তার মেজাজ-মর্জি বোঝা বড় দুঃসাধ্য। লোকটা বাউন্টি হান্টার।

'থাকার রূমও চাই একটা,' বলল ও।

'বলেছি না এটা হোটেল নয়?'

'বলেছ। কিন্তু ওপরে রূম তো আছে নিশ্চই?'

'না।' কড়া দৃষ্টিতে তাকাল রাইনো ফিল্ডস।

বিডেলকে দেখাল টম। 'তোমার ছেলে?'

'না।'

'ও ঘুমায় কোথায়?'

'কিচেনে।'

'বিশ্বাস করলাম না।'

'সে তোমার খুশি,' বলে বিডেলের দিকে তাকাল লোকটা। 'অ্যাই!' যুবক ভেতরে এসে দাঁড়াতে পত্রিকা ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখল। 'সরে পড়ো এখান থেকে।'

বিস্মিত হলো বিডেল। 'কেন?'

'আমি সবাইকে সাহায্য করতে রাজি আছি,' ঝাঁঝের সাথে বলল সে। রাগে প্রকাণ্ড মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। 'কিন্তু আমাকে যারা বিশ্বাস করে না, তাদেরকে করতে রাজি নই।'

'বুঝলাম না,' হতভম্ব চেহারা হলো বিডেলের। 'হয়েছে কি?'

'হয়েছে কি!' ভেঙাল লোকটা। 'তোমরা ভেবেছ কায়দা করে একজন একজন করে আসবে আর এখানে জড়ো হয়ে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে! অনেক হয়েছে, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।'

'কি মুশকিল! একজন একজন করে মানে? আমি তো একা...'

'আমি বুঝি ওসব!' প্রায় ধমকে উঠল লোকটা। পকেট থেকে কিছু কয়েন বের করে সশব্দে সামনের টেবিলে রাখল। 'এই নাও তোমার টাকা। আউট!' উঠে ডাইনিং রূমের দিকে পা বাড়াল।

'বলছি তো একে আমি চিনি না!' পিছন থেকে বলল পাঞ্চার।

'জাস্ট গেট আউট, ম্যান! আর তুমি,' টমকে বলল, 'খাওয়া শেষ হলে এক মিনিটও থাকা চলবে না এখানে। বুঝেছ?'

লোকটা আড়ালে চলে যেতে হতভম্ব দৃষ্টিতে বিডেলের দিকে ফিরল টম হার্ডি। 'ব্যাপারটা কি?'

শ্রাগ করল পাঞ্চার। 'কি জানি! বুঝতে পারছি না।' খুব সম্ভব, ভাবল সে, ডোয়েল হার্টের ওপর খেপে গেছে ব্যাটা। জিনিকে তার এখানে পাঠানো প্রথম থেকেই ভাল মনে হয়নি রাইনোর, তাও আবার সঙ্গে সম্পূর্ণ অচেনা এক যুবক সহ। হয়তো ভেবেছে দুই ঝামেলা বর্তমান থাকতে আরও এক ঝামেলা তার ওপর কায়দা করে চাপিয়ে দিয়েছে হার্ট। 'ও হয়তো ভাবছে তুমি-আমি একসঙ্গে আছি, অথচ চালাকি করে আলাদা আলাদা এসেছি।'

'একসঙ্গে থাকলেই বা কি?' টম বলল।

শ্রাগ করল বিডেল। 'কি করে বলি? নিজের চোখেই তো দেখলে সব, তুমি বুঝেছ কিছু? তবে যদ্দূর মনে হয় আমাদেরকে ও আউটল ভাবছে। মনে করেছে পালিয়ে বেড়াচ্ছি আমরা।'

'তো?'

'ব্যাটা বাউন্টি হান্টার। একজন আউটলকে তবু সহ্য করা যায়, দু'জন একটু বেশি হয়ে যায় না?'

'বুঝলাম।'

খানিক পর ডাক পড়তে ডাইনিং রুমে চলে এল টম হার্ডি ও মট বিডেল। রাইনো ফিল্ডসও বসল ওদের সাথে। খাওয়া শেষ হতে শেষ চেষ্টা করল পাঞ্চার। বলল, 'তোমার ভুল হচ্ছে, রাইনো। একে আমি জীবনে আজই প্রথম দেখছি।'

'খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আগে চলে যাও। দু'জনেই,' শান্ত গলায় বলল লোকটা। গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেল।

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রোজির বডিগার্ড। টমের দিকে ফিরল। 'তুমি কোথায় যাবে?'

'দেখি। যাব একদিকে।'

ওপরতলার এক জানালা দিয়ে দুই যুবককে চলে যেতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল রাইনো ফিল্ডস। বুকের মৃদু কাঁপুনি কমে এল। ওফ্, ভাবল সে, বড় বাঁচা বেঁচেছে আজ। টম হার্ডিকে সহজ বান্দা মনে হয়নি তার। যদিও তাকে চেনে না সে, নামও শোনেনি, কিন্তু এখানে ও কেন এসেছে, তা প্রথম দর্শনেই কি করে যেন বুঝতে পেরেছিল।

তাই ওকে ভুল বোঝাবার জন্যে এতক্ষণ অভিনয় করেছে সে মট বিডেলের সাথে। দরকার ছিল এর। বিডেল নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছে। তা হোক, পরে সামলে নেয়া যাবে সেটা। ওফ্, ওরা খাওয়ার সময় যদি মিস্ জিনি এসে হাজির হত, কি যে ঘটত আজ!

ওদিকে অক্স-বোর দিকে রওনা হয়ে গেল টম হার্ডি। ভাবছে অহেতুক এখানে ছুটে এসেছিল সে। জিনি আসেনি এদিকে। প্রথমে পাঞ্চারটাকে দেখে সন্দেহ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরে যা দেখল, তাতে এখন নিশ্চিত যে ভুল জায়গাতেই এসেছিল ও। আঁধার হয়ে আসতে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল টম, বড় করে আগুন জ্বেলে শুয়ে পড়ল।

জিনির কথা ভাবল, কোথায় ও? সত্যিই চলে গেছে? জমিজমা সব ডোয়েল হার্টের কাছে বিক্রি করে? সেদিন যে মেয়ে উল্টে ওকেই অপরাধবোধে ভুগছে বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তার কাছে এতই অসহ্য হয়ে উঠেছিল পরিস্থিতি যে কাউকে কিচ্ছু না বলে একেবারে এলাকা ছেড়েই চলে যেতে হলো?

মন বলছে, না। এ হতে পারে না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্র আছে। না থেকেই পারে না। এত কষ্ট করে নেস্টার-র‍্যাঞ্চারদের যে এক করল, লড়াইয়ের ভয়ঙ্করত্বের কথা জেনেও যে পিছপা হয়নি, সে এত সহজে সব ছেড়েছুড়ে চলে যেতে পারে না। ভাবতে ভাবতে, বৃষ্টির একঘেয়ে আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

অক্স-বো পৌঁছল পরদিন সন্ধের দিকে। দূর থেকে বাঙ্কহাউসে আলো জ্বলছে দেখতে পেল ও। অ্যাকর্ডিয়ানে করুণ সুর তুলছে কেউ.

বিষণ্ন করে তুলেছে পরিবেশ। ক্লান্ত পনিটাকে কোরালে রেখে বেরিয়ে এল টম, এই সময় অন্ধকারের মধ্যে থেকে কেউ ওর নাম ধরে ডাক দিল।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল টেক্সান, হাত পৌঁছে গেছে গানের বাঁটে। 'কে?'

'আমি কেলসো। খবর আছে তোমার জন্যে।'

'কি?'

'মিস মেইনের সাথে দেখা হয়েছে আমার।'

দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে লোকটার মুখোমুখি হলো ও। 'কি বললে?'

ওর অবিশ্বাস্য রকম দ্রুত নড়াচড়া দেখে মনে মনে কুঁকড়ে গেল কেলসো। 'ঠিকই শুনেছ তুমি। এই যে, এটা আমাকে দিয়েছে সে তোমাকে দিতে।'

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে নেকারচীফটা দেখেই কপাল কুঁচকে উঠল টম হার্ডির। 'নিখোঁজ হওয়ার দিন সকালে এটা ও পরে ছিল,' বলল আপনমনে। 'কোথায় দেখা হয়েছে তোমাদের?'

'ব্যাডল্যান্ডে।'

'কিভাবে? বলো, ম্যান!'

'ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি, ডাক শুনে তাকিয়ে দেখি মিস মেইন। রক রিম থেকে নেমে আসছে। আমাকে বলল, আমি তোমাকে একটা মেসেজ দিতে পারব কি না। আমি বললাম, ' "গড'অলমাইটি! কেন পারব না? সে তো তোমার খোঁজে ক'দিন থেকে হয়রান"। সে বলল, "খোলা জায়গায় বেরুতে অসুবিধে আছে আমার। তুমি টমকে বলো, আজ রাতে আমার সাথে কেইথের কেবিনে দেখা করতে"। আমি বলেছি আমি চেষ্টা করব।'

'কেন?' দ্রুত প্রশ্ন করল টম। 'কি অসুবিধে ওর বেরুতে?'

'জানি না। তবে মনে হয়েছে, কোন কারণে ভয়ে ভয়ে আছে ও।'

'কিসের?'

মাথা নাড়ল নেস্টার। 'বলতে পারব না।'

'কখন দেখা হয়েছে তোমাদের?'

'আজই। খুব ভোরে।'

'আজই দেখা করতে বলেছে?'

'হ্যাঁ,' বলল কেলসো। 'আজ রাতের মধ্যে। কথাটা কাউকে বলতে নিষেধ করেছে।'

'ঘোড়া আছে তোমার সাথে?' ব্যগ্র হয়ে উঠল টেক্সান।

'আছে।'

'চলো, আমার সাথে তুমিও যাচ্ছ।' উত্তেজনায় মৃদু মৃদু কাঁপছে ও। আশ্চর্য! মিস মেইন এখানেই আছে! বেঁচে আছে! কিসের ভয়ে, কার ভয়ে আত্মগোপন করে আছে মেয়েটা! পথে কেলসোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করল জিনি সম্পর্কে। কিছু প্রশ্নের উত্তর পেল, কিছুর পেল না। নেস্টার তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন।

টম হার্ডি খেয়ালই করল না। সে-ও নিজের চিন্তায় মগ্ন, তবে সেসব নিজের লাইনের। মাঝরাতের একটু পর ব্যাডল্যান্ডে পৌঁছল ওরা। ক্যানিয়নে কেইথের কেবিনে কোন আলোর আভাস নেই দেখে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করল টেক্সান। ফুটহিলে চোখ বোলাল, সেখানেও অন্ধকার।

'আলো নেই কেন?'

ঘোড়া থামাল কেলসো। নিরীহ গলায় বলল, 'ফাঁদ নয়তো?'

'কিসের ফাঁদ? এসো।' একদম বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। কোন সাড়া নেই। আলো জ্বলছে না। 'জিনি!' ডাকল টম।

জবাব নেই।

'আশ্চর্য!' কেলসো বলল বিড়বিড় করে। 'কেউ নেই নাকি?' সীটের সাথে ঘষে একটা কাঠি জ্বালল কেলসো, টমের হাতে ওটা ধরিয়ে দিয়ে নেমে ঢুকে পড়ল ঘরে। টমও ঢুকল, জ্বলন্ত কাঠি ওপরে তুলে ধরে দাঁড়াল। প্রথম রুম দেখা সেরে মাঝের বন্ধ দরজা ঠেলে পরের ঘরে গিয়ে ঢুকল কেলসো। 'এঘরও খালি। নেই মনে হয় কেউ।'

টম অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পা ফেলার আগেই ডানদিকে, দরজার ঠিক এপাশে, কাপড়ের হালকা খস্ খস্ আওয়াজ উঠল। শেষ হয়ে আসা কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে ডাইভ দিল ও। মেঝেতে পড়েই দুই গড়ান দিয়ে সরে গেল। ঠিক তখনই পিলে চমকানো শব্দে গর্জে উঠল একটা শটগান, ঠিক ওর মাথার পাঁচ ফুটের মধ্যে ।

মূর্তির মত পড়ে থাকল টম হার্ডি, একচুল নড়তে সাহস হচ্ছে না। গাঢ় অন্ধকার চারদিকে যেন কুচকুচে কালো আলকাতরার দেয়াল তুলে রেখেছে। দেখা তো দূরের কথা, কোনরকম নড়াচড়ার আভাস পর্যন্ত পাচ্ছে না ও। মাঝের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। কেলসো ব্যাটা কোথায় গেল? কিছু করছে না কেন? ওটা কি সেট করা গান ছিল?

একচুল একচুল করে হাত বাড়াল টেক্সান, একদম নিঃশব্দে সিক্স গান ড্র করল। এই সময় দ্বিতীয় রূম থেকে নেস্টারের প্রায় ফিসফিসে গলা ভেসে এল, 'কাজ হয়েছে, বেনেট?'

ব্যাপার টের পেয়ে নিঃশব্দে দাঁতে দাঁতে চাপল ও, অপেক্ষায় থাকল সুযোগের।

'আমি জানি না,' ভয়তাড়িত একটা কণ্ঠ সাড়া দিল এ রূম থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ সই করে গুলি ছুঁড়ল টম, তিন গড়ান দিয়ে সরে গেল। শট গান হুঙ্কার ছাড়ল, ফ্ল্যাশের আলোয় ঝলসে উঠল রূম। সেদিকে নির্দ্বিধায় পর পর তিনটে গুলি করল টম, একটা টানা, ঘড়ঘড়ে 'আ-আ-হ্!' কাতর ধ্বনি উঠল, তার সাথে দেয়ালের প্লাস্টারে কাপড় ঘষার ও ভারী কিছু পতনের। উঠে পড়তে যাচ্ছিল ও, এমন সময় মাঝের দরজা খুলে কেলসো গুলি করল। টমের বুটের খুব কাছে ঠক্ করে বিঁধল বুলেট।

একটু অপেক্ষা করে জায়গা থেকে সরে গিয়ে উঠে পড়ল টম। 'আমি আসছি, কেলসো!' পা টিপে টিপে শটগানধারীর দিকে এগোল। তিন কদম যেতেই একটা অনড় দেহের সাথে পা ঠেকল, সেদিকে সিক্স গান ধরে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল। নড়ল না লোকটা। ঝুঁকে হাত বাড়াল যুবক, দেহের পাশে পড়ে থাকা শটগানটা তুলে নিল।

লাশের পকেট হাতড়ে দুটো শেল পেয়ে যথাসম্ভব নিঃশব্দে লোড করল।

'আমি আসছি, কেলসো। সাবধান, শটগান আছে আমার হাতে।'

নড়াচড়ার আওয়াজ নেই, তবে ওর মনে হলো পরের রূমে শব্দ করে দম নিচ্ছে ব্যাটা। নাকি ওর নিজের নিঃশ্বাসের আওয়াজ?

'টম হার্ডি, আমি সারেন্ডার করছি,' ভীত কণ্ঠে সাড়া দিল নেস্টার।

জবাব দিল না ও, নিঃশব্দে ক্রল করে এগোল। মাঝের দরজা খোলাই ছিল, ওটা পেরিয়ে দ্বিতীয় রূমে চলে এল। দরজার কাছ থেকে সরে এসে আন্দাজে শটগান তুলল শোয়া অবস্থায়ই। পুরো দু'মনিট অপেক্ষা করল। নেই। কোনরকম সাড়াশব্দ নেই।

লোকটা আছে না পালিয়েছে? ভাবতে ভাবতে শটগান তুলল টেক্সান। এত দীর্ঘ নীরবতা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করল কেলসোর নার্ভে, ব্যাপারটা সহ্যের বাইরে চলে যেতেই দরজা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসল সে, অন্ধের মত। ফ্ল্যাশ সই করে জবাব দিল টমের শটগান, কয়েক ফুট দূর থেকে শুয়ে থাকা কেলসোকে চিরঘুম পাড়িয়ে দিল ও। শটগান ফেলে ম্যাচ জ্বালল।

কেলসোকে দেখল একপলক। প্রায় গোটা মাথাই উড়ে গেছে ব্যাটার। শ্রাগ করে সামনের রূমে এসে প্রথম লাশটা দেখল। চেহারা চেনা চেনা লাগলেও মনে করতে পারল না কোথায় দেখেছে তাকে। আরও একটু ঝুঁকে বুলেট কোথায় লেগেছে দেখতে যাচ্ছিল টম, আচমকা জানালার বাইরে থেকে গুলি করল কেউ। আচমকা কাঁধে আগুনে পোড়ানো শিক গেঁথে দিয়েছে যেন কেউ, এমন অনুভূতি হলো ওর। একটা আর্তচিৎকার করে পড়ে গেল টেক্সান, কিন্তু তার আগেই নির্দিষ্ট জানালা লক্ষ্য করে পরপর দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল।

বাইরে বিজাতীয় একটা আওয়াজ উঠল, পরমুহূর্তে ধুপ্‌ধাপ্ এলোপাতাড়ি পায়ের শব্দ। পালাচ্ছে কেউ! গোঙাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। ওঠার চেষ্টা করল টম হার্ডি, প্রথমবার ব্যর্থ হলো। আবার চেষ্টা করল, এবার সক্ষম হলো, তবে মাথা ঘুরছে ভীষণভাবে। দেয়াল হাতড়ে

হাতড়ে দরজায় পৌঁছল ও, তখনই কোরালের দিক থেকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ উঠল।

পড়ে যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে খাড়া রাখল নিজেকে। ম্যাচ জ্বেলে মাটিতে কিছু খুঁজতে লাগল। আছে! জানালাটার নিচেই অনেকখানি রক্ত। ওখান থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় চলে গেছে কোরালের দিকে।

দুর্দমনীয় ক্রোধ খাড়া রাখল টমকে, ঠেলে নিয়ে চলল কোরালের দিকে।

পালাচ্ছে স্কট ফ্লেচার। টমকে গুলি করে দৌড় দেয়ার জন্যে একটু উঁচু হয়েছিল সে, তখনই পাল্টা গুলি ছুঁড়ে বসল হারামজাদা। বাঁ পাঁজরের একটু নিচে লেগেছে তার, ভেতরে ঢুকে গেছে বুলেট। তাও ভাল যে একটা লেগেছে, দুটো লাগলে আর নড়তে হত না।

কিছুদূর এসে ক্ষত পরখ করে দেখার জন্যে একটু থেমেছিল ফ্লেচার, তখনই পিছনে শক্ত মাটিতে দ্রুত অগ্রসরমান খুরের শব্দ শুনে সচকিত হলো। কান পেতে শুনল সে। হ্যাঁ, এদিকেই আসছে! ব্যস্ত হয়ে পূর্ণ গতিতে পনি ছোটাল ফ্লেচার। পরের একটা ঘণ্টা জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মধ্যে কাটল তার। বহুভাবে চেষ্টা করেও টমকে কাটাতে পারল না, জোঁকের মত পিছনে লেগেই থাকল যুবক। ফ্লেচারের কোন কৌশলই কাজে এল না।

অতএব সে চেষ্টা ছেড়ে এবার সত্যি সত্যি পালাতে লাগল। একটু ঘুরপথে নিজের র‍্যাঞ্চে পৌঁছে ঘোড়া ভাগিয়ে দিল, স্যাডল খড় দিয়ে ভাল করে ঢেকে রেখে কূকশ্যাক থেকে এক কাপ ময়দা নিয়ে নিজের রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিল দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে দম নিতে লাগল বল ফিরে পাওয়ার জন্যে। পারছে না, কিন্তু আতঙ্ক দাঁড় করিয়ে রাখল ফ্লেচারকে।

টলতে টলতে এগোল সে, পরনের কাপড়-চোপড় খুলে লুকিয়ে ফেলল, টেবিলের ড্রয়ার থেকে নিজের হান্টিং ছুরিটা বের করে কম্বল থেকে চওড়া একটা ফালি কাটল। এরপর ক্ষতের ওপর ময়দা চেপে

চেপে বসিয়ে ফালিটা দিয়ে পেঁচিয়ে কষে বাঁধল নিজেকে।

মাথা ঘুরছে, দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, তবু মনের ওপর জোর খাটিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সোজা রাখল ফ্লেচার। পানি দিয়ে রক্ত ধুয়েমুছে বেসিনটা বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখে পরিষ্কার আন্ডারওয়্যার স্যুট পরে নিল। তারওপর পরল লিভাই। সবশেষে তীক্ষ্ণ চোখে চারদিক দেখে নিয়ে নিশ্চিত হয়ে উঠে পড়ল বিছানায়, তার আগে বাতি নিভিয়ে দিতে ভুলল না।

একটু পরই এল টম হার্ডি, চিমনি তখনও পুরো ঠাণ্ডা হতে পারেনি। দরজায় দমাদম্ শব্দ শুনে উঠে বসল ফ্লেচার, আলো জ্বেলে আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। নাহ্, রক্ত বের হচ্ছে না ক্ষত থেকে, থামিয়ে দিয়েছে ময়দার প্রলেপ। টেবিলের ওপর ভুলে রেখে দেয়া ছুরিটা বিছানার তলায় পাঠিয়ে দিয়ে দরজা খুলল। এক হাতে আলো।

টম হার্ডি দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনেই। দু'চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করছে, যন্ত্রণায় চেহারা ফ্যাকাসে, নাকের দু'পাশ কুঁচকে আছে। এক হাতে গান, অন্যহাত রক্তে ভেসে যাচ্ছে। 'একি!' আঁতকে উঠল ফ্লেচার। 'কি হয়েছে তোমার, হার্ডি?'

'তুমি জানো না?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করল টেক্সান।

না শোনার ভান করল সে। 'এত রক্ত!'

'হ্যাঁ।' অপলক চোখে লোকটাকে দেখছে টম হার্ডি, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিকার সে। একদম স্বাভাবিক।

'লোকজন ডাকব?'

'না।' অপেক্ষায় আছে টেক্সান, একটু প্রমাণের অপেক্ষায়, সে যত সামান্যই হোক, একটা প্রমাণ দরকার ব্যাটাকে ধরার জন্যে। তিন মাইল আগে ক্রীকের কাছে এসে হামলাকারীর ট্র্যাক হারিয়ে ফেলেছে সে সম্পূর্ণ ভাবে। কিন্তু রাইডার যে-ই হোক, সে যে এদিকেই এসেছে, সে ব্যাপারে একফোঁটাও সন্দেহ নেই। এই র‍্যাঞ্চ ছাড়া এখানে আত্মগোপন করার আর কোন জায়গা নেই। তার মানে···।

কিন্তু সামনে দাঁড়ানো লোকটা অবিচল। নাকের কাছটা সামান্য কুঁচকে আছে, এ ছাড়া একদম স্বাভাবিক। তবু সন্দেহ গেল না ওর। 'আজ রাতে কোথায় ছিলে তুমি?'

'বিছানায়, কেন?'

'তার আগে?'

'টাউনে।'

'তোমাকে অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?'

'বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিলাম,' বিরক্ত হয়ে উঠল ফ্লেচার। 'কিন্তু এত প্রশ্ন করছ কেন তুমি?'

'তিন জ্যাসপার একটু আগে খুন করতে চেয়েছিল আমাকে। দুটোকে শেষ করেছি, এখন তৃতীয়টাকে খুঁজছি।'

'গড! হলো কি আজ তোমার? তুমি কি আমাকেই তৃতীয়জন ভাবছ?' নিখাদ বিস্ময় ফুটল তার চেহারায়।

'কি ভাবব বুঝতে পারছি না।'

'তো? এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে চাও নাকি সারারাত?'

'না,' মাথা নাড়ল টম হার্ডি। 'তোমার ঘর সার্চ করতে চাই।'

দাঁতে দাঁত পিষল স্কট ফ্লেচার। 'তোমাকে এই মুহূর্তে একটা উচিত শিক্ষা দিতে পারলে খুব খুশি হতাম, কিন্তু তোমার যা অবস্থা, তাতে...' দরজা থেকে সরে দাঁড়াল, 'এসো। দেখে যাও। কিন্তু জলদি।'

দু'মিনিটে নিজের ভুল বুঝতে পারল টেক্সান, ফিরে এল দরজার কাছে। ফ্লেচার তখনও আগের জায়গায়ই দাঁড়িয়ে আছে। 'দুঃখিত,' বলল ও। 'আমার ভুল হয়েছে।'

'গেট আউট!' চাপা হুঙ্কার ছাড়ল লোকটা। টমের ঘোড়ার খুরের আওয়াজ দূরে সরে যেতে দরজা বন্ধ করল। ফুঁ দিয়ে আলো নেভাল, পরমুহূর্তে জ্ঞান হারিয়ে ওখানেই লুটিয়ে পড়ল।

বারো

পরদিন ভোরে নিজেকে একই জায়গায় আবিষ্কার করল স্কট ফ্লেচার। মাথার কাছে ল্যাম্পের চিমনি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে আছে। উঠে বিছানায় শুলো সে, নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল। ডোয়েল হার্টের বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়ে গেছে। এবার? এখন কি করবে লোকটা? তার ব্যাপারে সব জানিয়ে দেবে টমকে?

কূকের গলা শুনে চোখ মেলল সে। 'এক লোক এসেছে, বস্,' বলল লোকটা। 'দেখা করতে চায়।'

'কে?'

'আগে কখনও দেখিনি।'

'আসতে বলো।' উঠে দু'পা ঝুলিয়ে বসল সে। দরজায় সাড়া পেয়ে মুখ তুলল। হার্টের এক রাইডার লোকটা, কঠিন মাল।

'বস্ ডেকেছে তোমাকে,' বলল সে।

'তাই নাকি?' ব্যঙ্গের সুরে বলল র‍্যাঞ্চার। 'কিন্তু আমার যে সময় নেই।'

ভুরু কোঁচকাল রাইডার, 'যাবে না বলছ?'

'হ্যাঁ। তাকে গিয়ে বলো, আমার সময় নেই। অনেক কাজ...' হঠাৎ কি মনে হতে থামল ফ্লেচার। 'নতুন কিছু গানম্যান আসার কথা ছিল ডোয়েলের সাথে, এসেছে নাকি?'

'কিছু এসেছে। কিছু কাল আসবে।'

'ঠিক আছে। যাও।'

'বসকে কি বলব?' দরজার কাছে গিয়ে বলল রাইডার।

'বলবে জাহান্নামে যেতে বলেছি আমি।'

রাইডার চলে যেতে খানিকটা হুইস্কি পেটে চালান করল ফ্লেচার, আবার বিছানায় এসে বসল। গুলি খাওয়া জায়গাটায় ভোঁতা ধরনের একটা ব্যথা অনুভব করছে, জায়গাটা আড়ষ্ট হয়ে আছে। এছাড়া নইলে প্রায় স্বাভাবিকই আছে সে।

খেলা বোধহয় শেষ হতে চলেছে, ভাবল ফ্লেচার। টম হার্ডিকে শেষ করে দিতে ব্যর্থ হয়েছে সে, ডোয়েলের বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়ে গেছে, তারওপর তাকে আবার জাহান্নামে যেতেও বলে দিয়েছে। অর্থাৎ খেলা শেষই হয়েছে বলা চলে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে র‍্যাঞ্চাররা জেনে যাবে তার বিশ্বাসঘাতকতার কথা।

হাই তুলল ফ্লেচার। এখন এখান থেকে কেটে পড়া ছাড়া তার উপায় নেই। নইলে মরতে হবে। যাবে সে, কিন্তু তার আগে হারামজাদা ডোয়েল হার্টকে জনমের মত একটা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করে যেতে পারে সে। বেসিনে আরও কয়েক হাজার ভেড়া আসছে তার, সঙ্গে আসছে বিশজন নতুন ভাড়াটে গানম্যান, এই খবরটা জানিয়ে যেতে পারে।

খবরটা পেলে তাকে ঠেকাবার ব্যবস্থা নিতে পারবে ওরা, হয়তো ধ্বংসই করে দিতে পারবে বদমাশটাকে। পথের ফকির বানিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু ওতে মন ভরবে না স্কট ফ্লেচারের, সে চায় এমন শাস্তি দিতে, যা তাকে উন্মাদ করে দেবে। পীভি গিয়ে রোজমেরি হার্টকে কিডন্যাপ করবে সে। সাদা চোখে ওদের বাপ-মেয়ের সম্পর্ক যেমনই দেখাক, সে জানে মেয়েকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে ডোয়েল।

ওখানটায় ভীষণ রকম দুর্বল সে। খোঁচাটা ওখানেই দিতে হবে যাতে মেয়ের শোকে উন্মাদ হয়ে ওঠে হারামাজাদা। তার প্রাণের বিনিময়ে তখন ফ্লেচার যা-ই দাবি করুক, দিতে একমুহূর্তও দেরি করবে না। তখন···ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল সে, পায়চারি করতে লাগল। উত্তেজনায় চক্‌চক্ করছে চেহারা।

একটু পর টেবিলে এসে বসল সে, চিঠি লিখতে বসল টম হার্ডিকে। লিখল:

টম হার্ডি,

টর্নেডো বেসিনকে কেন্দ্র করে লড়াই শুরু হওয়ার আগে থেকেই আমি ডোয়েল হার্টের হয়ে কাজ করে আসছিলাম। পরিকল্পনা ছিল, এখান থেকে র‍্যাঞ্চারদের ভাগিয়ে দিয়ে আমরা দু'জন গোটা বেসিন দখল করব। কিন্তু এঁটে উঠতে না পেরে শর্ত ভঙ্গ করল ডোয়েল, আমার বিশ্বাসঘাতকতার কথা ফাঁস করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে যা করার কথা ছিল না, তাই করতে বাধ্য করল আমাকে। তা হলো তোমাকে খতম করে দেয়া। এ জন্যে আমাকে সাত দিনের সময় দিয়েছিল সে, গতকাল সে সময় শেষ হয়ে গেছে। কেইথের কেবিনে কালই প্রথম ও শেষবারের মত সে চেষ্টা করেছিলাম, ফলাফল তো তোমার জানাই আছে।

সে সব এখন থাক্। আমি জানি আমার ব্যাপারে তোমাদেরকে খুব শীঘ্রি জানাতে যাচ্ছে ডোয়েল, তাই আমিই আগেভাগে জানিয়ে দিলাম। আর একটা বিশেষ কারণও আছে। তা হচ্ছে তোমাকে খুব জরুরী একটা খবর জানানো। অবিশ্বাস করো না দয়া করে।

খবরটা হলো, আজ-কালকের মধ্যে ডোয়েলের আরও কয়েক হাজার ভেড়া ও বিশজন ভাড়া করা গানম্যান আসছে বেসিনে। তাদের কয়েকজন এসেও পড়েছে এরমধ্যে।

এবার ওদেরকে ঠেকানোর এবং ডোয়েল হার্টের লোভের হাত থেকে র‍্যাঞ্চারদের রক্ষা করার ব্যাপারে একটা পরামর্শ: আমার খবর তোমাকে জানিয়ে ডোয়েল নিঃসন্দেহে আশা করবে তুমি এর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছ। কিন্তু তুমি ডোয়েলকে কোনভাবেই তোমার বা র‍্যাঞ্চারদের কারও সাথে যোগাযোগ করতে দিয়ো না। পাত্তা দিয়ো না ওকে।

এর ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ডোয়েল হার্ট, নিজের পুরো শক্তি নিয়ে

আমার র‍্যাঞ্চে হামলা চালাতে ছুটে আসবে। তার আগেই তুমি তোমার পুরো শক্তি নিয়ে এসে আমার এখানে ওদের অপেক্ষায় থেকো। ওরা এলে ঘেরাও করে খতম করে দেবে সবক'টাকে। ডোয়েল নিজে হয়তো থাকবে না দলে, কিন্তু তার পুরো শক্তি যে থাকবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর মত ভয়ঙ্কর এক শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করার এমন চমৎকার সুযোগ তুমি আর পাবে না। যদি তা হাতছাড়া করো, ডোয়েল একের পর এক রেইড চালিয়ে পুরো বেসিন তছনছ করে ছাড়বে।

আরেকটা কথা, আমার কর্মচারীদের কেউ এর সাথে জড়িত নয়, কাজেই দয়া করে ওদের কারও ক্ষতি কোরো না। আমি চলে যাচ্ছি। আশা করছি আমার পরামর্শ অবহেলা করবে না।

স্কট ফ্লেচার

চিঠিটা খামে ভরে এক রাইডারকে দিয়ে অক্স-বো র‍্যাঞ্চে পাঠিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার। ওখানে টমকে না পাওয়া গেলে সার্কেল ডি যাবে সে। আরেকজনকে কোরাল থেকে নিজের সেরা ঘোড়াটাকে তৈরি করে নিয়ে আসতে বলে ঘরের ভেতরে চোখ বোলাল, সঙ্গে নেয়ার মত কিছু আছে কি না খুঁজতে লাগল। নেই। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশটি বছর এই বেসিনে কেটেছে তার, অথচ বিদায় বেলায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মত কিছুই চোখে পড়ল না। নগদ টাকা-পয়সা ছাড়া।

স্যাডলে চড়ার সময় ক্ষতস্থানে একটু ব্যথা লাগলেও আমল দিল না ফ্লেচার। জানে ও কিছু নয়। ঠিক আছে সে, আঘাতের কথা পরে ভাবলেও চলবে। পীভির উদ্দেশে যাত্রা করল সে একটু পর। একবারও পিছনে না তাকিয়ে চলতেই থাকল। ব্যথা বাড়লে থেমে একটু জিরিয়ে নেয়, আবার এগোয়। এভাবে একটানা সারাদিন সারারাত চলে খুব ভোরে পীভি পৌঁছল ফ্লেচার। হোটেল গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে দেখেও থামল না, সোজা পোর্চে পৌঁছে নামল ঘোড়া থেকে। গানের বাঁট দিয়ে দমাদম মারতে লাগল বন্ধ দরজায়।

একটু পর আলোর আভাস চোখে পড়ল তার, রাইনো দরজা খুলে

উঁকি দিল। আলো মাথার ওপর ধরে তাকাল। 'বিডেল কোথায়?' প্রশ্ন করল ফ্লেচার।

'কে খুঁজছে তাকে?'

'ডোয়েল হার্ট। দরজা খোলো!' নির্দেশ পালিত হলে ভেতরে চলে এল সে। 'কোথায় ঘুমায় ও?'

দোতলায় সিঁড়ির মাথা থেকে সাড়া দিল মট বিডেল। 'কি হয়েছে?' জিনস পরে আছে সে, হাতে গান।

'কথা আছে তোমার সাথে। জরুরী এবং গোপনীয়।'

'ঠিক আছে, রাইনো,' একটু ইতস্তত করে বলল যুবক। 'তুমি যাও, আমি দেখছি।'

আলো রেখে চলে গেল লোকটা। সিঁড়ির দিকে দু'পা এগোল ফ্লেচার। বলল, 'জন দুরান আর টম হার্ডি পাঁচজন গানম্যান নিয়ে পীভি আসছে। এক ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে।'

'এখানে? কেন?'

'কেন আবার!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'মিস্ মেইনকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে। এখনই ওকে সরিয়ে ফেলা উচিত।'

মাথা দোলাল মট বিডেল। 'ওপরে এসো। সব শুনি আগে।' তাকে নিজের রূমে নিয়ে এল সে। কটের গা ঘেঁষে থাকা টেবিলে একটা আধপোড়া মোমবাতি জ্বলছে। কটে বসে বুটজোড়া টেনে নিয়ে পরতে শুরু করল বিডেল। 'তুমি বলে যাও। আমি সেই ফাঁকে রেডি হয়ে নিই।'

তাকে ঝুঁকতে দেখে সামান্য এগিয়ে গেল ফ্লেচার। 'ব্যাপার হচ্ছে, টম হার্ডি কাল যখন অক্স-বো···' যুবককে দ্বিতীয় বুট পায়ে গলাবার জন্যে ধস্তাধস্তি করতে দেখে দ্রুত এগোল। কিছু সন্দেহ হতে চট্ করে মুখ তুলল বিডেল, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। 'হাঁ' করার সময়টাও পেল না, কানের পাশে গানবাঁটের প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে লুটিয়ে পড়ল।

হাতের কাজ পরখ করে সন্তুষ্ট হলো ফ্লেচার, বেরিয়ে এসে জিনির রূম খুঁজতে লাগল। পাশাপাশি দুই দরজার সাথে চাবি ঝুলছে দেখে

প্রথমটাকে বেছে নিয়ে ডাকতে লাগল, 'মিস মেইন! মিস মেইন!' বেশ কয়েকবার ডাকার পর দ্বিতীয় দরজাটা খুলে গেল। একটা কম্বল গায়ে জড়িয়ে উঁকি দিল জিনি।

'কি হয়েছে?'

'তাড়াতাড়ি এসো, মট বিডেল অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ করে।'

দ্বিধায় পড়ে গেল জিনি, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। কথা শেষ করেই লোকটাকে দ্রুত পায়ে বিডেলের রূমের দিকে যেতে দেখে বেরিয়ে এল। রূমে পা রাখার আগে কিছু টেরই পেল না। ওর পরে ঢুকল ফ্লেচার, ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল বিস্মিত জিনি। 'এর মানে?' প্রশ্ন করল কড়া গলায়।

'আমি একটা বিশেষ কাজে এখানে এসেছি, মিস মেইন,' ফ্লেচার বলল। 'আশা করছি তুমি তাতে বাধা দেবে না। তোমার···'

বাধা দিল ও। 'কাজটা কি?'

'রোজিকে নিয়ে সরে পড়া।'

'কারণটা জানতে পারি?' চোখের কোণ কুঁচকে উঠল ওর।

'না। জেনে তোমার লাভও নেই। আমি চাই তোমাকে কিছু সময়ের জন্যে এই রূমে আটকে রাখতে, যাতে আমি নিরাপদে সরে পড়তে পারি। এখন, তুমি কি দয়া করে মুখ বন্ধ রাখতে পারবে কিছুক্ষণের জন্যে? নাকি তোমারও এর মত ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে? সত্যি বলছি, তোমাকে আঘাত করতে কষ্ট হবে আমার।'

স্থির চোখে কিছুক্ষণ লোকটাকে দেখল ও, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে অজ্ঞান যুবককে দেখল। 'কি···কি হয়েছে ওর?'

'তেমন কিছু না,' হাসির ভঙ্গি করল ফ্লেচার। গানটা দেখাল। 'এটার সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ায় জ্ঞান হারিয়েছে। ঠিক হয়ে যাবে অল্প সময়ের মধ্যে।'

পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখল জিনি। বুঝল, লোকটার কথামত না চলে উপায় নেই এখন। বাধা দিতে গেলে বিডেলের অবস্থা হবে ওর, তাছাড়া চেঁচামেচি হলে যদি রোজি বা রাইনো এসে পড়ে, আরও

বড় ধরনের ঝামেলা, চাই কি গানফাইটও ঘটে যেতে পারে।

'ঠিক আছে,' বলল ও। 'তুমি যা চাও করতে রাজি আছি আমি, সে জন্যে তোমাকে কোন কষ্ট করতে হবে না।'

'দ্যাট'স গুড! আমি তোমার কাছে তাই আশা করছিলাম।'

'দাঁড়াও, এত বেশি বুঝে ফেলো না। আমারও কিছু বলার আছে।'

চোখ কোঁচকাল লোকটা। 'দর কষাকষি ধরনের কিছু?'

'অনেকটা।'

'বেশ বলো, কিন্তু তাড়াতাড়ি। সম্ভব হলে তোমার শর্ত পূরণের চেষ্টা করব।'

'প্রথম হচ্ছে,' দৃঢ় গলায় বলল জিনি, 'তোমাকে কথা দিতে হবে তুমি রোজির কোন ক্ষতি করবে না। ইচ্ছে পূরণ হলে ওকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে চাই আমি।'

তৎক্ষণাৎ মাথা দোলাল ফ্লেচার। 'দিলাম কথা। ওর কোন ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার ছিলও না। অক্ষত অবস্থায়ই ফেরত পাবে।'

'এবার,' ধীরে ধীরে বিডেলের মাথার কাছে বসল জিনি। কম্বলটা ভাল করে জড়াল গায়ে। 'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'শিওর!'

'টম হার্ডি। কেমন আছে ও?'

বিচ্ছিরি হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'ভাল আছে। বেশ ভাল। একটু আহত হয়েছে অবশ্য, তবে ও কিছু নয়।'

চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল মেয়েটা। 'বেশ। এবার তুমি যেতে পারো।'

'ওখানেই থাকো। তোমাকে বেঁধে রেখে যাব আমি।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ সেরে রুমের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে রোজির দরজায় নক্ করল স্কট ফ্লেচার। কয়েকবার নক করতে দরজা খুলল মেয়েটা। ঘুম ঘুম গলায় বলল, 'কি হয়েছে?'

'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, মিস্ রোজি। এখনই বের হতে হবে।'

'কেন?'

'র‍্যাঞ্চাররা তোমার এখানে অবস্থানের কথা জেনে গেছে। তাই আর থাকা যাবে না। জলদি করো।'

'তুমি কেন?' ঘুম গায়েব হয়ে গেল ওর চেহারা থেকে। 'বিডেল কোথায়?'

'ও মিস জিনিকে নিয়ে আগেই চলে গেছে। তুমি এসো, আমি ঘোড়া তৈরি করছি গিয়ে।'

'কিন্তু যাব কোথায়?'

'তোমার বাবা আপাতত পাহাড়ের ওপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকতে বলেছে। এসো।'

পাশের রূম থেকে ফ্লেচারের চলে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল জিনি, রোজির রূমে মৃদু খস্‌খস্ শুনে বুঝল ও ড্রেস পরছে। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল যেন যাওয়ার আগে একবার এ রূমে ঢোকে মেয়েটা। যেন বুঝতে পারে ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু কাজ হলো না। এল ঠিকই, তবে বাইরে থেকে একবার উঁকি দিয়েই চলে গেল ভেতরটা অন্ধকার দেখে। ওর দৃষ্টি আকর্ষণের অনেক চেষ্টা করল জিনি, পারল না। ফ্লেচার এত শক্ত করে বেঁধেছে যে একচুলও নড়া গেল না। মুখ বাঁধা বলে আওয়াজ করতেও ব্যর্থ হলো।

একটু পর ফ্লেচারের দূরাগত কণ্ঠে রাইনোর নাম উচ্চারিত হতে শুনল জিনি, মিনিট খানেক পর দুটো গুলির শব্দও। আরও কিছু সময় পর দুটো ঘোড়ার শব্দ উঠল—রোজিকে নিয়ে চলে গেল স্কট ফ্লেচার। নিচ থেকে রাইনোর স্ত্রী উতে মেয়েমানুষটার কান্নার শব্দ শুনল ও, তারপরই রাইনোর কড়া ধমক, 'কান্নাকাটি বন্ধ করো! রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করো আমাকে।'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল জিনিয়া মেইন, ভেবেছিল কাজ সেরে রাইনো বা তার স্ত্রী ওপরে আসবে মট বিডেলের অবস্থা দেখতে। কিন্তু এল না কেউ। এদিকে পাঞ্চারের জ্ঞান ফেরারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কাজেই নিজের বাঁধন খুলতে উঠেপড়ে লাগল জিনি। হাতের বাঁধন খুলতেই এক ঘণ্টা লাগল, ততক্ষণে সূর্য উঠে গেছে। দুই

কব্জি রক্তাক্ত হয়ে গেছে ওর।

প্রথমেই মট বিডেলের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিল ও। বেঁচে আছে সে, তবে নাড়ি চলছে ধীরগতিতে। ভালই লেগেছে মারটা। তার গান তুলে নিল জিনি, গুলি আছে কি না দেখে নিয়ে চোখেমুখে পানির ঝাপ্টা মেরে জ্ঞান ফেরাল যুবকের। তাতেও মিনিট পাঁচেক ব্যয় হলো। অবশেষে ওকে চোখ মেলতে দেখে পিছিয়ে গেল কটের কাছ থেকে। হাতে গান রেডি।

চোখ মেলে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল যুবক, তারপর পুরোপুরি ধরায় এল। মুখ ঘুরিয়ে জিনিকে গান হাতে দেখতে পেয়ে কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল। 'ওটা কেন?'

'আমি চলে যাচ্ছি,' জিনি বলল।

চেহারা বিকৃত করে মাথার আঘাতে হাত বোলাল যুবক। 'কি হয়েছিল? ওই লোকটা কোথায়, ফ্লেচার?'

'ও রোজিকে নিয়ে কেটে পড়েছে।'

'অ্যাঁ?'

'তোমাকে অজ্ঞান করে আমাকে বেঁধে রেখে ওকে নিয়ে গেছে ফ্লেচার মিথ্যে কথা বলে। যাওয়ার সময় রাইনোকে গুলিও করেছে।'

উঠে দাঁড়াল মট বিডেল। দুশ্চিন্তার রেখা কপালে। 'রোজি···মিস্ রোজিকে নিয়ে গেছে? কোথায়?'

মাথা নাড়ল ও। 'জানি না।' বিডেল অজ্ঞান হওয়ার পর যা যা ঘটেছে, খুলে বলল জিনি। খেয়াল করল মুখের রং একটু একটু করে ফিরে আসছে যুবকের। খুনের নেশা ফুটছে দৃষ্টিতে।

'ধন্যবাদ, মিস্ মেইন,' রোজির বক্তব্য শেষ হতে বলল সে। ওর হাতের গানটা ইঙ্গিতে দেখাল। 'ওটা তোমার কোন কাজে আসবে না। আমাকে দিয়ে দাও।'

'তোমারই বা কি কাজে আসবে?'

দু'চোখ জ্বলে উঠল যুবকের। 'হারামাজাদা ফ্লেচারকে খুন করব আমি। যদি ও মিস রোজির কোন ক্ষতি করে···'

'মট বিডেল,' হঠাৎ বলল জিনি। 'মেয়েটাকে ভালবাসো তুমি?'

পূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সে। মাথা দোলাল, 'হ্যাঁ। যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকেই ভালবাসি। কিন্তু কোথায় আমি আর কোথায় মিস্ রোজি! থাক্ সেসব, তুমি গানটা দাও। আমি এখনই বের হতে চাই। শয়তানের বাচ্চাটাকে খতম না করা পর্যন্ত শান্তি হবে না আমার। ওকে খুন করে মিস রোজিকে ছেড়ে দেব, যেখানে খুশি চলে যাক ও। যেভাবে খুশি গড়ে নিক নিজের জীবন।'

হাসল সে। 'তারপর বেসিনে ফিরে আসব আমি, মিস্ মেইন। তোমাদের পক্ষে লড়াইতে যোগ দেব। সত্যি বলছি।'

'ডোয়েলের বিরুদ্ধে?'

'অবশ্যই! আমি নিজেও তোমাদের মতই কাউম্যান। বেসিনে ভেড়ার রাজত্ব ঠেকাতে আমি সাহায্য করতে পারব তোমাদেরকে। এই কাজটা আমি খুব ভাল পারি। ওটা দাও। আর তুমিও তৈরি হয়ে নাও। আমি তোমার ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে দিচ্ছি, তাড়াতাড়ি বেসিনে ফিরে যাও।'

ওকে নিরস্ত্র করার কোন কৌশল নয় তো এটা? ভাবল জিনি। মন বলল, না। ওর নারী অন্তরের গভীর প্রদেশ জানাল, একটা মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক বাঁক নেয়া বলে একে, অভিনয় হতে পারে না।

'মিস্ মেইন, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে···মানে, আমার আর কি! তাড়াতাড়ি করা উচিত।'

'তোমার মাথার অবস্থা কিরকম?'

শব্দ করে হেসে উঠল সে। 'ভাল। জীবনে এত ভাল আর কখনও ছিল না!'

জিনিও যোগ দিল তার হাসিতে। প্রস্তুত হয়ে একসাথে নেমে এল দু'জনে। ডাইনিং রুমের ফ্লোরে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে রাইনো। মাথার কাছে বিষণ্ন মুখে বসা তার স্ত্রী। ওদের পায়ের শব্দে চোখ মেলল রাইনো।

'আমরা যাচ্ছি,' তাকে বলল বিডেল। 'এতদিন ভুল লোকের পক্ষে ছিলাম। তুমিও। আজ পক্ষ বদল করছি আমি।'

'ইউ ডাবল-ক্রসার!' দুর্বল গলায় বলল লোকটা। তার স্ত্রী একবার তাকাল শুধু, কিছু বলল না।

বেরিয়ে এসে জিনির ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে ওকে উঠে বসতে সাহায্য করল মট বিডেল। 'গুড লাক, মিস্ মেইন।'

'আশা করি রোজিকে খুঁজে পাবে তুমি, মট বিডেল,' আন্তরিক গলায় বলল ও। 'যদি পেয়ে যাও, ছেড়ে দিয়ো না। ধরে রেখো। মুখ বুজে না থেকে কথাটা বোলো ওকে।'

'কোন্ কথা?'

মুচকে হাসল জিনিয়া মেইন। 'ওই যে, ওকে তুমি ভালবাসো।'

'বলব?'

'অবশ্যই বলবে। তোমার মত উপযুক্ত, দরদী কোন পুরুষের মুখ থেকে কথাটা বের হলে ওর জীবনটাই বদলে যাবে।'

দূরে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাবল যুবক। মাথা দোলাল আপনমনে। 'নয় কেন?' বলল বিড়বিড় করে। 'কথাটা মিথ্যে তো নয়।'

তেরো

মট বিডেল মিথ্যে বলেনি, সত্যিই সে ক্যাটলম্যান। সেলুনবাম নয়। গানম্যান নয়, খাঁটি ক্যাটলম্যান। ক্যাটল পাঞ্চিং করে কাটিয়েছে জীবনের বেশিরভাগ সময়, কাজেই ট্রেইল খুঁজে বের করতে ইন্ডিয়ানদের মতই ওস্তাদ সে।

যাত্রা শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লেচার ও রোজির ট্রেইল খুঁজে

বের করল যুবক, এগোতে থাকল ওগুলোকে অনুসরণ করে। এসবের বেলায় কিছুটা বাস্তব জ্ঞান, কিছুটা পর্যবেক্ষণ এবং বাকিটুক অনুভূতির ওপর নির্ভর করে সে। যদি নিশ্চিত জানতে পারে শিকার কোনদিকে চলেছে, তাহলে ট্রেইল অনুসরণ না করেও গোটা আধাবেলা তার পিছনে লেগে থাকতে পারে বিডেল, তারপর যখন খুশি ইচ্ছেমত ট্রেইলে ফিরে আসতে পারে। ভুল হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, এ ক্ষেত্রে শর্টকাটে এগোবার যোগ্যতাও তার আছে।

এক ঘণ্টা ধরে ফ্লেচারের ট্রেইল অনুসরণ করার পর শেষের যোগ্যতাটা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল বিডেল। অনুভূতি বলে বুঝে ফেলেছে ব্যাটা রোজিকে নিয়ে কোনদিকে যাচ্ছে। এলোমেলো ট্রেইল স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে দ্বিধায় পড়ে গেছে ব্যাটা। পথ খুঁজে মরছে, কোনদিকে যাবে নিজেই নিশ্চিত নয়।

ভাব দেখে মনে হচ্ছে কোন পাহাড়ী পাসের দিকে যেতে চাইছে, যেটার কথা সে কেবল শুনেইছে, কোথায় জানে না। তাই খুঁজে পাচ্ছে না। আরও কিছুক্ষণ চলার পর খুব উঁচু একটা গাছ দেখে তরতর করে ওটার মাথায় উঠে চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে লাগল মট বিডেল। ঝাড়া পনেরো মিনিট সামনের চুড়োগুলো পর্যবেক্ষণ করল।

প্রতিটা পানির ধারা এবং অসংখ্য ক্যাটল ট্রেইল দেখে মনে হয় ও যেখানে আছে, সেখান থেকে নাক বরাবর সোজা, প্রায় খাড়া এক ঢালের কোথাও রয়েছে সেই পাস। কিন্তু ওপর থেকে মট পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে তা সত্যি নয়। দক্ষিণে রয়েছে সেটা, ঢাল যেখানটায় খাড়া নয় বরং মৃদু। বিশাল এক বোল্ডার বিছানো মাঠ আড়াল করে রেখেছে জায়গাটা।

গাছ থেকে নেমে শর্টকাটে এগোবার সিদ্ধান্ত নিল সে। বুঝে ফেলেছে ভুল পথে গেছে ফ্লেচার, সঠিক পথের খোঁজে তাকে ফিরে আসতেই হবে। কখন আসবে, সেটাই এখন কথা। কোনাকুনি আসল পাসের দিকে ছুটল যুবক। মাঝদুপুরের দিকে খোলা প্রান্তরে এসে পড়ল বন ছেড়ে। বোল্ডার বিছানো মাঠের মধ্যে দিয়ে পাসের কাছে

পৌঁছল। উঁচু উঁচু চুড়োর মাঝে গভীর এক গিরিখাত ওটা, আঁকাবাঁকা। হরিণ ও গরুর পুরানো ট্র্যাক প্রমাণ করছে ঠিক জায়গাতেই এসেছে সে। ফ্লেচারকেও আসতে হবে।

ঘোড়াটাকে প্রকাণ্ড এক বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে রাখল যুবক যাতে দূর থেকে দেখে না ফেলে শয়তান ফ্লেচার। শুরু হলো প্রতীক্ষার পালা। অনেক দীর্ঘ হলো সেটা। এতই দীর্ঘ যে এক সময় ভয় হলো বুঝি ভুলই করে ফেলেছে সে। কিন্তু না, শেষ বিকেলে অনেক দূরে দুটো চলমান বিন্দু দেখে বুকের খাঁচায় ধড়াশ্ করে বাড়ি খেল হৃৎপিণ্ড। ক্রমে এগিয়ে আসছে ওগুলো, বড় হচ্ছে।

অবশেষে সত্যিই এসে পড়ল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ ক্লান্ত ওরা। রোজির অবস্থা অবর্ণনীয়–আগে আগে আসছে সে। আগে থেকে বেছে রাখা আরেকটা পাথরের আড়ালে বসে থাকল মট বিডেল। এসে পড়ল ওরা, এক সারিতে তার মাত্র কয়েক গজ দূর দিয়ে এগিয়ে গেল। ফ্লেচারকে দশ ফুট এগিয়ে যাওয়ার সময় দিয়ে উঠে দাঁড়াল যুবক, নিঃশব্দে খোলা জায়গায় এসে ডাকল, 'ফ্লেচার!'

মুহূর্তে দাঁড়িয়ে পড়ল তার ঘোড়া, অনড় থাকল লোকটা সেকেন্ডের জন্যে। গানের দিকে হাত বাড়াবে কি বাড়াবে না ভাবছে সে, বিডেল বুঝতে পারছে। এ-ও বুঝতে পারছে কৌতূহল দমন করা অসম্ভব হয়ে উঠছে তার পক্ষে। পিছনে কতজন আছে না জেনে ড্র করবে না, সম্ভবত।

তাই হলো। তাকাল স্কট ফ্লেচার, একা মট বিডেলকে দেখে একটু যেন ঢিল পড়ল তার মুখের টান্‌টান্ পেশীতে। ওর হাতের গানটা দেখল সতর্কতার সাথে।

'রেডি হয়ে নাও, ফ্লেচার,' মৃদু গলায় বলল যুবক। 'আজ তোমার সমস্ত দেনা শোধ করার দিন।'

রোজি থেমে পড়েছে ততক্ষণে, এদিকে ফিরে বিস্মিত চোখে তাকে দেখছে। ফ্লেচার ঘুরল ধীরে সুস্থে, তারপর; চোখের পলকে ড্র করল, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় চক্‌চক্ করে উঠল তার গান।

বিডেলই গুলি করল প্রথম, কোমরের কাছ থেকে। চমকে উঠল নিস্তব্ধ পাস। জোর এক ঝাঁকি খেল ফ্লেচার, অনিয়ন্ত্রিত আঙুলের টানে তার গানও বুলেট উগরে দিল, তবে তার খুব কাছেই মাটিতে বিঁধল সেটা। পরপর আরও দুটো গুলি খেয়ে স্যাডল থেকে পড়ে যেতে শুরু করল লোকটা, ওই অবস্থায় খেল শেষ বুলেট। বোল্ডারে বাড়ি খেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে, নিথর হয়ে গেল।

গান হোলস্টারে ভরে রোজির দিকে এগোল বিডেল। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'কাজটা এভাবে না করে উপায় ছিল না। দুঃখিত।'

স্যাডল থেকে নামল রোজি, কাঁপছে। চোখে পানি। বিডেলকে আচমকা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ও। তার ইচ্ছে হলো সে-ও ওকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে। অভয় দিয়ে বলে, আর ভাবনা নেই, আমি তোমাকে সমস্ত নোংরামি থেকে অনেক দূরে নিয়ে যেতে এসেছি। কিন্তু পারল না।

কিছুক্ষণ মুখ তুলল রোজি। 'লোকটা আমাকে নিয়ে আটকে রেখে...'

'আমি জানি,' এক হাতে ওকে বেড় দিয়ে ধরল মট বিডেল। 'সে জন্যেই এসেছি আমি। তোমাকে এই নোংরামি থেকে, তোমার বাবার কবল থেকে অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যেতে। তুমি যেখানে যেতে চাও, সেখানেই নিয়ে যাব। আমিও যাব তোমার সাথে।'

'কেন?'

রোজি ওকে দেখছে টের পেয়ে আরেকদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হয়, আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। তাই তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব।'

'সত্যি?' রোজির চোখের তারায় অদ্ভুত, নীরব এক উচ্ছ্বাসের আভাস।

কোনমতে মাথা দোলাল যুবক। 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু...কিন্তু কেন?'

'কারণ তুমি কাছে না থাকলে নিজেকে মূল্যহীন, অপদার্থ মনে হয়

আমার,' বেসুরো গলায় বলল সে। 'তোমাকে ছাড়া বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

মন দিয়ে কথাগুলো শুনল রোজি। মনে হলো কানে বুঝি মধু ঢালছে কেউ। 'কেন?' আবেগে গলা কেঁপে গেল।

মুখ নামিয়ে ওর চোখে চোখে তাকাল সে। 'আমি···আমি তোমাকে ভালবাসি, রোজি।'

দুয়েক মুহূর্ত ওকে দেখল মেয়েটা, তারপর পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আলতো করে চুমু খেল ওর ঠোঁটে। ক্ষণিকের জন্যে মট বিডেলের পৃথিবী থমকে গেল যেন, বাতাস আনন্দে পথ ভুলে গেল, স্বর্গ নেমে এল ধরায়। চিৎকার করে খবরটা পৃথিবীর সবাইকে জানিয়ে দিতে ইচ্ছে করল তার।

'আমিও তোমাকে ভালবাসি,' ওর বুকে মাথা রেখে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল রোজমেরি হার্ট। 'কিন্তু ভাবিনি কোনদিন তা বলার সুযোগ আসবে। মনে হত লড়াই-হাঙ্গামা ছাড়া আর কিছুতে আগ্রহ নেই তোমার।'

কথাটা নিজে থেকে পাড়ার পরামর্শ দেয়ার জন্যে মনে মনে জিনিয়া মেইনকে ধন্যবাদ জানাল মট বিডেল।

'কিন্তু বাবা?' রোজি বলল। 'বাবা যখন এসব জানবে, তখন?'

হাসল যুবক। 'তার জন্যে একটা চমক তুলে রেখেছি আমি, রোজি। না, দুটো চমক।'

'কি চমক?'

'প্রথমটা হচ্ছে তার একমাত্র মেয়েকে তার কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে ছিনিয়ে নেয়া। পরেরটা, বেসিনের র‍্যাঞ্চারদের হয়ে তার বিপক্ষে অস্ত্র ধরা। একটা হয়েছে, অন্যটা বাকি।'

'আমিও আছি তোমার দলে। চলো এখনই।'

পাথর দিয়ে স্কট ফ্লেচারের দেহটা ঢেকে দিল বিডেল। কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময় অনেকটা মেঘ ডাকার মত আওয়াজ শুনে মুখ তুলল। 'ওই শোনো!'

মাথা দোলাল মেয়েটা। 'শুনেছি। ভেড়ার নতুন চালান আসছে।'

পাসের দিকে তাকাল বিডেল, ওদিক থেকেই আসছে আওয়াজ। 'চলো। খবরটা জানাতে হবে টম হার্ডিকে।'

পথে পীভিতে থামল ওরা। রাইনোর অবস্থা দেখতে এল। তখনও একই জায়গায় শোয়া সে। বিশাল দেহটা এলিয়ে আছে মেঝেতে। পাশে মূর্তির মত বসে আছে তার উতে স্ত্রী। চাউনিতে গভীর বিষাদ।

'লোকটাকে আমি পেয়েছি, রাইনো,' তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলল মট বিডেল। 'ভাবলাম যাওয়ার পথে তোমাকে খবরটা দিয়ে যাই।'

'তুমি একটা ইঁদুর,' ফিস্‌ফিস্ করে বলল সে।

'ঠিক বলেছ। বিশ্বাসঘাতক ইঁদুর। রাইনো, আমি আর রোজি বিয়ে করতে যাচ্ছি। তবে এখন অক্স-বো যাচ্ছি আমরা। জন দুরান আর টম হার্ডির সাথে যোগ দিয়ে তোমার বস্ ডোয়েল হার্টকে জনমের শিক্ষা দিতে।'

'নোংরা কয়োট!'

হাসল মট বিডেল। 'বলো যা খুশি। তোমার ওপর আমার কোন রাগ নেই। তুমি চোখ থাকতেও অন্ধ বটে, তবে সৎ। তাতে কোন সন্দেহ নেই। সো লং, রাইনো।'

ওকে অনুসরণ করে দরজা পর্যন্ত গেল রাইনোর দৃষ্টি, তারপর এসে স্ত্রীর মুখের ওপর স্থির হলো। 'এখনই যাও,' নির্দেশের সুরে বলল সে। 'খবরটা হার্টকে জানানো দরকার।'

'না,' মাথা নাড়ল উতে মহিলা।

'যাও বলছি!'

তার চাউনি দেখে ভয় পেয়ে গেল সে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। 'কিন্তু তোমার এই অবস্থায়··

'আমি ঠিক আছি, চিন্তা কোরো না। যাও।'

মহিলা জানে এবং সে-ও জানে সে মারা যাচ্ছে। সময় বেশি নেই। তাই পরস্পরের দিকে দীর্ঘ সময় অপলক তাকিয়ে থাকল

দু'জনে। শেষ সময়ে বহু বছর পর স্বামীর মুখে এক টুকরো দুর্লভ হাসি দেখল মহিলা। বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল।

ভালবেসে বিয়ে করেছিল তারা, কিন্তু বিয়ের পর মারধর, ঘৃণা, অবজ্ঞা আর অবহেলা ছাড়া তাকে কিছুই দেয়নি লোকটা। সে জন্যে এতদিন মনেপ্রাণে তাকে ঘৃণা করত সে, প্রতিমুহূর্ত তার মৃত্যু কামনা করত। অথচ আজ মৃত্যু সত্যিই আসছে বুঝতে পেরে বুকটা খালি খালি লাগছে কেন তার? এত কষ্ট হচ্ছে কেন? এত কাঁদছে কেন অন্তর? মানুষটাকে ছেড়ে যেতে মন সায় দিচ্ছে না কেন?

'না গেলে হয় না?' কোমল কণ্ঠে বলল মহিলা।

'খবরটা হার্টকে জানানো জরুরী। যাও।'

তবু কিছুক্ষণ ইতস্তত করল মহিলা। তারপর চলে গেল।

চোদ্দ

সকালে পিঠের ব্যথা প্রায় নেই দেখে খুশি হয়ে উঠল টম হার্ডি। কেবল পিঠ ছুঁয়ে গিয়েছিল ফ্লেচারের গুলিটা, মাংস ভেদ করেনি। জন দুরান ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে জায়গাটা। কিচেনে কফি পান করছিল দু'জনে, এই সময় পৌঁছল চিঠি। ওটা কয়েকবার করে পড়ল টম ও জন। শেষ বার ওটা পড়ে টেক্সান মন্তব্য করল, 'সত্যিই তাহলে ডোয়েল কিডন্যাপ করেছে জিনিকে!'

'তাই তো দেখা যাচ্ছে,' মাথা দোলাল বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চার। 'এখন কি করা যায়?'

'এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি,' বলে একটু ভাবল ও। 'ফ্লেচারের চিঠির বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তোমার?'

'হ্যাঁ, মনে হয়,' বিনা দ্বিধায় বলল বৃদ্ধ। 'মনে হচ্ছে জীবনে অন্তত এই একটিবার সত্যি কথা বলেছে লোকটা।

'কেন এমন মনে হচ্ছে?'

শ্রাগ করল র‍্যাঞ্চার। 'মন বলছে, তাই।'

আরও একবার মন দিয়ে চিঠিটা পড়ল ও, চিন্তায় কপাল কুঁচকে আছে। হঠাৎ বৃদ্ধের দিকে ঘুরল। 'তাহলে রেইডের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারি আমরা, কি বলো?'

'হ্যাঁ। ডোয়েলকে প্রচণ্ড ঘৃণা করে ফ্লেচার, তেমনি ভীষণ ভয়ও পায়। তাই পালিয়ে গেছে বেসিন ছেড়ে। এ অনেকটা মৃত্যুর সময় মানুষের স্বীকারোক্তির মত। জীবন ভর যত পাপই করুক, মৃত্যুর সময় মানুষ সাধারণত মিথ্যে বলে না। তেমনি বেসিন ছেড়ে যাওয়া ফ্লেচারের জন্যে মৃত্যুরই সমান। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও সত্যি কথাই বলেছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু বিষয়টার সাথে আর সব র‍্যাঞ্চাররাও জড়িত। তাদেরকে এসব বিশ্বাস করাবে কি করে?'

'সে পরে দেখা যাবে,' উৎসাহের সাথে বলল জন দুরান। 'আগে শুরু তো করা যাক্।'

কাজে নেমে আসল দায়িত্বটা বৃদ্ধকেই পালন করতে হলো। কিন্তু সহজ ছিল না সেটা। স্কট ফ্লেচারের দ্বৈত ভূমিকা পছন্দ করল না কেউ। তার ওপর সে যে চিঠিতে সত্যি কথাই লিখেছে, ডোয়েলের পরামর্শে র‍্যাঞ্চারদের সমস্ত শক্তি এক জায়গায় জড়ো করে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নতুন কোন চাল চালেনি, তা সহজে মেনে নিতে পারল না কেউই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত না মেনেও উপায় থাকল না। টম ও জনের চাপাচাপিতে এক লোককে পাঠাল তারা ডোয়েলের ক্যাম্পের ওপর নজর রাখতে। নিশ্চয়তা মিলতে দেরি হলো না—জানা গেল তার নদীর ওপারের ক্যাম্পে প্রচুর রাইডারের আনাগোনা চলছে। সবাই মহাব্যস্ত। দেখেই বোঝা যায় বড় ধরনের কিছু একটা ঘটাতে চলেছে ডোয়েল। সবচেয়ে বড় কথা, বেশিরভাগ গানম্যানই নতুন, তাদেরকে এই অঞ্চলে আগে কখনোই দেখা যায়নি।

বিশ্বাস করল র‍্যাঞ্চাররা, জোট বাঁধতে শুরু করল। ফ্লেচারের র‍্যাঞ্চ ফিশ-হূকের চারদিকে ফাঁদ পাতা হলো। কাউকে দিতে হলো না, তাদের নেতৃত্বের ভার আপনাআপনি টম হার্ডির কাঁধেই অর্পিত হলো।

প্ল্যান করা হলো দু'তিনজন স্কাউট ব্রিজের ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখবে, হার্টের রাইডারদের ওটা অতিক্রম করতে দেখলেই ফিশ-হূকে খবর পৌঁছে দেবে। সেখানে আগে থেকে অপেক্ষায় থাকবে বাকি সবাই। কোন ঘোড়া থাকবে না। এক র‍্যাঙলার সবার ঘোড়া নিয়ে মাইলখানেক দূরে অপেক্ষা করবে।

একদল গানম্যান থাকবে ফিশ-হূকের বার্ন ও কোরালে, একদল বাঙ্কহাউসে। উত্তরের রিজে অবস্থান নেবে ডজনখানেক রাইডার, আরেক দল থাকবে ক্রীকের ঝোপের আড়ালে। র‍্যাঞ্চহাউসেও থাকবে সাত আটজনের একটা দল। শত্রু এলে প্রথমে ওখানেই আসবে। যদি ডোয়েল থাকে তার মধ্যে, ব্যাটাকে পাকড়াও করার একটা চান্স নেবে তারা। মোট কথা, আয়োজনটা এমনভাবে করা হবে যাতে হার্টের গানম্যানরা এলে ঘেরাওর মধ্যে পড়ে যায়, একটাও জ্যান্ত বের হতে না পারে।

ফ্লেচার যেমন বলেছিল চিঠিতে, দুপুরের একটু আগে দেখা গেল সেটাই সত্যি হয়ে দেখা দিয়েছে, র‍্যাঞ্চারদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে ডোয়েল হার্টের রাইডাররা। সাদা কাপড় উড়িয়ে কাছে আসার চেষ্টা করছে। টম হার্ডির নির্দেশে গুলি ছুঁড়ে ভাগিয়ে দেয়া হলো তাদের। দু'বার একই ব্যাপার ঘটতে স্বয়ং ডোয়েল এল, তাকেও একই কায়দায় দূর করে দেয়া হলো। খেপে উঠল লোকটা, সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল স্কট ফ্লেচারের ওপর।

সন্ধের পর র‍্যাঞ্চার ও তাদের রাইডাররা একে একে ফিশ-হূকে চলে এল, অবস্থান নিতে লাগল যার যার জায়গায়। সবার শেষে এল টম ও জন দুরান। দূর থেকে র‍্যাঞ্চের মেইন হাউস ও বাঙ্কহাউসে আলো জ্বলতে দেখল তারা। সব স্বাভাবিক আছে বোঝানোর জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কে যেন গিটার বাজাচ্ছে বাঙ্কহাউসে। এ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই, চারদিক নীরব। এক চক্কর দিয়ে সব ঠিক

আছে কি না দেখে নিল টম হার্ডি, তারপর শুরু হলো প্রতীক্ষার প্রহর। স্কাউটদের কয়েকজন অন্য তরফের খবরের আশায় র‍্যাঞ্চ-ব্রিজ করছে–খবর নেই।

অবশেষে রাত দুশটার দিকে জানা গেল আসছে ওরা। জনা-পঁচিশেক। বুকের ধড়ফড়ানী বেড়ে গেল প্রত্যেকের। যেন কয়েক যুগ পর শক্ত মাটিতে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ উঠল। পূর্ণ গতিতে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে এসে পড়ল ওরা। ডজনখানেক রাইডার বাঙ্কহাউসের কাছে থামল ফ্লেচারের ক্রুদের সাথে কথা বলার জন্যে, বাকি সবাই মেইন হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে প্রস্তুত টম হার্ডি মাথা ঝাঁকাল নার্ভাস চেহারার এক পাঞ্চারের উদ্দেশে–ফ্লেচারের পাঞ্চার। ঢোক গিলল সে।

'ফ্লেচার আছে?' ভীষণরকম কর্কশ, অমার্জিত একটা গলা প্রশ্ন করল।

কাঁপা হাতে দরজা খুলল পাঞ্চার। বাইরে উঁকি দিয়ে বলল, 'না। কিছু করতে পারি তোমাদের জন্যে?'

'হ্যাঁ। চামড়া বাঁচানোর আগ্রহ থাকলে এক্ষুণি পালিয়ে যেতে পারো এ তল্লাট ছেড়ে।'

ঠিক তখনই বাঙ্কহাউসের দিকে একটা গুলি হলো। টম পরে শুনেছে, হার্টের এক গানম্যান মজা করার ছলে গিটার লক্ষ্য করে গুলিটা ছুঁড়েছিল। ওটা হাতে নিয়ে তাদের সাথে কথা বলছিল ফ্লেচারের আরেক পাঞ্চার।

কিন্তু ওটা যে স্রেফ 'মজা' ছিল, সে খবর ক্রীকে অবস্থানকারীদের জানা ছিল না, কাজেই শুরু করে দিল তারা। মুহূর্তে গোটা নরক ভেঙে পড়ল ফিশ-হূকের ওপর। ভেতরের আলো নিভিয়ে দিল টম হার্ডি, সবাইকে নিয়ে অন্ধকার জানালায় পজিশন নিল।

ওদিকে আক্রমণ শুরু হতে সেকেন্ডেরও কম সময়ের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল হার্টের গানম্যানরা; এমন ধরনের অভ্যর্থনা ভুলেও আশঙ্কা করেনি তারা। সামলে নিয়ে পিছ হটতে চেষ্টা করল,

কিন্তু ততক্ষণে বাঙ্কহাউসের কাছেও দক্ষযজ্ঞ বেধে গেছে বলে সম্ভব হলো না সেটা। ক্রীকে অপেক্ষমাণ দলটা ডালে বসা পাখির মত টপাটপ্ শিকার করতে লাগল তাদেরকে।

অনবরত গুলির সাথে আতঙ্কিত ঘোড়া আর মানুষের চিৎকার, খিস্তি মিলে ভয়াবহ এক পরিবেশ সৃষ্টি হলো ফিশ-হূকে। হার্টের কিছু রাইডার দিশা না পেয়ে তাদের মৃত ঘোড়ার আড়ালে আশ্রয় নিল, সেখান থেকে ক্রীকের দিক থেকে আসা আক্রমণের জবাব দিতে লাগল। কিন্তু মেইন হাউস থেকে আসা গুলিবৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়া গেল না তাতে। ওরা ক্রীকের দিকে একটা গুলি ছুঁড়লে গান ফ্ল্যাশ দেখে ওদিক থেকে ছোঁড়া হয় দশটা—মহা মুসিবতের কথা!

বাধ্য হয়ে গোলাগুলি থামিয়ে কেটে পড়ার উপায় নিয়ে ভাবতে লাগল লোকগুলো। সরে এসে শ্যাকের দেয়ালে হেলান দিয়ে ফিস্‌ফিস্ করতে লাগল। নৈঃশব্দ ও আঁধার জেঁকে বসল রণক্ষেত্রে। লিভিংরুমের এক জানালা দিয়ে তাদেরকে সারেন্ডার করার পরামর্শ দিল টম হার্ডি। জবাবে গুলি করল একজন। 'জাহান্নামে যাও!'

নতুন উদ্যমে আক্রমণ করল ক্রীকের বাহিনী, কিন্তু শত্রুর সাড়া নেই দেখে একটু পর ছুঁড়ে থেমে গেল। ভাড়াটে গানম্যানরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় ব্যস্ত। জানালার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল টম, অন্ধকারে হঠাৎ একটা মাথা দেখতে পেল ও। ছুটে আসছে। পরক্ষণে একেবারে ওর মুখের সামনে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। আঁতকে উঠে অন্ধের মত পাল্টা গুলি ছুঁড়ল ও, সরে গেল খোলা জায়গা থেকে। বুঝে ফেলেছে লোগুলো সরাসরি মেইন হাউস দখল করার চেষ্টায় আছে।

ভাবনাটা শেষ হতে না হতেই প্রতিটা জানালায় একাধিক কাঠামো দেখতে পেল ও, ঘন ঘন গান ফ্ল্যাশের ফলে অন্ধ হয়ে গেল প্রায়। শুয়ে পড়ল ঝট্ করে, একই মুহূর্তে বাইরে ফশ্ করে ম্যাচের কাঠি জ্বালল কেউ, পর্দায় আগুন ধরিয়ে দিল। হুপ্ করে লাফিয়ে উঠল আগুন। সে আলোয় রুমের আরেক মাথায় দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকা জন দুরানকে দেখতে পেল টম হার্ডি।

বাইরের লোকগুলোও দেখল তাকে, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা গুলি হলো। কিন্তু কোনরকম আওয়াজ এল না বৃদ্ধের তরফ থেকে। পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেল পর্দা, আবার আঁধার হয়ে গেল রুম। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যে। একটা ভাঙা ল্যাম্প থেকে গড়িয়ে পড়া তেলের ওপর পড়ল জ্বলন্ত পর্দা, দাউ দাউ করে ফ্লোরে আগুন ধরে গেল, গড়িয়ে যাওয়া তেলের রেখা ধরে এদিক-সেদিক ছুটে গেল। টমের দু'হাতে দুই গান, দুটোই সমানে গুলিবর্ষণ করছে খোলা জানালা লক্ষ্য করে। ওদিকে ভেতরে আগুন ধরে উঠতে তার আভায় ক্রীকের দল বাইরের লোকগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পেল, সঙ্গে সঙ্গে গুলিবৃষ্টি শুরু করে দিল তারা।

একাধিক কণ্ঠের আর্তচিৎকার উঠল। পড়ে গেল কয়েকজন গানম্যান, অন্যরা জানালা থেকে সরে গা ঢাকা দিল। উঠে পড়ল টম হার্ডি, আগুন ততক্ষণে ভাল মতই ধরেছে। সবাইকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে বৃদ্ধ র‍্যাঞ্চারকে ডাকল ও, 'জন!'

'এখানে,' সাড়া দিল বৃদ্ধ। কিন্তু গলাটা অন্যরকম শোনাল।

তার কাছে এসে দাঁড়াল টেক্সান। দেখল লোকটার পায়ের কাছে রক্ত থই থই করছে। আগুনের আভায় তার ঘামে ভেজা প্রকাণ্ড মুখটা চক্‌চক্ করছে।

'হাঁটতে পারবে?' বলল।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লোকটা।

'কিন্তু যেতে হবে, পার্ডনার। নইলে আগুনে পুড়ে মরব এখনই।'

'তুমি চলে যাও, সান। আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

ঝুঁকে আরও কাছ থেকে লোকটাকে দেখল যুবক। ঠোঁটের কোনায় রক্তের একটা ফিতে ক্রমে গাঢ় হচ্ছে দেখে দমে গেল। 'কিন্তু আমি তোমাকে রেখে যেতে পারি না, ওল্ড-টাইমার।'

দ্রুত মাথা নাড়ল জন দুরান। 'চলে যাও, সান। আমার সময় শেষ।'

উত্তর না দিয়ে অস্ত্র হোলস্টারে ভরল ও, পিছন থেকে বৃদ্ধের দুই

বগলে হাত ভরে দিয়ে টেনে বেডরুমে নিয়ে এল তার প্রকাণ্ড দেহটা। কেউ নেই এ ঘরে, সরে পড়েছে। খোলা জানালা দিয়ে সুরক্ষিত বাঙ্কহাউস দেখতে পেল টম। কোনমতে একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে আর চিন্তা থাকবে না।

আগুন পড়পড় আওয়াজ করছে পাশের রুমে, তার আভায় বেডরুমও প্রায় দিনের মত আলো হয়ে আছে। যত তাড়াতাড়ি এঘর থেকে পালানো যায় ততই ভাল, ভাবল টম। নইলে পরে বের হওয়াই যাবে না। বাইরে অপেক্ষমাণ গানম্যানরা কয়েক পা যাওয়ার আগেই খতম করে দেবে।

'রেডি হও, জন। একটু কষ্ট হবে।'

'তুমি চলে যাও,' বৃদ্ধ বলল।

'আমরা দু'জন যাব,' দৃঢ় গলায় বলল টেক্সান। লাথি মেরে জানালার সামনে থেকে একটা টেবিল সরিয়ে দিল। তখনই জিনিসটা ওর চোখে পড়ল– একটা হান্টিং ছুরি! কৌতূহলী হয়ে ওটা তুলে নিল সে। অকীক পাথরের হাতলওয়ালা সেই ছুরি! শেরিফের গলায় বিদ্ধ অবস্থায় যেটা দেখেছিল টম।

'এই সেই ছুরি, জন,' বলল সে। 'এটা দিয়ে খুন করা হয়েছিল শেরিফকে।'

দেখল বৃদ্ধ। শুকনো হাসি ফুটল তার কোঁচকানো মুখে। 'ফ্লেচারের ছুরি।'

মাথা দোলাল ও। পরক্ষণে লেগে পড়ল কাজে। অনেক কসরৎ করে বৃদ্ধের বিশাল দেহটা জানালা গলিয়ে বের করে কাঁধে নিয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে ছুটল। কিন্তু কয়েক পা যেতে না যেতেই তার অসহনীয় ভারে হাঁটু ভেঙে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলো, শিরদাঁড়া ভেঙে যাওয়ার দশা হলো, তবু থামল না ও। হোঁচট খেতে খেতে, অমানুষিক পরিশ্রমে কাঁপতে কাঁপতে শেষ পর্যন্ত প্রায় নিরাপদেই পৌঁছে গেল জায়গামত।

জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল টম। সারা ইয়ার্ডে ছড়িয়ে আছে মৃত ঘোড়া, কম করেও পনেরোটা হবে। ওগুলোর পিছনে আশ্রয় নিয়েছে হার্টের বাকি গানম্যানরা। বড়জোর দশজনের মত আছে এখন। অন্যরা ইয়ার্ডের এখানে-সেখানে হাত-পা ছড়িয়ে অনড় হয়ে আছে।

দুঃসাহসী মানুষগুলোর জন্যে সামান্য করুণা জাগল টমের মনে, পরক্ষণে মিলিয়ে গেল। ওর আত্মসমর্পণের আহ্বানে কান দেয়নি লোকগুলো, দিলে এত প্রাণহানী ঘটত না। ওদেরকে আরও একটা সুযোগ দেয়ার কথা ভাবল টেক্সান। নিজের লোকদের গুলি বন্ধ করতে বলে গানম্যানদের উদ্দেশ করে হাঁক ছাড়ল। 'এখনও সময় আছে সারেন্ডার করার। ভেবে দেখো, তোমাদের কোন সুযোগই নেই। সারেন্ডার করলে আইনের হাতে তুলে দেয়া হবে সবাইকে। না করলে মৃত্যু নিশ্চিত। ভেবে বলো।'

দশ সেকেন্ড ভাবল লোকগুলো, তারপর জবাব দিল একটা ফ্যাঁশফেঁশে গলা, 'এসে ধরে নিয়ে যাও আমাদেরকে।'

'এরপর আর কোনও সুযোগ দেয়া হবে না। এবারই শেষ।'

অনেকক্ষণ সাড়া নেই ও তরফের। টম শুনতে পাচ্ছে ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে লোকগুলো। এক সময় চূড়ান্ত জবাব এল। 'আমরা সারেন্ডার করছি না।'

তখনই ভেতর থেকে এক নেস্টারকে রাইফেল তুলতে দেখে বাধা দিল টম হার্ডি। চোখ বুজে পড়ে থাকা জন দুরানের কাছে এসে দাঁড়াল। 'শুনেছ, জন?'

'হ্যাঁ।'

'কি করব এখন?'

কিছু সময় চুপ করে থেকে মুখ খুলল বৃদ্ধ। 'ভাড়ায় খাটতে রাজি হওয়ার সময় ওরা জানত কি করতে আসছে এখানে। ওরা এসেছে আমাদেরকে খুন করতে, সুযোগ পেলে তা করবেও। আমরা কেবল আত্মরক্ষার চেষ্টা করছি, সান।'

'এখনও দশ-পনেরোজন আছে,' শান্ত গলায় বলল ও। 'চাইলে ওদেরকে বাঁচাতে পারি আমরা।'

'ওরা কেইথকে সে সুযোগ দিয়েছিল?'

এরপর আর কথা চলে না, তবু আরও কিছুক্ষণ বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল যুবক। তারপর 'ঠিক আছে,' বলে ঘুরে দাঁড়াল। গুলি চালাবার নির্দেশ দিয়ে পিছনের জানালা গলে বেরিয়ে দৌড়ে বার্নে গিয়ে পৌঁছল। লড়াইয়ে ব্যস্ত হার্টের রাইডারদের কারও চোখে পড়ল না ব্যাপারটা।

বার্নে পাঁচজন রাইফেলধারীকে বাছাই করল ও। বলল, 'তোমরা একজন একজন করে দৌড়ে শ্যাকের পিছনে এসো। আমি আগে যাচ্ছি। পিছন থেকে শেষ করতে হবে ওদেরকে।'

বেরিয়ে এল ও, ঝুঁকে একদৌড়ে ঘরটার পিছনে পৌঁছল। এক এক করে অন্যরাও এল, এবারও ও তরফের কারও চোখে পড়ল না ব্যাপারটা। আগুনের চড় চড় শব্দে গায়ে কাঁটা দিল টমের। এখনও এদিকের দেয়ালে ধরেনি, সিটিং রুম আর ছাদ পুড়ছে। যে কোন সময় ধসে পড়বে ছাদ। বাড়িটার উত্তর মাথায় এসে গলা বাড়িয়ে সামনে উঁকি দিল ও।

একদম ওদের সামনেই রয়েছে দশ গানম্যান। এদিকে পিছন ফিরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে–খোলামেলা। তাদের নজর বাঙ্কহাউস আর ক্রীকের দিকে। রিজে অবস্থানকারীদের হাত থেকে ফ্লেচারের শ্যাক লোকগুলোকে রক্ষা করছে।

সঙ্গীদের ইশারায় নির্দেশ দিল টেক্সান, রাইফেল বাগিয়ে সবাই মিলে একযোগে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। 'আর আশা নেই, বয়েজ!' গম্ভীর, চড়া কণ্ঠে বলল টম। 'গান ফেলে দাও!'

কে কথা বলছে দেখার জন্যে এক রাইডার মুখ ঘোরাল, পিছনে ওদেরকে দেখেই বাঁদরের মত একলাফে সামনের মৃত ঘোড়াটাকে টপ্‌কে ওপাশে গিয়ে পড়ল সে। একই মুহূর্তে বাঙ্কহাউস থেকে আসা একটা বুলেট খুলি চুরমার করে দিল তার, হাত-পা ছড়িয়ে অদ্ভুত

ভঙ্গিতে পড়ে থাকল দেহটা।

পরের কয়েক মিনিট যা ঘটল, তাকে স্রেফ ঠাণ্ডা মাথায় খুন বলাই ঠিক হবে। কেননা নিজেদেরকে বাঁচানোর কোন উপায়ই ছিল না লোকগুলোর। কোনদিকে আড়াল নেই, একদম উলঙ্গ অবস্থা। দেখতে দেখতে আরও পাঁচ সঙ্গী হারিয়ে যেন হুঁশ হলো বাকি চারজনের। একজন ব্যানডানা দুলিয়ে আত্মসমর্ণের ইচ্ছে প্রকাশ করল, রাইফেল ফেলে দিয়েছে দূরে।

শেষ হয়ে গেল লড়াই। লোকগুলোকে ডেপুটির হাতে তুলে দিয়ে বাঙ্কহাউসে চলে এল টম হার্ডি। বৃদ্ধ জন দুরানের ওপর চোখ পড়তে মন খারাপ হয়ে গেল, আর দেরি নেই, যে কোন মুহূর্তে মারা যাচ্ছে মানুষটা। বৃদ্ধ নিজেও তা বুঝতে পারছে, তবু পাত্তা দিচ্ছে না।

'আজকের রাতটা খুব খারাপ গেল, না?' বলল সে ফিসফিস করে।

মাথা দোলাল টম।

'এরকমই হয়, সান। কেউ যদি জোর করে তোমার ঘাড়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া উপায় কি?'

'ঠিকই বলেছ তুমি।'

'টম!'

'বলো।'

'আমি বাড়ি যেতে চাই।'

'আরেকটু অপেক্ষা করো, জন,' ও বলল। 'একটু সুস্থ হয়ে...' হাসির ভঙ্গিতে বৃদ্ধের মুখ বেঁকে যেতে শুরু করেছে দেখে থেমে গেল।

'কাকে বোকা বানাতে চাইছ, সান?' একইরকম ফিস্‌ফিসে কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আমাকে, না নিজেকে?'

জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এল ও, স্কর্ট ফ্লেচারের বাকবোর্ডটাকে প্রস্তুত করতে লেগে পড়ল।

পনেরো

টর্নেডোর শৃঙ্গে যখন আলো ফুটল, বাকবোর্ড তখন অক্স-বো-র এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে। ওটার আগে রয়েছে টম ও ডেপুটি, অন্যরা পিছন পিছন আসছে। ভোরের ধূসর আলোয় অক্স-বো-র কাঠামো চোখে পড়তে ডেপুটির দিকে ফিরল টেক্সান। 'আমি আগে যাচ্ছি, চার্লিকে দিয়ে প্রস্তুতি সেরে রাখতে হবে।'

'যাও।'

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ও। র‍্যাঞ্চের ইয়ার্ডে পৌঁছে প্রথমদিন যে ওক গাছের নিচে থেমেছিল, সেখানে ঘোড়া রেখে হেঁটে এগোল। ক্লান্তিতে ঝুঁকে আছে মাথা।

কেন মুখ তুলল জানে না যুবক, হয়তো কোন আওয়াজ হয়েছিল। চোখ তুলেই জিনিকে দেখতে পেয়ে থমকে গেল। ওর মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। চোখাচোখি হতে বিস্ময়ে আর আনন্দে চিৎকার করে উঠল জিনি, উড়ে এসে আছড়ে পড়ল টমের বুকে।

'ওহ্, টম! টম! কোথায় ছিলে তুমি?' অন্ধের মত ওর চোখে-মুখে চুমু খেতে লাগল সে।

ওকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল টেক্সান। উচ্ছ্বাস বাঁধ মানতে চাইছে না, তবু কেন যেন নড়তে পারছে না। ব্যাপারটা খেয়াল করে মুখ তুলল জিনি। 'কি হয়েছে, টম?'

'জন গুলি খেয়েছে,' ও বলল। 'ডোয়েলের রাইডারদের সাথে লড়াই হয়েছে। হেরে গেছে ওরা, কিন্তু জন...'

'মারা গেছে?'

'না, এখনও আছে। কোনমতে।'

একটু পর শ্যাকের সামনে এসে দাঁড়াল বাকবোর্ড, প্রচুর খড় ও

কম্বল দিয়ে টমের অনেক যত্নে তৈরি বিছানা থেকে বৃদ্ধের প্রায় নিথর দেহটা কয়েকজন মিলে সাবধানে ভেতরে নিয়ে এল। শুইয়ে দিল বিছানায়। কৃক চার্লির নীরব, অঝোর কান্না দেখে সবার চোখেই কিছু না কিছু পানি দেখা দিল।

টম তার পরিধেয় খুলে ফেলার উদ্যোগ দিচ্ছে দেখে র‍্যাঞ্চার চোখ মেলে তাকাল। কোনমতে বলল, 'খুলো না, সান, কষ্ট হচ্ছে। বুটও খুলো না। সব পরা অবস্থায় মরতে চাই।'

তার মাথার কাছে বসল জিনি। ওকে দেখে হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে, হাত তুলে ওর সোনালী চুল নেড়ে দিল সে। তারপর ইঙ্গিতে টমকে কাছে ডাকল। 'কিছু কাজ আছে, সান। যাওয়ার আগে…'

'এখন চুপ করো, জন,' জিনি বলল। 'পরে হবে সব।'

'সময় নেই। এখনই বলতে হবে,' বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠল জন দুরান। টমের দিকে তাকাল। 'আমার উইল ব্যাঙ্কে আছে। আমার সব কিছু তোমাকে আর জিনিকে দিয়ে গেলাম আমি। তোমরা…তোমরা বিয়ে করতে যাচ্ছ, তাই না?'

মাথা দোলাল জিনি। 'হ্যাঁ।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজল বৃদ্ধ। 'ব্যস্, আর কিছু জানার নেই আমার। কোন দুঃখ নেই। সুখে থেকো তোমরা। এখন যাও, আমি ঘুমাব।'

'কিন্তু…'

'ভয় নেই, যাও। একটু ঘুমাতে চাই আমি।'

উঠে পড়ল জিনি। টম বলল, 'সো লং, ড্যাড্।'

হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে, ওই অবস্থায়ই হৃৎস্পন্দন থেমে গেল।

দু'ঘণ্টা পর।

কিচেনে ডাইনিং টেবিলে বসে আছে ওরা চারজন। টম-জিনি ও বিডেল-রোজি। আধঘণ্টা আগে পৌঁছেছে ওরা।

'ফ্লেচার মরেছে তাহলে?' বলল চিন্তিত টম।

'হ্যাঁ,' বিডেল মাথা দোলাল।

রোজির দিকে ফিরল টেক্সান। 'তুমি একবার বলেছিলে শেরিফের খুনীকে খুঁজে বের করবে, মনে আছে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু পারিনি।'

'আমি পেরেছি,' বলে কোমরের বেল্টে গোঁজা ফ্লেচারের ছুরিটা বের করে টেবিলে রাখল ও। 'এই সেই ছুরি, যেটা আমি শেরিফের গলায় দেখেছিলাম।'

ঝুঁকে এল রোজি। 'কার এটা?'

'ফ্লেচারের। ওর শ্যাকে এটা পেয়েছি আমি। জন এটা ফ্লেচারের বলে সনাক্ত করেছে।' দরজায় চার্লিকে দেখে মুখ তুলে তাকাল ও।

'কেউ আসছে,' বলল চীনা কূক।

উঠে দরজায় এসে দাঁড়াল টম হার্ডি। দূরে নিঃসঙ্গ এক রাইডারকে দেখতে পেল, এদিকেই আসছে। অনেকক্ষণ লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর রোজির দিকে ফিরে বলল, 'তোমার বাবা।'

রোজি ও বিডেল একসাথে উঠে এল। বাইরে এক নজর তাকিয়েই মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, বাবাই।'

ওক গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল ওরা চারজন। রোজি ও বিডেল একটু এগিয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য দু'জন থেকে। ব্রিজ পেরিয়ে এসে ওদের সামনে থামল ডোয়েল হার্ট। চেহারায় সব হারানোর বেদনা। দম নিয়ে প্রথমে মেয়েকে দেখল সে, তারপর মট বিডেলকে। সবশেষে টম হার্ডির দিকে তাকাল। 'আমি বেসিন ছেড়ে চলে যাচ্ছি। সব শেষ হয়ে গেছে আমার।'

'ঠিক আছে,' মৃদু গলায় বলল টেক্সান।

'এসো, রোজি!' মেয়েকে ডাকল সে।

'আমি যাব না,' দ্রুত জবাব দিল মেয়েটা।

চোখ কুঁচকে উঠল সাদাচুলো শীপম্যানের। 'চলে এসো। সেইন্ট লুই যাচ্ছি এবার আমরা।'

'না,' বিডেল বলল এক পা এগিয়ে। 'ও যাবে না। আমরা দু'জন

বিয়ে করছি খুব শীঘ্রি।'

মেয়ের ওপর স্থির হলো লোকটার দৃষ্টি। 'ও সত্যি বলছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি বিয়ে করবে···ওকে? ওর মত এক সস্তা গানম্যানকে?' বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল হার্টের।

'সস্তা ছিল,' দৃঢ় গলায় বলল রোজি। 'এখন নেই।'

বাঁকা হাসি ফুটল লোকটার মুখে, সাদা গোঁফ প্রসারিত হলো দু'দিকে। 'নেই মানে? হঠাৎ দাম বেড়ে গেছে বুঝি?' পরমুহূর্তে কঠোর হয়ে উঠল চেহারা। 'যা বলছ বুঝে বলছ তো?'

'নিশ্চই। বুঝে, স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে বলছি।'

লম্বা করে দম নিল ডোয়েল হার্ট। 'তাহলে জেনে রাখো, তোমার হবু স্বামীর বাকি জীবন জেলখানায় কাটাবে। তুমি তো জানো, ওয়ারেন্ট নেই এমন কাউকে আমি কখনও ভাড়া করি না। মট বিডেলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে এবং তা প্রমাণও হয়েছে, জানো?'

'বাজে কথা!' বলে উঠল বিডেল। 'মিথ্যে বলছে লোকটা। খুন আমি করিনি, করেছে আমার এক সঙ্গী। মৃতের কিছু বন্ধু কাউন্টি অফিসে ছিল, তারা ফাঁসিয়ে দিয়েছে আমাকে। এখন তাদের কেউ নেই, কাজেই বিনা ট্রায়ালেই ছাড়া পেয়ে যাব আমি।'

'তুমি ভুলে যেয়ো না আমার হয়েও কিছু কাজ তুমি করেছ,' শুকনো গলায় বলল ডোয়েল।

'তুমিও ভুলে যেয়ো না তোমার অভিযোগ প্রমাণ করার মত কোন সাক্ষী নেই।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু টম হার্ডি বাধা দিল কঠোর গলায়। 'হার্ট, আমরা চেষ্টা করছি রোজিকে যাতে চোখের সামনে বাপের ফাঁসীতে ঝোলা দেখতে না হয়। কিন্তু তুমি পরিস্থিতি জটিল করে তুলছ। তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে একটুও পরিবর্তন ঘটেনি তোমার। আগের মতই আছ। অনেক পাপ করেছ তুমি, কিন্তু

আমরা তার শাস্তি দিতে চাই না। পালাও এখান থেকে। দশ মিনিটের মধ্যে অক্স-বো ছেড়ে চলে যাও, নইলে আমি কিন্তু মত পাল্টে ফেলতেও পারি।'

'হ্যাঁ,' রোজি বলল। 'ও ঠিকই বলেছে, বাবা। চলে যাও এখান থেকে, এখনও সময় আছে। চলে যাও, প্লীজ!'

রাগল না হার্ট, বরং আবার হাসল। 'কিন্তু আমার কাছে ইউ.এস মার্শালের একটা চিঠি আছে বিডেলকে লেখা,' বলল সে। 'রিনকর্ন থেকে এসেছে।'

'কোথায়?' দৃষ্টিতে সন্দেহ ফুটল যুবকের। 'দেখি!'

হাসিমুখেই কোটের ভেতরের পকেটে হাত চালাল ডোয়েল হার্ট, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার দেহে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা কোল্ট .৪৫ বের করে আনল সে।

'খবরদার! কেউ নড়বে না,' বুনো দৃষ্টিতে ওদের চারজনকে দেখল লোকটা। 'এটায় তোমার জন্যেও একটা বুলেট আছে, হার্ডি, সতর্ক থেকো। তবে প্রথম গুলিটা বিডেলের ওপরই খরচ করব আমি।'

সশব্দে আঁতকে উঠল রোজি, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই চট্ করে বিডেলের সামনে এসে দাঁড়াল। 'বাবা,' শান্ত গলায় বলল ও। 'গুলি যদি করতেই হয়, আমাকে আগে করো। আমি বেঁচে থাকতে ওকে গুলি করতে পারবে না তুমি।'

'সরে যাও, রোজি!' দ্বিধায় পড়ে গেল লোকটা।

'সরি, ড্যাড্!' মেয়েটা অনড়। 'এতদিন আমি তোমার খেয়াল খুশি মত জীবন কাটিয়েছি, কিন্তু আর না। এবার নিজের মত করে বাঁচতে চাই। তা যদি তোমার সহ্য না হয়, তাহলে আগে আমাকে গুলি করতে হবে তোমাকে। তার আগে তোমার ইচ্ছে পূরণ হবে না। গুলি করো, বাবা। করো গুলি।'

সুযোগটা ইচ্ছে করলেই কাজে লাগাতে পারত টম হার্ডি, ডোয়েল হার্ট ক্ষণিকের দ্বিধা কাটিয়ে ওঠার আগেই তার ভবলীলা সাঙ্গ করে

দিতে পারত, কিন্তু করল না। কারণ শুধু দ্বিধা নয়, মানুষটার চেহারায় পরাজয়ের ছায়াও দেখতে পেয়েছে ও। তাই অনড় দাঁড়িয়ে থাকল। প্রস্তুত।

'সরে যাও, রোজি!' আবারও বলল ডোয়েল। তবে গলায় আগের সেই তেজ নেই।

'না!'

কয়েক মুহূর্তের টান্‌টান্ উত্তেজনা, তারপর আচমকা ঢিল পড়ল ডোয়েলের মুখের পেশীতে। চেহারার উন্মাদনা উবে গেল। অস্ত্র ধরে থাকা হাত দ্বিধাগ্রস্তের মত নেমে গেল। দ্রুত টম ও জিনিকে দেখল লোকটা। 'তুমি··· তুমি তাহলে বিয়ে করবেই ওকে?'

'হ্যাঁ, বাবা। এখন থেকে নিজের ইচ্ছেমত জীবন কাটাতে চাই আমি।'

'আমার সাথে যাবে না?' প্রশ্ন নয়, চাপা হাহাকার ফুটল যেন তার কণ্ঠে।

ব্যাপারটা ধরতে পেরে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল রোজি। মৃদু গলায় বলল, 'না।'

পরক্ষণে ডোয়েলের পরিবর্তন দেখে অবাক হলো টম হার্ডি। চেহারা খুব দ্রুত বদলে গেল তার, দু'চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। পালা করে সবাইকে এক নজর দেখল সে। রোজির দিকে ফিরল আবার। চোখে পানি। 'বেশ। ওকে বিয়ে করলে যদি সুখ আসবে মনে হয় তোমার, তবে তাই হোক। আমি চলে যাচ্ছি। আর কখনও তোমাকে জ্বালাতে আসব না।'

এক ঝট্‌কায় ঘোড়া ঘুরিয়ে ফেলল সে। 'বাবা!' ডেকে উঠল রোজি। 'দাঁড়াও, যেয়ো না। বাবা···!'

শুনল না লোকটা, চোখের পলকে ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে উঠল, ঘুরে ঝড়ের গতিতে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল। বেসিন ছেড়ে চলে যাচ্ছে জেদী, একরোখা ডোয়েল হার্ট।

চোখ ভরা পানি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে রোজমেরি হার্ট। তাকিয়েই থাকল একভাবে।

***

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, সম্প্রতি গুদাম স্থানান্তরের সময় বেশ কিছু দুর্লভ বই আমরা খুঁজে পেয়েছি। এই বইগুলোর দাম একেবারেই কম। দেড়-দুশো পৃষ্ঠার বই, দাম হয়তো ৬, ৮, ১০ বা ১২ টাকা। বইগুলির কোন কোনটায় সামান্য খুঁত আছে, তবে বেশির ভাগই মোটামুটি ভাল। এসব বই পাঠকের কাছে বিক্রির জন্যে ৪০% কমিশন নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ ১২ টাকার একটি বই আপনি পাবেন ৭ টাকা ২০ পয়সায়, এবং ৬ টাকার বই মাত্র ৩ টাকা ৬০ পয়সায়। যাঁরা এক খণ্ডের দুষ্প্রাপ্য রানা, ওয়েস্টার্ন, তিন গোয়েন্দা, ক্লাসিক, টারজান, জুল ভার্ন, অনুবাদ, উপন্যাস ইত্যাদি বই সংগ্রহ করতে আগ্রহী, তাঁরা আজই সেবা প্রকাশনীর হেড অফিস ২৪/৪ সেগুনবাগিচায়, অথবা আমাদের শো-রুম ৩৬/১০ ও ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকায় যোগাযোগ করুন। পাঠকদের বাছাই করে কেনার সুবিধার্থে এসব বই আমরা হেড অফিসে বিশেষ ভাবে সাজিয়ে রেখেছি। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৮-০০টা থেকে বিকেল ৪-০০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

যাঁরা ঢাকার বাইরে থেকে বই নিতে চান বলে চিঠি লিখছেন:

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, আপনারা বইয়ের নাম উল্লেখ করুন এবং যে টাকার বই নেবেন তা মানি অর্ডার যোগে সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০–এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। আপনার পছন্দের বই আমাদের কাছে থাকলে পাঠিয়ে দেব। আপনারা জানেন, কোন-কোনও বইয়ে কিছুটা খুঁত রয়েছে, নিজে দেখে কিনতে পারলে সবচাইতে ভাল হত। কিন্তু তা যখন সম্ভব হচ্ছে না, আপনাদেরকে আস্থা রাখতে হবে আমাদের ওপর। যেসব বই আপনাদেরকে পাঠানো হবে, ধরে নেবেন তার চাইতে ভাল অবস্থায় সে বইটি আমাদের কাছে নেই। কোন কোন বইতে চিপ্পি (সর্বশেষ মূল্য সংযোজিত কাগজ) সাঁটা রয়েছে। জানবেন, এসব অনেক বছর আগেকার লাগানো, এখনকার নয়। ধন্যবাদ।

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোষ্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না।

কা. আ. হোসেন

মাসফিক

পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ওয়েস্টার্ন কাহিনী আমার খুবই ভাল লাগে। আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখক কাজী মায়মুর হোসেন। রক বেননকে নিয়ে লেখা তাঁর প্রতিটা বই আমার দারুণ লাগে। আমি ১৯৯৯ সাল থেকে সেবা'র বই পড়তে শুরু করেছি। বুঝতেই পারছেন, খুব বেশি বই পড়া হয়নি আমার। তারপরেও আমি আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ৬৭টি বই সংগ্রহ করেছি। যখন জানলাম ২৪/৪ সেগুনবাগিচায় অনেক দুষ্প্রাপ্য বই পাওয়া যাচ্ছে স্বল্পমূল্যে, তখনই রওনা দিলাম, এবং সব মিলিয়ে প্রায় ১৮টি বই কিনলাম। এর পর আর এক মাস বই কিনতে পারিনি। পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার পর আবার গিয়ে আমি ক্লাসিক, ওয়েস্টার্ন ও অন্যান্য বই মিলিয়ে মোট ১৫টি বই সংগ্রহ করে এনেছি। সেগুলো পড়া শেষ করে এখন আরও বই কেনার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি। আমার বাবা-মা বলেছে কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে নিয়ে যাবে।

আপনাদের দোয়ায় আমি খুব ভাল রেজাল্ট করেছি। কয়েকদিন আগে গোলাম মাওলা নঈমের 'শোধ' ও 'মীমাংসা' পড়লাম। এককথায় চমৎকার। কাজী মায়মুর হোসেন ও গোলাম মাওলা নঈম–দুজনের জন্যেই রইল্ আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

* তুমি আমাদের সবার শুভেচ্ছা নিয়ো। আর সেবা'র হেড-অফিসে আসতে চাইলে ফেব্রুয়ারী মাসটা বাদ দিয়ে এসো। যে র‍্যাকগুলোয় দুষ্প্রাপ্য পুরনো বই ছিল, ফেব্রুয়ারী মাসে বইগুলো মাটিতে নামিয়ে রেখে সেগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে। মেঝে থেকে বই খুঁজে বের করতে অসুবিধে হতে পারে, তাই মার্চ মাসে আসতে বলছি। তখন আবার সব বই গুছিয়ে রাখা হবে র‍্যাকে।

সা'দ

সড়ক ১৯, পশ্চিম ধানমণ্ডি, ঢাকা।

১৯৯৫ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিন গোয়েন্দার মাধ্যমে সেবার সাথে পরিচয়। তিন গোয়েন্দার ১৩৯টি বই আমার পড়া হয়েছে কিন্তু তিন বন্ধু সিরিজের বইগুলো পড়া হয়নি। এখন আবার কিশোর থ্রিলার ও চিলার আলাদা হয়ে গেছে। কাজীদা, তিন গোয়েন্দার বইগুলির শুরুতে কি কিশোর থ্রিলার ও কিশোর চিলার ভিত্তিতে তিন গোয়েন্দা ও তিন বন্ধুর সকল বইয়ের নাম দেয়া সম্ভব?

আর মাসুদ রানা সম্পর্কে একটি কথা। মাসুদ রানার কোনও কোনও বইয়ে পূর্বের বইয়ের চরিত্রের উল্লেখ থাকে, যেমনঃ রক্তের রঙ, সেই উ-সেন, আমি সোহানা। আবার, বিদায় রানা, প্রতিদ্বন্দ্বী, গ্রাস। এই রকম বইগুলি কি ভলিউম করার সময় একসাথে ছাপা সম্ভব?

সবশেষে অনুরোধ, আমার প্রথম এই চিঠি যদি মনোনীত হয় তাহলে দয়া করে তিন গোয়েন্দার আগামী কোন বইয়ে ছাপালে ভাল হত।

* তোমার প্রথম দুটি অনুরোধ আমরা গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখব। ...কিন্তু শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে পারব কিনা জানি না। কারণ, এত চিঠি জমে গেছে যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কোনও চিঠি ফেলে না রেখে যে সিরিজে জায়গা পাওয়া যায় সেখানেই ছেপে দেব। তবে চেষ্টা থাকবে যে যেখানে চায় সেখানেই তার চিঠি যেন ছাপা হয়। ধরো, তোমার চিঠি তিন গোয়েন্দাতে না গিয়ে ছাপা হলো কিশোর ক্লাসিক বইয়ে। তিন গোয়েন্দার হাজার চিঠির তলায় চাপা পড়ে যাওয়ার চাইতে সেটাই ভাল হয় না? না কিনলেও, দোকানে দাঁড়িয়ে নতুন বইয়ের পিছনের আলোচনা বিভাগে নিজের চিঠি ও তার উত্তর পড়ে নেয়া যায় – হোক না সে ভিন্ন সিরিজ।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

১৫-২-'০১ বিষাক্ত থাবা (মাসুদ রানা) কাজী আনোয়ার হোসেন

বিষয়: মাসুদ রানা ভেবেছিল ঘটনার শুরু বুঝি লন্ডনেই, কিন্তু না, শুরু অনেক আগেই। প্রখ্যাত ইজিপ্টোলজিস্ট-এর নির্মম হত্যাকাণ্ড আসলে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ছিল। ক্যামবিসিসের সেনাপতির কবর-ফলক হাতছাড়া হওয়ায় বিপাকে পড়ল ও। শের খান, হাবিব বে ও লাস্যময়ী মিশরীয় প্রিন্সেস শায়লার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বসল। বেধে গেল ভয়াবহ সংঘাত। লিবিয়ান ডেজার্টে ঝড় উঠল, প্রাণের শত্রু শের খানও জায়গামত হাজির, আর রক্ষা নেই। একদল মানুষের জীবন নির্ভর করছে ওর ওপর, অথচ করার কিছু নেই।

আরও আসছে

১৯-২-০১ বড়দিনের ছুটি (তিন বন্ধু/প্রজা.) রকিব হাসান
১৯-২-০১ কালো মেঘ (কিশোর থ্রিলার) ইসমাইল আরমান
২২-২-০১ তিন গো.ভলি-৪১ (নতুন স্যার+মানুষ ছিনতাই+পিশাচকন্যা) রকিব হাসান
২৭-২-০১ রহস্যপত্রিকা (১৭বর্ষ ৫ সংখ্যা) মার্চ, ২০০১

ওয়েস্টার্ন

দখলদার

ইফতেখার আমিন

টনের্ডো বেসিনে গরুর চিহ্নও রাখতে চায় না একরোখা, গোঁয়ার ডোয়েল হার্ট।
র‍্যাঞ্চারদের ভাগিয়ে দিতে চায়।
তাকে প্রতিহত করতে এল এক টেক্সান, টম হার্ডি।
এসেই পড়ল বিপদে। শেরিফকে খুন করে
লাশটা কেউ রেখে গেছে তার রূমে। শুরু হয়ে
গেল সন্দেহ, অবিশ্বাস, রহস্য ও রোমাঞ্চভরা এক অধ্যায়।
খুব দ্রুত গড়াচ্ছে পরিণতির দিকে।
বিশ্বাসঘাতকের ফাঁদে পা দিল টম, এখন অন্ধকার থেকে
একটা বুলেট ছুটে এলেই শেষ।
কি করে আত্মরক্ষা করবে সে? আর জিনিয়া?
ও-ই বা কোথায় হাওয়া হয়ে গেল?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০